মাসিক

আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে?' *(সূরা হাশর ৫৯/১৮)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০২৩

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهريــــة علميــــة دينيــــة وأدبيــــة
جلد : ٢٦، عدد : ١١، محرم و صفر ١٤٤٥ھ/ أغسطس ٢٠٢٣م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : মাসজিদুল লাহূত, ডাকার, সেনেগাল।

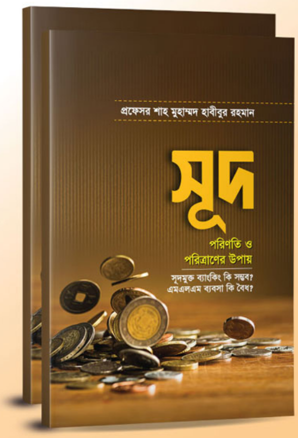

সদ্য পরিমার্জিত

সূদ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায় | প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে, সূদ তার মধ্যে অন্যতম। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে সূদ সম্পূর্ণরূপে হারাম। বইটিতে দুনিয়া ও আখেরাতে সূদের ভয়াবহ পরিণতি এবং সূদ থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পরিশিষ্টে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় তথা সূদমুক্ত ব্যাংকিং আদৌ সম্ভব কি-না এবং শরী'আতে এমএলএম ব্যবসার বৈধতা আছে কি-না? সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিয়মিত দাতা

মাসিক ৫০০, ১০০০, ৫০০০ বা ততোর্ধ্ব পরিমাণ টাকা প্রদানের মাধ্যমে আপনিও হ'তে পারেন উক্ত মহতী প্রকল্পের একজন সম্মানিত **'দাতা সদস্য'** হ'তে পারেন এই নেকীর কাজের একজন গর্বিত অংশীদার। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন-আমীন।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট (মার্চেন্ট) নং : ০১৭০৭-৬১৩৬৩৭।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ ১১ম সংখ্যা

মুহাররম-ছফর ১৪৪৫ হি.
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩০ বাং
আগস্ট ২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২

◆ **প্রবন্ধ :**

▶ হজ্জ পরবর্তী করণীয় ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

▶ বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন *(৭ম কিস্তি)* ০৮
-মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

▶ গীবত : পরিণতি ও প্রতিকার *(৩য় কিস্তি)* ১১
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

▶ ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা : মুমিনের দুই অনন্য বৈশিষ্ট্য ১৭
-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

▶ উত্তম মৃত্যুর কিছু নিদর্শন ও আমাদের করণীয় ২৪
-ইহসান ইলাহী যহীর

◆ **বিজ্ঞানচিন্তা :** ৩২

▶ চন্দ্র দিয়ে মাস এবং সূর্য দিয়ে দিন গণনা : মহান আল্লাহর এক অনন্য বিধান
-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

◆ **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৫

◆ **ইতিহাসের পাতা থেকে :** ৩৬

▶ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক-এর গোপন আমল

▶ ছাহাবায়ে কেরাম নেতৃত্বকে যেভাবে ভয় পেতেন
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

◆ **ভ্রমণ স্মৃতি :** ৩৭

▶ মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে *(৪র্থ কিস্তি)*
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◆ **চিকিৎসা জগৎ :** ৪০

▶ পাইলস : প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়

◆ **কবিতা :** ৪২

▶ চাই নে'মত

▶ মোবারকবাদ

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩

◆ **মুসলিম জাহান** ৪৪

◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫

◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬

◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

আগস্ট ২০২৩ | সম্পাদকীয় | ২৬তম বর্ষ ১১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

সংস্কারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়

সংস্কার ও কুসংস্কার পাশাপাশি চলে। কুসংস্কার হয় শয়তানের পক্ষ থেকে এবং সংস্কার হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। উভয় পক্ষে লোক থাকে। কুসংস্কার অত্যন্ত লোভনীয় ও চাকচিক্যপূর্ণ। ফলে সেখানে লোক বেশী থাকে। যাদের চাপে সংস্কার চাপা পড়ে যায়। আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে যুগে যুগে একদল সাহসী সংস্কারবাদী মানুষ ঝুঁকি নিয়ে সংস্কার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সংস্কার যাতে সঠিক পথে পরিচালিত হয়, সেজন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারের পথ দেখিয়েছেন। শুরুতেই তাদের একদল নিষ্ঠাবান সহযোগী ছিলেন। নবী বা সংস্কারকের মৃত্যুর পর যথার্থ উত্তরসূরী না থাকায় সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই দুর্বল হয়ে যায়। ফলে কুসংস্কার পুনরায় বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় সংস্কারকের। আল্লাহ্র রহমত হলে পুনরায় বিশুদ্ধ দ্বীনের সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। এভাবেই চলে অন্ধকার সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলোকিত সমাজে পরিণত করার ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা। শুরুতে তাকে একাই ঝুঁকি নিতে হয়। পরে যখন লোকেরা তার কাছে জমা হ'তে থাকে, তখনই তাদের বিরুদ্ধে বিরোধীরা সংগঠিত হয় এবং সংস্কারবাদী আন্দোলনকে অংকুরে বিনাশ করতে চায়। এভাবেই সর্বদা সংখ্যাগুরু কুসংস্কারবাদীদের সঙ্গে বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কারবাদীদের সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে যুগ যুগ ধরে। আল্লাহ্র পথে কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে জিহাদকারী ব্যক্তি হবেন জান্নাতী। এর বিপরীতে শয়তানের পথে সংগ্রামকারীরা হবে জাহান্নামী। একই সাথে আল্লাহ্র পথে জিহাদের নামে কপট বিশ্বাসীরাও হবে জাহান্নামী। বরং তারা জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে থাকবে। ইসলামী সংস্কার আন্দোলনে এরাই হ'ল অন্তর্ঘাতী। প্রত্যেক নবী-রাসূলকে এদের অনিষ্টকারিতার মোকাবেলা করতে হয়েছে। আর সেজন্যেই সমাজ সংস্কারের পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

বালাকোট (৬ই মে ১৮৩১), বাঁশের কেল্লা (১১ই নভেম্বর ১৮৩১), ছাদেকপুর-পাটনার ইতিহাস (নভেম্বর ১৮৬৪) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল ভাঙার ইতিহাস এবং একই সাথে সমাজের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদের ইতিহাস। মানুষের সার্বভৌমত্বের উর্ধ্বে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ধর্ম ও সমাজনেতাদের মনগড়া বিধান সমূহের বিরুদ্ধে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। স্ব স্ব যুগের বাধার বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে তারা কুরআন ও সুন্নাহ্র অভ্রান্ত সত্যের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে ইয়াসির পরিবার, আম্মার, খাব্বাব, খোবায়েব, যায়েদ বিন দাছেনাহর ন্যায় অসংখ্য ছাহাবীর খুনরাঙা পথ বেয়ে এসেছিল জাহেলী আরবের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত স্বাধীন মানবীয় সমাজ।

আধুনিক ইতিহাসে পৃথিবীর কোণে কোণে যেখানেই ইসলামের সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেখানেই জাহেলিয়াতের পুচ্ছধারীরা নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে দমন করার কুট কৌশল অবলম্বন করেছে। বৃটিশ ভারতে যেভাবে মিথ্যা অপবাদ, ঘুষ ও ভেদনীতির মাধ্যমে জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংস্কারবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে জনমতকে ক্ষেপিয়ে আন্দোলনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। অদ্যাবধি একই কৌশল সর্বত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরস্কের সমাজ সংস্কারক বদীউযযামান সাঈদ নূরসী (১৮৭৭-১৯৬০) যখন ১১টি মিথ্যা মামলায় সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন হন, তখন সামরিক আদালতের সভাপতি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি শরী'আত চান? যদি চান তাহ'লে জানালা দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলানো ঐ ১৫টি ঝুলন্ত লাশ গুলির দিকে তাকান। জবাবে সাঈদ নূরসী বলেন, আমার যদি এক হাযার জীবন থাকত, তাহ'লে আমি তা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতাম শরী'আতের একেকটি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। আমি বিশ্বাস করি ইসলামী শরী'আত ন্যায়বিচার, উন্নতি ও কল্যাণের উৎস। সেই শরী'আত প্রতিষ্ঠার জন্য কোন মর্যাদাবান ও সাহসী ব্যক্তি ফাঁসির সামনে মাথা নত করে না। তিনি বলেন, ইসলামী শরী'আত আমাদেরকে শাসকের প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু আল্লাহ্র অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই। আমাদের সকল বক্তব্য উপদেশমূলক, বিদ্রোহমূলক নয়। যদি আমাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়, তাহ'লে আমি দুই শহীদের পুরস্কার পাব'। ইসলামের পক্ষে তাঁর এরূপ আপোষহীন বক্তব্যের ফলে যালেমদের হৃদয় টলে যায় এবং আল্লাহ্র রহমতে তিনি বেকসুর খালাস পান।

ব্রিটিশ কলোনী সচিব ও পরবর্তীতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন (১৮০৮-১৮৯৮) ৫২ লক্ষ বর্গ কি.মি. ব্যাপী তৎকালীন বিশ্বের ১ নম্বর দেশ, বরং মহাদেশ ওছমানীয় তুর্কী খেলাফতকে পদানত করার জন্য বলেছিলেন, 'মুসলমানদের হাতে যদি কুরআন থাকে তবে তাদের পদানত করা যাবে না। তাদের উপর বিজয়ী হ'তে হলে হয় কুরআন তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে অথবা কুরআনের প্রতি তাদের ভালবাসার বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে'। এ কথার উত্তরে সাঈদ নূরসী বলেছিলেন 'কুরআন অমর ও অনির্বাণ সূর্য, যা কখনও মুসলমান তথা কল্যাণকামী মানুষের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া যাবে না'। অতঃপর তিনি কুরআনের আধুনিক ও মানবিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন এবং সর্বসাকুল্যে প্রায় ৬০০০ পৃষ্ঠার বিশাল গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। যার মাধ্যমে তিনি তুরস্ককে পাশ্চাত্যকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষ করণের বিরুদ্ধে এবং ইসলামের পক্ষে বিশাল জনমত গড়ে তোলেন। ফলে পাশ্চাত্যের লেজুড় কামাল পাশার অনুগামী ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ১৯৩০-১৯৫০-এর মধ্যে তাঁকে কয়েকবার কারা নির্যাতন করে। অতঃপর তিনি ৮৩ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মনে পড়ে দেড় হাযার বছর পূর্বে সা'দ বিন খাওলা (রাঃ)-এর মা যেদিন তাকে কসম দিয়ে বলেন, আমি আদৌ খানাপিনা করবো না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদের সাথে কুফরী করবে' *(আহমাদ হা/১৬১৪)*। ফলে তার গালের মধ্যে লাঠি ভরে ফাঁক করে তরল খাদ্য প্রবেশ করানো হয়। এভাবে তিন দিন পর যখন তার মৃত্যুর উপক্রম হয়, তখন মা বলেন, তুমি অবশ্যই মুহাম্মাদের দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি এভাবেই মরে যাব। তখন লোকেরা তোমাকে বলবে, 'হে মায়ের হত্যাকারী'! জবাবে আমি বললাম, 'হে মা! যদি তোমার একশ'টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়ে যায়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, না চাইলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ়তা দেখে তিনি খেলেন। তখন আনকাবূত ৮ আয়াত নাযিল হ'ল *(কুরতুবী; তিরমিযী হা/৩১৮৯)*। বস্তুত এভাবেই সমাজের কুসংস্কার দূর হয়েছে। আজও হবে। প্রয়োজন কেবল হকপন্থী সংস্কারক ও আপোষহীন নেতা-কর্মী। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*

হজ্জ পরবর্তী করণীয়

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যার মাধ্যমে বান্দা নিষ্পাপ হয়ে যায় এবং কবুল হজ্জ সম্পাদনের মাধ্যমে বান্দার জন্য পরকালীন জীবনে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। কিন্তু হজ্জ সমাপনের পরে হজ্জ পালনকারীর জন্য করণীয় কি হবে, এ বিষয়েই আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হ'ল।-

১. আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকরে মশগূল থাকা :

হজ্জের মৌসুমে এবং হজ্জ পরবর্তী সময়ে বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতে মশগূল থাকা কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، 'অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ কর, বরং তার চাইতেও বেশী স্মরণ। অতঃপর লোকদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে (কেবল) ইহকালে কল্যাণ দাও। তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও! ঐসব লোকদের জন্য তাতে পূর্ণ অংশ রয়েছে, যা তারা উপার্জন করেছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' *(বাক্বারাহ ২/২০০-২০২)*।

আর ইবাদতের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় ও নির্ধারিত স্থান নেই। বরং মুসলিম যেখানেই থাকুক সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ইবাদত করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 'আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার নিকটে উপস্থিত হয়' *(হিজর ১৫/৯৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِى يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا، 'যদি তোমাদের কারো নিকটে ক্বিয়ামত এসে যায় এ অবস্থায় যে, তার হাতে একটি চারাগাছ রয়েছে, তাহ'লে সে যেন সেটা রোপণ করে দেয়'।[১] সুতরাং আমল ও ইবাদত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করার চেষ্টা করতে হবে। মুসলিম নারী-পুরুষ তার প্রতিটি সেকেন্ড ও মিনিট আল্লাহ্র আনুগত্যে তথা তাঁর ইবাদতে ব্যয় করবে। পক্ষান্তরে কিছু সময় ইবাদত ও নেক আমল করে থেমে যাবে না। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، 'আর তোমরা সেই নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মযবূতভাবে পাকাবার পর তা খুলে ছিন্নভিন্ন করে দেয়' *(নাহল ১৬/৯২)*।

২. নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা :

হজ্জ একটি বড় নে'মত, যা সবাই লাভ করতে পারে না। সুতরাং যারা এই বড় নে'মত পেয়ে ধন্য হয়, তার জন্য আবশ্যিক হয়ে যায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، 'আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*। আল্লাহ একটি নিরাপদ জনবসতির উদাহরণ পেশ করেন, যারা তাদের প্রতি নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনি, ফলে তাদের নিকট থেকে সে নে'মতকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহ বলেন, وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، 'আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। যেখানে প্রত্যেক স্থান থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নে'মত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ ক্ষুধা ও ভীতির মালিণ্যের স্বাদ আস্বাদন করালেন' *(নাহল ১৬/১১২)*।

রাসূল (ছাঃ) স্বীয় ছাহাবীগণকে নে'মতের অধিক শুকরিয়া আদায় করার এবং আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য প্রার্থনার উপদেশ দিতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ،

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছা.) তার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি, আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি। তিনি বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে অছিয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক ছালাতের পর এ দো'আটি কখনো পরিহার করবে না- *'আল্লাহুম্মা আঈন্নী*

১. *আহমাদ হা/১২৯২৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৭৯; ছহীহাহ হা/৯; ছহীহুল জামে' হা/১৪২৪।*

‘আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ‘ইবাদাতিকা’ (অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং আপনার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন)’।[২]

৩. বেশী বেশী তওবা করার চেষ্টা করা :

যে ব্যক্তি অহী নাযিলের স্থান ও নিরাপদ শহর প্রত্যক্ষ করে এবং বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করে, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের দিনে আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে তাঁর নিদর্শনসমূহ অবলোকন করে, ইসলামের শে‘আরসমূহ সরাসরি দেখে সে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন ও তওবা করার প্রতি সত্বর প্রবৃত্ত হবে। এক্ষেত্রে কোন কিছুই তাকে অক্ষম বা অপারগ করতে পারবে না। তাছাড়া বান্দা যখন দেখবে হক ও বাতিল, ভাল ও মন্দ পার্থক্য করতে জ্ঞান-বিবেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত এবং যুবক-বৃদ্ধ সব ধরনের মানুষের হঠাৎ মৃত্যু বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন সে তওবা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‘আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(নূর ২৪/৩১)*। যারা তওবা করে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ‘যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী’ *(হুজুরাত ৪৯/১১)*।

পক্ষান্তরে হাদীছে সত্বর তওবা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، ‘আল্লাহ তা‘আলা রাতে নিজের হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের বেলায় গুনাহকারীর তওবা কবুল করতে পারেন। আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন, যাতে রাতের বেলায় গুনাহকারীর তওবা কবুল করতে পারেন। এভাবে তিনি হাত প্রসারিত করতে থাকবেন যতদিন না সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে’।[৩] তিনি আরো বলেন, إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ، ‘রাতের অর্ধেক অথবা দু’-তৃতীয়াংশ অতিক্রম হ’লে মহান ও বরকতময় আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে দেয়া হবে? কোন আহ্বানকারী আছে কি যার আহ্বানে সাড়া দেয়া হবে? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে ক্ষমা করা হবে? আল্লাহ তা‘আলা ভোর প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ বলতে থাকেন’।[৪]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُونَ، ‘প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী। আর উত্তম ভুলকারী তারাই, যারা অধিক তওবা করে’।[৫] হাসান বছরী (রহ.) বলেন, أَكْثِرُوا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ، وَفِيْ طُرُقِكُمْ، وَفِيْ أَسْوَاقِكُمْ، وَفِيْ مَجَالِسِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُوْنَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ، ‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন বেশী বেশী ক্ষমাপ্রার্থনা কর; তোমাদের বাড়ি-ঘরসমূহে, পথ-প্রান্তরসমূহে, বাজারসমূহে এবং বৈঠকগুলোতে। কারণ তোমরা তো জানো না কখন ক্ষমা অবতীর্ণ হবে’।[৬]

৪. মানবিক গুণাবলী অর্জন করা :

ইসলামের প্রতিটি ইবাদত মুসলিমকে উত্তম নৈতিকতা অবলম্বনে সহায়তা করে। মুমিনের জীবনব্যাপী ইবাদতসমূহ তাকে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের পথে চালিত করে। যেমন ছালাত অশ্লীল ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে; ছিয়াম আল্লাহভীরুতা বৃদ্ধি করে; যাকাত আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা, ব্যয়কুণ্ঠতা ইত্যাদি থেকে। আর হজ্জ ইসলামের বড় ইবাদত ও মহান নিদর্শন, যা মুসলিমকে পারস্পরিক সৌহার্দ, সহমর্মিতা ও উত্তম আচরণ শিক্ষা দেয়। আল্লাহ বলেন, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ ‘হজ্জের মাসগুলি নির্ধারিত। অতএব যে ব্যক্তি এই মাসসমূহে হজ্জ-এর সংকল্প করবে (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধবে), তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী মিলন, দুষ্কর্ম ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা যেসব সৎকর্ম কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন, আর তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করো। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ’ল আল্লাহভীতি। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*। সুতরাং হজ্জ পরবর্তী সময়েও অশ্লীল কথা-কাজ পরিহার করা, কর্কশ ভাষা ও রূঢ় আচরণ ত্যাগ করা, কোন মানুষকে কষ্ট না দেওয়া, প্রতিবেশী ও অন্যদের সাথে সদাচরণ করা, পরোপকার ও জনসেবা করার চেষ্টা করা ইত্যাদি সৎকাজ অধিক হারে করতে হবে।

২. আবু দাঊদ হা/১৫২২; নাসাঈ হা/১৩০২; ছহীহুত তারগীব হা/১৫৯৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৯৬৯।

৩. মুসলিম হা/২৭৫৯; ছহীহাহ হা/৩৫১৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৩৫; ছহীহুল জামে‘ হা/১৮৭১।

৪. মুসলিম হা/৭৫৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৪৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৮০২।

৫. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১, সনদ হাসান।

৬. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে‘উল ‘উলূম ওয়াল হিকাম ২/৪০৮।

৫. আমলে ছালেহ বেশী বেশী করার চেষ্টা করা :

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। এই আমলের পরে অন্যান্য সৎকাজ অধিক হারে করতে হবে। আল্লাহ বলেন, اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، 'তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছু নয়। যার উপমা বৃষ্টির ন্যায়। যার উৎপাদন কৃষককে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। যাকে তুমি হলুদ দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে (কাফেরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (মুমিনদের জন্য) আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়' *(হাদীদ ৫৭/২০)*। এজন্য রাসূল (ছা.) বলেন, بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ، 'ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে নেক আমল সম্পাদনে তৎপর হও। ১. ধোঁয়া, ২. দাজ্জাল, ৩. দাব্বাতুল আরয (মৃত্তিকাগর্ভ হ'তে বহির্ভূত জন্তু), ৪, পশ্চিমাকাশ হ'তে সূর্য উদিত হওয়া, ৫. সর্বগ্রাসী ফিতনা ও ৬. তোমাদের ব্যক্তিবিশেষের ওপর আরোপিত ফিতনা'।[৭]

ছাহাবায়ে কেরাম আমলে ছালেহ সম্পাদনে সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। যেমন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنها كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول : لو نشر لي أبواي ما تركتها. 'তিনি চাশ্তের আট রাক'আত করে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমার জন্যে যদি আমার মাতা-পিতাকেও জীবিত করে দেয়া হয় তবুও আমি এ ছালাত ছাড়ব না'।[৮] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ

'নিশ্চয়ই কিছু লোক আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দু'হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দু'হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন'।[৯]

৬. আমলকে তুচ্ছ মনে করা এবং গর্ব-অহংকার না করা :

মানুষ যেসব আমল করে, তার সারা জীবনের সমস্ত আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় হবে না। যেমন তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা চোখ-কান, হাত-পা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি। এছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা, দৈহিক শক্তি, আর্থিক সচ্ছলতা, সৃষ্টিজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে শেষ করা যাবে না। অতএব এসবের তুলনায় মানুষের কৃত আমল যারপর নেই নগণ্য। সুতরাং মানুষ তার কৃত আমলের জন্য গর্ব-অহংকার করবে না। বরং সে তার আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, তাহ'লে সে আরো অধিক আমলে প্রবৃত্ত হ'তে পারবে। অনুরূপভাবে হজ্জ করেও নিজেকে বড় আমলকারী, ইবাদতগুযার ভাববে না বরং সে আরো বেশী আমলের জন্য চেষ্টা করবে।

৭. আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার শংকায় থাকা :

মুমিন হৃদয়ে ভয় ও আশা দু'টিই থাকবে। হাসান বছরী (রহ.) বলেন, المؤمن يحسن ويخاف، والمنافق يسيء ويأمن، 'মুমিন ব্যক্তি নেক আমল করে তা কবুল না হওয়ার ভয় করে, আর মুনাফিক পাপ করেও নিজেকে নিরাপদ ভাবে'।[১০]

মুমিন ইবাদত করার পরে তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে যেমন আশান্বিত থাকবে, তদ্রূপ তা কবুল না হওয়ারও আশংকায় থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ 'আর তাদেরকে যা (রিযিক) দেওয়া হয়েছে তা থেকে তারা দান করে, তখন তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত থাকে' *(মুমিনূন ২৩/৬০)*। মা আয়েশা (রা.) বলেন, আমি এই আয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ! أَهُوَ الَّذِي يَزْنِي، وَيَسْرِقُ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এর দ্বারা কি এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে এবং মদপান করে? তিনি বলেন, لَا، يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُ، وَيُصَلِّي، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، 'না, হে আবুবকরের কন্যা অথবা হে ছিদ্দীকের কন্যা! বরং উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ছিয়াম পালন করে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, ছালাত আদায় করে আর আশংকা করে যে, তার এসব ইবাদত কবুল হ'ল কি-না'?[১১]

---

৭. মুসলিম হা/২৯৪৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৫৬; ছহীহাহ হা/৭৫৯;ছহীহুল জামে' হা/৫১২৩; মিশকাত হা/৫৪৬৫।

৮. মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/৫২০; মিশকাত হা/১৩১৯, সনদ ছহীহ।

৯. ইবনু মাজাহ হা/২৩৭; ছহীহাহ হা/১৩৩২; ছহীহুল জামে' হা/২২২৩।

১০. দুরূস শায়েখ আয়েয আল-ক্বারনী, ২২২/২৫।

১১. ইবনু মাজাহ হা/৪১৯৮; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩৪৮৬।

আলী (রা.) বলেন, كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: (إنما يتقبل الله من المتقين). 'তোমরা আমল অপেক্ষা তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদানকারী হও। তোমরা কি আল্লাহকে বলতে শোননি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।[১২]

খ্যাতনামা তাবেঈ মালেক ইবনু দীনার (রহ.) বলেন, الخوف على العمل ألا يُتقبل أشد من العمل، 'আমল কবুল হবে কি-না সেই ভয়ে ভীত হওয়া আমল করা অপেক্ষা কঠিন বিষয়'।[১৩]

আব্দুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদ (রহ.) তাবেঈদের সম্পর্কে বলেন, أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أي قبل منهم أم لا، 'আমি তাদেরকে পেয়েছি যে, তারা সৎকাজে সচেষ্ট হ'তেন। অতঃপর যখন তারা আমল সম্পাদন করতেন, তখন চিন্তায় পড়ে যেতেন যে, তাদের আমল কবুল হবে কি-না'।[১৪]

৮. বেশী বেশী দো'আ করা :

বান্দার জন্য কর্তব্য আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী দো'আ করা। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(গাফের/মুমিন ৪০/৬০)*। তিনি আরো বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، 'দো'আ হচ্ছে ইবাদত'।[১৫] তাই তিনি বেশী বেশী দো'আ করার জন্য বলেছেন। তিনি বলেন, إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমাদের কেউ যখন কামনা করবে বা প্রার্থনা করবে তখন বেশী করে চাইবে। কারণ সে তো তার মালিকের কাছে চাচ্ছে'।[১৬] তিনি অন্যত্র বলেন, لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ، 'তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহ্র কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহ'লে তাও তাঁর কাছেই চাইবে। এমনকি লবণও তাঁর কাছেই চাইবে'।[১৭]

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ،

'ওহে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ছিলে পথহারা, তবে আমি যাকে সুপথ দেখিয়েছি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে হেদায়াত প্রার্থনা কর আমি তোমাদের হেদায়াত দান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে আহার্য চাও, আমি তোমাদের আহার করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন, কিন্তু আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি

১২. *ইবনু আবীদ দুনিয়া, আল-ইখলাছ ওয়ান নিয়্যাহ, পৃ. ৩৯; ইসলাম ওয়েব, প্রশ্ন নং ২৮২২৮, তাং ২০/০৭/২০১৫।*
১৩. *রেযা আহমাদ ছামদী, আল-ক্বাওয়ায়িদুল হাস্‌সান ফী আস্‌রারিত্ব ত্বা'আতি ওয়াল ইসতি'দাদি লি রামাযান, পৃ. ১৩৬।*
১৪. *মুহাম্মাদ হুসাইন ইয়াকূব, আসরারুল্ল মুহিব্বিন ফী রামাযান, পৃ.৩৪০।*
১৫. *আবু দাউদ হা/১৪৭৯; তিরমিযী হা/২৯৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৭।*
১৬. *তাবারাণী, আওসাত্ব; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৪০৩, সনদ ছহীহ।*
১৭. *তিরমিযী হা/৩৯৭৩, 'কিতাবুত দাওয়াত'; ছহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৪৮, ৩/১৭৬; তারাজু'আত আলবানী হা/৭১, সনদ হাসান।*

তোমাদের পরিধান করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন অপরাধ করে থাকো। আর আমিই সব অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অনিষ্ট করতে পারবে না, যাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই এবং তোমরা কখনো আমার উপকার করতে পারবে না, যাতে আমি উপকৃত হই। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, তোমাদের মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচাইতে বেশী ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাতে আমার রাজত্ব এতটুকুও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, তোমাদের সকল মানুষ ও সকল জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাহ'লে আমার রাজত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি কোন বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবদার করে আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি তাহ'লে আমার কাছে যা আছে তাতে এর চাইতে বেশী হ্রাস পাবে না, যেমন কেউ সমুদ্রে একটি সূচ ডুবিয়ে দিলে যতটুকু তা থেকে হ্রাস পায়'।[18]

এমনকি রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ، غَضِبَ عَلَيْهِ 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন'।[19] মোল্লা আলী ক্বারী এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, لِأَنَّ تَرْكَ السُّؤَالِ تَكَبُّرٌ وَاسْتِغْنَاءٌ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ. 'কেননা প্রার্থনা পরিহার করা অহংকার ও অমুখাপেক্ষী হওয়া, যা বৈধ নয়। আল্লামা ত্বীবী বলেন, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ مِنْ فَضْلِهِ، فَمَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَبْغَضُهُ، وَالْمَبْغُوضُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ لَا مَحَالَةَ، 'আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ তাঁর করুনা প্রার্থনা করা পসন্দ করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করে না, তাকে তিনি অপসন্দ করেন। আর অপসন্দনীয় ব্যক্তি অবধারিতভাবে গযবের শিকার হয়'।[20]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, سَلُوا اللهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشِّسْعَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ 'তোমরা সবকিছু আল্লাহ্র কাছে চাইবে। এমনকি জুতার ফিতাও (চাও)। কারণ আল্লাহ তা সহজ না করলে তা (পাওয়া) সহজ হবে না'।[21] তাই আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী চাইতে হবে।

পরিশেষে হজ্জ একটি অতি ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। কবুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত।[22] সুতরাং জান্নাত প্রাপ্তির লক্ষ্যে হজ্জ পরবর্তী করণীয়গুলো যথাযথভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১৮. মুসলিম হা/২৫৭৭।
১৯. তিরমিযী হা/৩৩৭৩; ছহীহাহ হা/২৬৫৪।
২০. মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৪/১৫৩০।
২১. মুসনাদ আবী ইয়া'লা হা/৪৫৬০; তারাজু'আত আলবানী হা/৩২, সনদ মওকূফ হাসান; যঈফাহ হা/২১; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৭।
২২. বুখারী হা/১৭৭৩; মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮।

আল-আমীন ফার্মেসী
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর-৫৪০০
হাকীম মুছতফা সরকার
এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।
রোগী দেখার সময়
বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।
মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)
অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

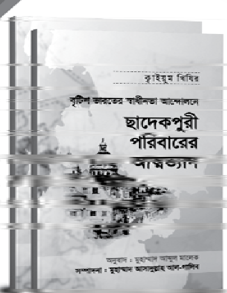

বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে
ছাদেকপুরী পরিবারের আত্মত্যাগ
মূল (উর্দূ) : ক্বাইয়ূম খিযির
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
সম্পাদনা : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সদ্য প্রকাশিত
পাটনার ছাদেকপুর ইতিহাসের সোনালী পাতায় সমুজ্জ্বল এক নাম। যে নামের সাথে জড়িয়ে আছে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গিতপ্রাণ ছাদেকপুরী পরিবার। এই পরিবারেরই কৃতী সন্তান হ'লেন জিহাদ আন্দোলনের অবিসংবাদিত দুই নেতা মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী। অলসতা-বিলাসিতা ও প্রাচুর্যকে দু'পায়ে দলে এই পরিবারের সদস্যগণ জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উপমহাদেশের গণমানুষকে ... ইংরেজদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য নির্ভীকচিত্তে জান ও মাল নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পথ ধরেই ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয় হয়। সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে সেই মর্মন্তুদ আত্মত্যাগের অমর ইতিহাস।
অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন

-মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৭ম কিস্তি)

মৃত্যুর পর যেসব আমলের ফল স্থায়ী থাকবে

মৃত্যুর পর ব্যক্তির জীবনের এমন অনেক আমল বাকী থেকে যায়, যার ফল মৃত্যুর পরও সে পায়। এমন কিছু আমল এখানে তুলে ধরা হ'ল।-

১. ঈমান ও সৎকর্ম :

বান্দার মৃত্যুর পর তার ঈমান ও সৎকর্মের প্রভাব বাকী থেকে যায়। মৃত্যুর পরও সে তার ফল পেতে থাকে। এখানে দু'টি ফল উল্লেখ করা হ'ল।

ক. ফেরেশতা ও মুমিনদের দো'আ লাভ :

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে ও তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর তারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার রাস্তায় চলে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা কর! হে আমাদের প্রতিপালক! আর তুমি তাদের প্রবেশ করাও চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাতসমূহে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দান করেছ। আর তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই তুমিই তো মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। আর তুমি তাদেরকে সকল মন্দ কাজ হ'তে রক্ষা কর। আর যাকে তুমি মন্দ কাজ সমূহ থেকে রক্ষা করবে তাকেই তো তুমি ক্বিয়ামতের দিন অনুগ্রহ করবে (জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে)। আর সেটাই তো মহা সফলতা' *(মুমিন ৪০/৭-৯)*।

তিনি আরো বলেছেন, 'আর (এই সম্পদ তাদের জন্য) যারা তাদের পরে এসেছে। যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও পরম দয়ালু' *(হাশর ৫৯/১০)*।

মুসলিমরা তো প্রত্যেক ছালাতে, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، *'আসসালা-মু 'আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লা-হিছ ছালেহীন'*[১] বলে আল্লাহ্র নিকট তার নেককার বান্দাদের শান্তি লাভ ও যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য দো'আ করে।

খ. সন্তানদের সুরক্ষা লাভ :

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা মূসা ও খিযির (আঃ)-এর কথোপকথনে বিনা পারিশ্রমিকে কেন খিযির (আঃ) প্রাচীর সোজা করে দিয়েছিলেন তার কারণ ব্যাখ্যায় বলেছেন, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا 'অতঃপর ঐ প্রাচীরটি, যা ছিল শহরের দু'টি ইয়াতীম বালকের। ওটির নীচে ছিল ওদের জন্য কিছু গুপ্তধন। ওদের পিতা ছিলেন একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি' *(কাহাফ ১৮/৮২)*। এই দুই বালকের সম্পদ আল্লাহ হেফাযত করলেন তাদের পিতার সৎকর্মের কারণে।

২. সুন্দর সুন্নাত বা কাজের প্রচলন করা :

জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন সুন্দর সুন্নাত বা কাজ চালু করল এবং পরবর্তীতে সে অনুসারে আমল করা হ'ল তাহ'লে আমলকারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান তার জন্য লেখা হবে। এতে আমলকারীদের প্রতিদান থেকে কিছু কমিয়ে দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন মন্দ সুন্নাত বা কাজ চালু করল এবং পরবর্তীতে সে অনুসারে আমল করা হ'ল তাহ'লে আমলকারীদের গুনাহের সমান গুনাহ তার জন্য লেখা হবে। এতে আমলকারীদের গুনাহ থেকে কিছু কমিয়ে দেওয়া হবে না'।[২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا– 'যে ব্যক্তি হেদায়াত তথা সঠিক পথের দিকে ডাকে তাতে তার অনুসরণকারীদের যে ছওয়াব মিলবে তারও সে পরিমাণ ছওয়াব মিলবে। অনুসরণকারীদের ছওয়াব তাতে কিছুই কমে যাবে না। আর যে ভুল পথের দিকে ডাকে তাতে তার অনুসরণকারীদের যে গুনাহ মিলবে তারও সে পরিমাণ গুনাহ মিলবে। অনুসরণকারীদের গুনাহ তাতে কিছুই কমে যাবে না'।[৩]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً 'যে ব্যক্তি কোন সুন্দর সুন্নাত বা কাজ চালু করল' ও مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً 'যে ব্যক্তি কোন মন্দ সুন্নাত বা কাজ চালু করল' এবং অন্য হাদীছে مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى (যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে), وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ 'যে ভুল পথের দিকে ডাকে' হাদীছ দু'টিতে ভালো কাজের প্রচলন ঘটানো মুস্তাহাব এবং মন্দ কাজের প্রচলন ঘটানো হারাম হওয়ার উপর স্পষ্টত জোর দেওয়া হয়েছে।

একথাও বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজ চালু করবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সেই কাজ করবে তাদের

১. *বুখারী হা/৮৩৫; মুসলিম হা/৪০২; মিশকাত হা/৯০৯।*

২. *মুসলিম হা/১০১৭।*

৩. *মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮।*

প্রাপ্ত ছওয়াবের সমান ছওয়াব সে পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ চালু করবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সেই কাজ করবে তাদের অর্জিত গুনাহের সমান গুনাহ সেও পাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হেদায়াত তথা সঠিক পথের দিকে ডাকে তার সে ডাকে যারা সাড়া দেবে তাদের যে প্রতিদান মিলবে তারও সে পরিমাণ প্রতিদান মিলবে। সাড়াদানকারীদের প্রতিদান তাতে কিছুই কমে যাবে না। আর যে ভুল পথের দিকে ডাকে তাতে তার অনুসরণকারীদের যে গুনাহ মিলবে তারও সে পরিমাণ গুনাহ মিলবে। এসব ভালো কিংবা মন্দ কাজ চাই সে প্রথম চালু করুক অথবা আগে থেকে চালু থাকুক, চাই তা বিদ্যা শিক্ষাদান বিষয়ক হোক কিংবা ইবাদত বিষয়ক হোক অথবা আদব বা আচরণগত হোক কিংবা অনুরূপ কিছু হোক।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ -এর অর্থ, যে লোক কোন ভালো কাজ চালু করে সে কাজ তার জীবদ্দশায় কেউ করুক কিংবা মৃত্যুর পর করুক তার ভালো ফল ঐ লোক অবিরাম পেতে থাকবে।[৪]

মন্দ কাজ চালু করলেও অবস্থা একই হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ 'ফলে ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা বশে বিভ্রান্ত করেছে তাদের পাপভার। দেখ কতই না নিকৃষ্ট ভার, যা তারা বহন করবে' *(নাহল ১৬/২৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন জীবন অন্যায়ভাবে হত্যার শিকার হ'লে আদমের প্রথম সন্তানের উপর তার রক্তের একটা অংশ গিয়ে বর্তাবে। কারণ সেই প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যাকাণ্ড চালু করেছিল'।[৫]

৩. উপকারী বিদ্যা, ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ এবং মাতা-পিতার জন্য সৎ সন্তানের দো'আ :

উপকারী বিদ্যা, ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ এবং মাতা-পিতার জন্য সৎ সন্তানের দো'আ মৃত্যুর পরেও ব্যক্তির জন্য ছওয়াব বয়ে আনে। সুতরাং এ তিনটি কাজে তৎপর হওয়ার সাধ্য যাদের থাকবে তাদের এক্ষেত্রে অবহেলা করা সমীচীন হবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ– 'মানুষ যখন মারা যায় তখন তার থেকে তার সকল আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না। ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বা চলমান দান, উপকার লাভ করা যায় এমন বিদ্যা এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে।[৬]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত হাদীছের মর্ম সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির আমল করার ক্ষমতা তার মৃত্যুর সাথেই শেষ হয়ে যায়, একই সাথে তার আমলের প্রতিফলের নবায়নও থেমে যায়। কিন্তু উক্ত হাদীছে উল্লেখিত তার তিনটি আমলের প্রতিফল নিরবধি নবায়ন হ'তে থাকবে। কারণ আমলগুলোর উৎস তো ঐ ব্যক্তি থেকে ফুরিয়ে যাচ্ছে না। সন্তান তার উপার্জনের অংশ, যে বিদ্যা সে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাদান কিংবা লিখিত পুস্তক আকারে রেখে যায় তার উৎসও সে এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ যা কি-না ওয়াকফ, তাও তার রেখে যাওয়া স্থায়ী দান। তার মৃত্যুর পরও যেহেতু এগুলো দুনিয়াতে চলমান থাকছে, তাই মৃত্যুর পরেও তার ছওয়াব চলতে থাকবে। এ হাদীছে নেক সন্তান লাভের নিয়তে বিবাহের ফযীলত ফুটে উঠেছে। বিবাহ বিষয়ে যৌন চাহিদা ও আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। বিবাহ অধ্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে তা বর্ণনা করেছি। ওয়াকফের ছহীহ-শুদ্ধতা এবং তার বিরাট ছওয়াবের কথাও হাদীছে বিবৃত হয়েছে। হাদীছটিতে বিদ্যার ফযীলত ও মাহাত্ম্যও বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বেশী বেশী ইলম অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদের শিক্ষাদান, বই-পুস্তক রচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের বিদ্যার উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে উপকারী থেকে উপকারী বিদ্যা বেছে নেওয়া সমীচীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বিদ্যাজনিত ছওয়াব বেশী পরিমাণে অর্জিত হবে। হাদীছ থেকে একথাও বুঝা যায় যে, দো'আ ও ছাদাক্বার ছওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে। বিষয় দু'টি সর্বসম্মত। মৃত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করলে তা দ্বারা মৃত ঋণী ব্যক্তি ঋণমুক্ত হয়ে যায় বলেও হাদীছে নির্দেশনা মেলে।[৭]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বিদ্যার ফযীলত বিষয়ে তার এক আলোচনায় বলেছেন, 'আমি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে বিদ্যা ও বিদ্বানদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে দু'শত প্রমাণ তুলে ধরেছি। সেই মানুষটা কতই না মহৎ ও উজ্জ্বল গৌরবের অধিকারী এবং তার মর্যাদা কতই না উঁচুতে যে দুনিয়াতে বিদ্যা বিষয়ক কিছু কাজ করেছে, তারপর কবরে গিয়ে তার দেহ পচে-গলে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তারপরও তার আমলনামায় নেকী দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রতিটি মুহূর্তে তার আমলনামা ছওয়াবে ভরে উঠছে, ভালো ভালো কাজের উপহারের ডালি তার নিকট কোত্থেকে যে অবিরত আসছে তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। আল্লাহ্র কসম! এ হ'ল তার দান ও গণীমতের সম্পদ। প্রতিযোগিতাকারীরা যেন এসব লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে এবং ঈর্ষাপরায়ণরা যেন এজন্য ঈর্ষা করে। এটা তো আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন, আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। আসলে কোন মর্যাদার দাবী তো এই যে, তা লাভের জন্য দামী থেকে দামী জিনিস ব্যয় করতে হবে, তার জন্য যথাসাধ্য সময় দিতে হবে, তার পানে সকল চাওয়া-পাওয়া নিবদ্ধ করতে হবে ইত্যাদি।

---

৪. নববী, শরহ মুসলিম ১৬/২২৬।
৫. বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম হা/১৬৭৭; মিশকাত হা/২১১।
৬. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।
৭. নববী, শরহ মুসলিম ১১/৮৫।

মহান আল্লাহ যাঁর হাতে সকল কল্যাণের চাবি, তাঁর নিকট আমাদের সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের জন্য তাঁর রহমতের ভাণ্ডারগুলো খুলে দেন, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে উক্ত গুণাবলীর অধিকারী করেন। এমন মর্যাদার যারা অধিকারী আকাশরাজ্যে তাদেরকে 'মহাপুরুষ' বা 'উযামা' নামে ডাকা হয়। যেমন জনৈক পূর্বসূরী বলেছেন, 'যে বিদ্যা শিখে, আমল করে এবং শেখায় তাকে আকাশরাজ্যে 'মহাপুরুষ' বা 'আযীম' নামে ডাকা হয়'।[৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ- 'নিশ্চয়ই জান্নাতে ব্যক্তি বিশেষের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তা দেখে সে বলবে, এটা কিভাবে হ'ল? বলা হবে, তোমার জন্য তোমার ছেলে-মেয়ের ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে'।[৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব আমল ও যেসব ছওয়াব তার সাথে যুক্ত হয় তন্মধ্যে রয়েছে ঐ বিদ্যা যা সে অন্যদের শিখিয়েছে এবং তার প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে, নেক সন্তান যাকে সে ছেড়ে গিয়েছে, কুরআন মাজীদ যা সে উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছে অথবা যে মসজিদ সে তৈরী করে গেছে অথবা পথিকদের থাকার জন্য যে সরাইখানা (হোটেল) সে বানিয়ে রেখে গেছে অথবা পানির কোন নহর বা খাল চালু করে গেছে অথবা তার জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে যে দান সে করে গেছে তার মৃত্যুর পরও তা তার সাথে যুক্ত হ'তে থাকবে'।[১০]

হাদীছটির কিছু শব্দের ব্যাখ্যা :

(وَنَشَرَهُ) শব্দটি তা'লীম বা শিক্ষাদান অপেক্ষা বিস্তৃত অর্থ বহন করে। 'নাশর' এর বাংলা অর্থ প্রচার ও প্রসার ঘটানো। এ শব্দের মধ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন, সংকলন, বই ওয়াকফ করা, মাকতাবাহ বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি শামিল রয়েছে।

আল্লামা সিন্ধী (রহঃ) বলেছেন, (وَوَلَدًا) সন্তানকে সৎ হিসাবে গড়ে তোলা এবং তার তা'লীম-তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা সুন্দর আমল হিসাবে গণ্য। কেননা সন্তানের অস্তিত্ব লাভের মাধ্যম তো মাতা-পিতা। মাতাপিতাই তো সন্তানকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে সৎপথে চলার যোগ্য করে তোলেন। ফলে সন্তান মাতা-পিতার আমলভুক্ত। যেমন খোদ সন্তানকে কুরআনে আমল বলা হয়েছে। إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ 'সে এমন আমল যা সঠিক নয়' *(হূদ ১১/৪৬)*।

(وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ) ওয়াররাছাহু 'তাওরীছ' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এ কথার অর্থ, সে ওয়ারিছী সূত্রে কুরআন রেখে গেছে। এটি এবং এর পরের বিষয়গুলো ছাদাক্বায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত, চাই তা প্রকৃত অর্থে হোক অথবা অপকৃত অর্থে হোক। এ হাদীছটা যেন অপর হাদীছ (انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ)-এর ব্যাখ্যা।

(وَرَّثَهُ) অর্থাৎ সে কুরআন রেখে গেছে তার ওয়ারিছদের জন্য-যদিও তা মালিকানা স্বরূপ হোক না কেন। শারঈ বিদ্যা সংক্রান্ত বই-পুস্তকও এ শ্রেণীভুক্ত। এই বইগুলোর উপলক্ষ হওয়ার কারণে বইয়ের মালিক ছওয়াবের ভাগিদার হবে।

(أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ) অর্থাৎ যে মসজিদ সে তৈরী করে গেছে। এই একই অর্থে পড়ে আলেম ও সৎলোকদের মাদ্রাসা বা কর্মস্থল।

(أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ) তথা পথিকদের থাকার জন্য ঘর। এখানে ইবনুস সাবীল অর্থ মুসাফির ও ভিনদেশী।

(أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ) নহর বা খাল চালু করে গেছে। অর্থাৎ নহর বা খাল খনন করে কিংবা শুকিয়ে যাওয়া খাল সংস্কার করে তাতে পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করেছে। যার ফলে প্রাণীকুল উপকৃত হ'তে পারছে।

(فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ) তার জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায়। কথাটির অর্থ, যখন সে পূর্ণ বয়সে উপনীত, যখন সম্পদের বেশীমাত্রায় সে মুখাপেক্ষী এবং সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হ'তে যখন সে খুব বেশী সক্ষম তখন সে দান-ছাদাক্বা করছে। হাদীছে এ সময়ে দান করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে তা উত্তম দান হ'তে পারে। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছওয়াবের দিক দিয়ে কোন দান উত্তম? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى 'সুস্থ ও সম্পদের প্রতি আগ্রহী অবস্থায় তুমি যে দান করবে তাই উত্তম'।[১১] নতুবা কোন দানের ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হওয়া দাতার সুস্থ-সবল অবস্থার উপর নির্ভর করে না।[১২]

আবু উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَرْبَعَةٌ تَجْرِى عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُرَابِطٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أُجْرِىَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَداً صَالِحاً فَهُوَ يَدْعُو لَهُ- 'চার ব্যক্তি এমন যাদের মৃত্যুর পরও তাদের আমলের ছওয়াব জারী থাকে। এক. আল্লাহ্র পথে যুদ্ধে সেনাঘাঁটি পাহারারত অবস্থায় যে মারা গেছে। দুই. যে ইলম বা বিদ্যা শিক্ষা দেয়, তার শেখানো ইলম অনুযায়ী যত আমল হবে তার ছওয়াব তার জন্য জারী থাকবে। তিন. যে কোন কিছু দান করে, যতকাল সে দান চালু থাকবে ততকাল তার ছওয়াব সে পেতে থাকবে। চার. যে এমন সৎ সন্তান রেখে যায়, যে তার জন্য দো'আ করে'।[১৩] *(ক্রমশঃ)*

৮. তরীকুল হিজরাতাইন, পৃ. ৫২১।
৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; ছহীহুল জামে' হা/১৬১৭।
১০. ইবনু মাজাহ হা/২৪২; ছহীহুত তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২৫৪।
১১. বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২।
১২. মিরক্বাতুল মাফাতীহ ১/৪৪২।
১৩. আহমাদ হা/২২৩০১; ছহীহুত তারগীব হা/১১৪।

মাসিক আত-তাহরীক আগস্ট ২০২৩ ২৬তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

গীবত : পরিণাম ও প্রতিকার

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(৩য় কিস্তি)

গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা

গীবত বা পরনিন্দা একটি সর্বনাশা মহাপাপ। এই পাপের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট হয়। কারণ পরনিন্দার মাধ্যমে অন্যের সম্মান হানি করা হয় এবং তার মর্যাদার ওপর চরমভাবে আঘাত করা হয়, যা আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের উপর হারাম করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতে গীবতকারীর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। নিম্নে গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল।-

১. গীবত একটি ভয়াবহ কাবীরা গুনাহ :

মুসলিমের জীবনে অন্যান্য কবীরা গুনাহের চেয়ে গীবতের প্রভাব ও পরিণাম অপেক্ষাকৃত বেশী ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গীবতের ভয়াবহতা বুঝাতে যে উপমা দিয়েছেন, অন্য কোন মহাপাপের ব্যাপারে এত শক্তভাবে বলেননি। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি একবার ছাফিয়া [রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী]-এর দিকে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ 'সে তো বেঁটে মহিলা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اغْتَبْتِهَا 'তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'।[১] অপর বর্ণনায় এসেছে তিনি বললেন, لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، 'তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে'।[২] অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'এই গীবত এতটাই দুর্গন্ধময় ও জঘন্য যে, যদি এটাকে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়, তবে সমগ্র সাগরের পানির স্বাদ ও গন্ধ উভয়টাই পরিবর্তন হয়ে যাবে'।[৩] ইবনে আল্লান (রহঃ) বলেন, فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة، في مزج البحر، الذي هو من أعظم المخلوقات، فما بالك بغيبة أقوى منها، 'গীবতের এই কথা সৃষ্টিকূলের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি সমুদ্রের সাথে মিশে যদি এত ভয়াবহ হ'তে পারে, তবে গীবতের চেয়ে শক্তিশালী পাপ আর কি হ'তে পারে'।[৪] অর্থাৎ নিন্দাবাদের ছোট্ট একটি কথা যদি বিশাল সমুদ্রের রঙ বদলে দিতে পারে, বিস্তীর্ণ সাগরের পানির স্বাদ পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তবে এই গীবত আমাদের দ্বীনদারিতা ও আমলনামার কি অবস্থা করে ছাড়বে তা সহজেই অনুমেয়। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ، 'এই হাদীছটি পরনিন্দার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ধমকের অন্যতম অথবা সবচেয়ে বড় ধমক। গীবতের নিন্দাবাদে এত কঠোর হাদীছ আছে বলে আমার জানা নেই'।[৫]

সুতরাং হাদীছের বাণী ও ওলামায়ে কেরামের ভাষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই বোঝা যায় গীবত কত মারাত্মক পাপ। তাছাড়া এখানে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল মুসলমানদের মাঝে গীবত এত সন্তর্পণের বিচরণ করে যে, নেককার বান্দারাও নিজের অজান্তে এই পাপে জড়িয়ে যেতে পারেন। আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছটি তার বড় প্রমাণ।

২. গীবত মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ :

মানুষের গোশত খাওয়া হারাম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، 'আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক' (*হুজুরাত ৪৯/১২*)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس، 'আল্লাহ গীবতের এই উপমা দিয়েছেন এজন্য যে, মৃত মানুষের গোশত খাওয়া যেমন ঘৃণ্য এবং হারাম, ঠিক তেমনি দ্বীন ইসলামে গীবত করা হারাম এবং নফসেরে জন্য ঘৃণার্হ'। ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا، 'তোমাদের কেউ যেমন তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকে। একইভাবে তার অবশ্য কর্তব্য হ'ল তার জীবিত ভাইয়ের গোশত খাওয়া বা গীবত করার থেকে বিরত থাকা'।[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে গেলে অপর একজন সেই ব্যক্তির সমালোচনায় লিপ্ত হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, تَخَلَّلْ! 'দাঁত খেলাল কর'। সে বলল, ومِمَّا أَتَخَلَّلُ؟ ما أَكَلْتُ لحماً! 'আমি তো গোশত খাইনি; দাঁত খেলাল করব কেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ

---

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আহমাদ হা/২৫৭০৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাত ওয়ান নামীমাহ, হা/৭০; পৃ. ২৪, সনদ হাসান।

২. আবূদাঊদ হা/৪৮৭৫; তিরমিযী হা/২৫০২, সনদ ছহীহ।

৩. শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৬/১২৬।

৪. ইবনু আল্লান, দালীলুল ফালিহীন ৮/৩৫২।

৫. মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর, ৫/৪১১।

৬. তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৫।

أخيكَ 'তুমি তো (এইমাত্র) তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করলে'।[৭]

আমর ইবনুল 'আছ একদিন একটা মরা গাধার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাধাটির দিকে ইশারা করে তার সাথীদের বললেন, لأَنْ يأكُلَ الرجلُ مِنْ هذا حتى يَمْلأَ بَطْنَهُ، خيرٌ له مِنْ أنْ يأكُلَ لَحْمَ رجلٍ مسْلِمَ، 'একজন মুসলিমের গোশত খাওয়া বা গীবত করার চেয়ে কোন মানুষের জন্য এই (মরা গাধার) গোশত খেয়ে পেট ভরানো উত্তম'।[৮] আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, ما التقم أحد لقمةً شرًّا من اغتياب مؤمن، 'মুমিন ব্যক্তির গীবতের চেয়ে নিকৃষ্ট লোকমা কেউ গ্রহণ করে না'।[৯] একবার ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) কিছু মানুষকে দাওয়াত করলেন। তারা এসে খাবারের জন্য বসে এক ব্যক্তির দোষচর্চা শুরু করল। তখন ইবরাহীম (রহ.) বললেন, আমাদের পূর্বকালের লোকেরা গোশত খাওয়ার আগে রুটি খেত। আর আপনারা তো আগেই গোশত খাওয়া শুরু করে দিলেন (অর্থাৎ গীবত শুরু করে দিয়েছেন)।[১০]

৩. যিনা-ব্যভিচার ও সূদ-ঘুষের চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ গীবত :

সমাজে প্রচলিত পাপগুলোর মাঝে শীর্ষস্থানীয় জঘন্য পাপ হ'ল ব্যভিচার ও সূদ। লম্পট, যেনাকার ও সূদ-ঘুষখোর নর-নারীকে সমাজের সবাই ঘৃণা করে। তাদেরকে কেউ অন্তরে ঠাঁই দেয় না। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হ'ল সূদ-ঘুষ ও যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও ক্ষতিকর, ঈমান বিধ্বংসী ও নিকৃষ্ট পাপ হ'ল গীবত। আরো ভয়াবহ ব্যাপার হ'ল মুসলিম সমাজের অনেকেই ব্যভিচার ও সূদের পাপ থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারলেও অবলিলায় গীবতের পাপে জড়িয়ে পড়েন। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ، 'গীবতের বাহাত্তরটি দরজা আছে। তন্মধ্যে নিকটবর্তী দরজা হ'ল কোন পুরুষ কর্তৃক তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ'ল অপর ভাইয়ের সম্মানহানি করা (অর্থাৎ গীবত করা)'।[১১] আমরা জানি, যিনা-ব্যভিচার এমনিতেই নিকৃষ্ট মানের পাপ। ব্যভিচারীকে মানুষ সবসময় ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তার উপর আপন মায়ের সাথে এমন জঘন্য কাজের কথা মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। আবার এই কল্পনাতীত গুনাহটাই নাকি সূদের সবচেয়ে লঘু স্তর। তাহ'লে সূদ আরো কত ভয়াবহ পাপ? আর সেই সূদের চেয়েও বড় পাপ হ'ল গীবত। তাহ'লে এই গীবত কত নিকৃষ্ট, জঘন্য ও নিন্দনীয় পাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওলামায়ে কেরাম বলেন, সূদের চেয়ে গীবতের পাপ মারাত্মক হওয়ার কারণ হ'ল মুসলিম ব্যক্তির সম্পদের চেয়ে তার মান-মর্যাদা অনেক বেশী মূল্যবান। তাই তার সম্পদ আত্মসাৎ করার চেয়ে তার সম্মান নষ্ট করার ভয়াবহতা অনেক বেশী।[১২]

অপর এক হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে খুৎবাহ দিলেন। খুৎবাতে তিনি সূদের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন, إنَّ الدِّرْهَم يصيبُه الرجلُ مِنَ الرِّبا أعْظَمُ عندَ اللهِ في الخَطيئةِ مِنْ ستٍّ وثَلاثينَ زَنْيَةً يَزْنيها الرجُلُ، وإنَّ أَرْبَى الرِّبَى عِرْضُ الرجُلِ المسْلِمِ 'কোন ব্যক্তির জন্য ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ হ'ল এক দিরহাম সূদ গ্রহণ করা। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ'ল মুসলিম ভাইয়ের সম্মানে আঘাত দেওয়া বা গীবত করা'।[১৩]

৪. গীবতকারী কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে :

মৃত্যুর পর থেকেই গীবতকারীর পরকালীন শাস্তি শুরু হয়ে যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا 'নবী করীম (ছাঃ) একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ফেড়ে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটা করে পুঁতে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, আশা করা যায় এই দু'টি ডাল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে'।[১৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ، 'তাদের একজন মানুষের গীবত করত। আর অপরজন পেশাবের

৭. ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৮৩৭, সনদ ছহীহ লি গাইরিহী।
৮. ছহীহুত তারগীব হা/২৮৩৮, সনদ ছহীহ।
৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩৪, সনদ ছহীহ।
১০. আবুল লাইছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১২৩।
১১. তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭১৫১; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৩৭; ছহীহাহ হা/১৮৭১, সনদ ছহীহ।
১২. ফাৎহুল ক্বারীবিল মুজীব ১১/৩৯১।
১৩. ছহীহুল জামে' হা/২৮৩১, সনদ ছহীহ।
১৪. বুখারী হা/২১৮; মুসলিম হা/২৯২।

(ছিটার) ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না'।[১৫]

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ مِنَ الْغِيبَةِ، وَثُلُثٌ مِنَ الْبَوْلِ، وَثُلُثٌ مِنَ النَّمِيمَةِ، 'কবরের আযাব তিন ভাগে বিভক্ত : এক-তৃতীয়াংশ গীবতের কারণে, এক-তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে সতর্ক না থাকার কারণে আর এক-তৃতীয়াংশ চোগলখুরীর কারণে হবে'।[১৬] কবি বলেন,

احْفَظْ لسانكَ أيها الإنسان .. لا يلدغنَّك؛ إنَّهُ ثُعْبَانُ
كَمْ فِي المَقَابِرِ مِنْ قَتِيلِ لِسَانِهِ .. كَانَتْ تَخَافُ لِقَاءَهُ الأَقْرَانُ

'হে মানুষ! জিহ্বাকে সংযত রাখ। তোমার জিহ্বা একটা (বিষাক্ত) সাপের মতো, সে যেন তোমাকে ছোবল না মারে। কবরে এমন কত নিহত লোক আছে, যাকে তার জিহ্বা হত্যা করেছে। জিহ্বা এমন (ভয়ংকর) বস্তু যে, তরবারিও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভয় পায়'।[১৭]

৫. গীবত বান্দার দ্বীনদারীকে ধ্বংস করে :

আখেরাত পিয়াসী বান্দার জীবনে অমূল্য সাধনার ফসল হ'ল তার দ্বীনিয়াত। এটাকে উপজীব্য করে সে তার পার্থিব জীবন পরিচালনা করে। কিন্তু গীবত ও পরনিন্দা তার দ্বীনিয়াতকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তার পরহেযগারিতার বুকে কুঠারাঘাত করে বসে। নীরব ঘাতকের মত তার ধার্মিকতায় পঁচন ধরিয়ে দেয়। বান্দা যদি গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারে, তবে তার ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারে না। উসামা ইবনে শারীক (রাঃ) বলেন, 'আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় বেদুইনরা নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ 'এতে কি আমাদের গুনাহ হবে, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন, عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ، 'আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! কোন কিছুতেই আল্লাহ গুনাহ রাখেননি, তবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইযযতহানি করে তাতেই গুনাহ হবে'।[১৮]

এজন্য সালাফে ছালেহীন শুধু ছালাত-ছিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং গীবত থেকে বিরত থাকাকেও ইবাদত গণ্য করতেন। কেননা গীবতের ছিদ্র বন্ধ না থাকলে আমলনামার ঝুলিতে কোন নেকী অবশিষ্ট থাকে না। তাই তো আব্দুল করীম ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, أَدْرَكْنَا السَّلَفَ الصَّالِحَ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْعِبَادَةَ فِي الصَّوْمِ، وَلَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ فِي الْكَفِّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، 'আমরা সালাফে ছালেহীনকে এমন পেয়েছি যে, তারা শুধু ছালাত, ছিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং মানুষের সম্মানে হস্তক্ষেপ বা গীবত পরিহার করাকেও ইবাদত হিসাবে গণ্য করতেন'।[১৯]

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, وَاللهِ لَلْغِيْبَةُ أَسْرَعُ فِي دِينِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْأَكْلَةِ فِي جَسَدِهِ، 'আল্লাহ্‌র কসম! গীবত মুমিনের দ্বীনিয়াতের জন্য এতটাই দ্রুততম ক্ষতিকারক যে, এটা তার দেহে থেকে গোশত কামড়ে খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক'।[২০]

তাছাড়া গীবত বান্দার হৃদয়কে রোগাক্রান্ত করে দেয়, ফলে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুমিনের স্তর থেকে ফাসেক্বের স্তরে ছিটকে পড়ে। ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন, الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ يَحُتَّانِ الْإِيْمَانَ كَمَا يَعْضِدُ الرَّاعِي الشَّجَرَةَ، 'রাখাল যেভাবে গাছ কেটে ফেলে, পরনিন্দা ও চোগলখুরী সেভাবে ঈমানকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে'।[২১]

সুফইয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, إياك والغِيبةَ، إياك والوقوعَ في الناس، فيَهلِك دينُك، 'গীবত থেকে বেঁচে থাক! মানুষের দোষচর্চা করা থেকে সবধান থাক। অন্যথায় তোমার দ্বীনদারী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে'।[২২] আবূ হাতেম বুস্তী (রহ.) বলেন, أربح التّجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر النّاس، 'সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হ'ল আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যবসা হ'ল মানুষের সমালোচনা করা'।[২৩]

৬. গীবতের মাধ্যমে নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয় :

পরনিন্দা একটি মারাত্মক পাপ, যা বান্দার নেক আমলের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আমলের নেকী অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। যেমন কেউ যদি ছিয়াম রেখে গীবত করে, তাহ'লে সে ছিয়ামের ফযীলত ও নেকী লাভে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ও মুর্খতা পরিত্যাগ করল না, আল্লাহ্‌র নিকট (ছিয়ামের নামে) তার পানাহার পরিত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই'।[২৪]

অত্র হাদীছের মর্মার্থ হ'ল, কেউ যদি ছিয়ামরত অবস্থায় গীবতের মতো পাপে জড়িয়ে পড়ে, তাহ'লে সে ঐ ছিয়ামের মাধ্যমে কোন উপকারিতা হাছিল করতে পারবে না। যদি সেটা ফরয ছিয়াম হয়, তবে তার ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে এবং তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু

১৫. *মুসনাদে আবী ইয়া'লা মাওছিলী হা/২০৫০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩৫, সনদ ছহীহ।*
১৬. *ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন-ইক্বতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আছ-ছামত, পৃ. ১২৯।*
১৭. *নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৩৫; ইবনুল জাওযী, বাহরুদ দুম্', পৃ. ১২৫।*
১৮. *ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৯১, সনদ ছহীহ।*
১৯. *আছ-ছামত্, পৃ. ১৩০।*
২০. *ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাতি ওয়ান নামীমাহ, পৃ. ২১।*
২১. *শামসুদ্দীন সাফ্ফারীনী, গিযাউল আলবাব, ১/১০৫*
২২. *আছ-ছামত্, পৃ. ১৭১।*
২৩. *ইবনু আব্দিল বার, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ৮৬।*
২৪. *বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯।*

ছিয়ামের পুরস্কার ও ছওয়াব লাভে সে বঞ্চিত হবে। কারণ সে ছিয়াম রেখে মানুষের গোশত ভক্ষণ করেছে'।[২৫]

অনুরূপভাবে হাদীছে ছিয়ামকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গীবত সেই ঢালের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، 'ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমাদের কেউ যেন ছিয়ামের দিনে অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে'।[২৬] ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, 'ছিয়ামরত অবস্থায় কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকলে সেই ছিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাল হবে। সুতরাং দুনিয়াতে যদি কেউ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, তাহ'লে আখেরাতে সেটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কারণ হবে। আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ (রাঃ) বলেন, إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْغِيبَةَ تَضُرُّ بِالصِّيَامِ 'অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গীবত ছিয়ামকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে'।[২৭]

হাফছাহ বিনতে সীরীন (রহঃ) বলেন, الصِيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحِبُهَا، وَخَرْقُهَا الْغِيبَةُ، 'ছিয়াম ততক্ষণ ঢাল থাকে, যতক্ষণ না ছায়েম এটাকে ভেঙ্গে ফেলে। আর গীবতের মাধ্যমে ঢাল ভেঙ্গে যায়'।[২৮] আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন, الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ 'ছিয়াম পালনকারী যতক্ষণ না কারো গীবত করে, ততক্ষণ সে ইবাদতের মধ্যেই থাকে। এমনকি বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থাতেও সে ইবাদতরত থাকে'।[২৯] অর্থাৎ গীবত করলে ছিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সালাফগণ নিজেদের নেক আমলের হেফাযতের জন্য গীবত থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন। আবুল মুতাওয়াক্কিল বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম ছিয়ামরত অবস্থায় মসজিদে বেশী অবস্থান করতেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'লে বলতেন, نطهر صِيَامَنَا، 'আমরা আমাদের ছিয়ামকে পবিত্র রাখার জন্য এমন করে থাকি'।[৩০] মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْغِيبَةَ وَالْكَذِبَ، 'যে ব্যক্তি তার ছিয়ামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, সে যেন গীবত ও মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকে'।[৩১] শুধু ছিয়ামই নয়; যে কোন ইবাদতকে পবিত্র রাখার জন্য গীবত থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সালাফগণ বলেছেন, إِنْ ضَعُفْتَ عَنْ ثَلَاثَةٍ فَعَلَيْكَ بِثَلَاثٍ: إِنْ ضَعُفْتَ عَنِ الْخَيْرِ فَامْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْفَعَ النَّاسَ فَامْسِكْ عَنْهُمْ ضُرَّكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ فَلَا تَأْكُلْ لُحُومَ النَّاسِ 'তুমি যদি তিনটি কাজ করতে অপারগ হয়ে যাও, তবে অবশ্য অপর তিনটি কাজ থেকে দূরে থাকবে: (১) যদি ভালো কাজ না করতে পার, তবে অবশ্যই অন্যায় থেকে দূরে থাকবে, (২) যদি মানুষের উপকার করতে না পার, তবে অবশ্যই তাদের ক্ষতি করার থেকে দূরে থাকবে এবং (৩) যদি ছিয়াম রাখতে না পার, তবে অবশ্যই মানুষের গোশত খাওয়া বা পরনিন্দা থেকে বিরত থাকবে'।[৩২]

৭. দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ত্রুটি প্রকাশ পায় :

পৃথিবীর কোন মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। কম-বেশী সবার মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। কেউ যদি নিজের দিকে নযর না দিয়ে অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং গীবত করে, তাহ'লে তার দোষ-ত্রুটিগুলো যে কোন মাধ্যমে আল্লাহ প্রকাশ করে দেন। মূলত গীবতকারীর ত্রুটিগুলো প্রকাশ করে দিয়ে আল্লাহ তাঁর মুসলিম বান্দার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেন। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদেরকে পরনিন্দা থেকে সাবধান করেছেন। আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، 'ওহে যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তার দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন'।[৩৩] অন্যত্র তিনি (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ، 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তার

২৫. আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম, শারহে বুলূগুল মারাম, ৭/১৪৭।
২৬. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১।
২৭. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাৎহুল বারী ৪/১০৪।
২৮. মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব, ৫/৪৮।
২৯. মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব, ৪/৩০৭।
৩০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১২০; ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ২/৭৬।
৩১. হান্নাদ ইবনে সির্রী, কিতাবুয যুহ্দ, ২/৫৭২।
৩২. সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১৬৬।
৩৩. আবূদাউদ হা/৪৮৮০; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৮৪; ছহীহ।

ত্রুটি প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে তার ঘরের মধ্যেই লাঞ্ছিত করবেন'।[৩৪]

আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছে মুসলিমের দোষ প্রকাশকারীদের প্রতি কঠিন ধমক দেওয়া হয়েছে। তারা যদি এই নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত না থাকে, তবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকলেও সেখানেই অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের পাকড়াও করবে'।[৩৫] ইবনু হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْبَدَنِ الْوَاحِدِ إِذْ اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، فَمَنْ عَابَ غَيْرَهُ فَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا عَابَ نَفْسَهُ نَظَرًا لِذَلِكَ، 'মুমিনগণ সকলে একটি দেহের ন্যায়। শরীরের একটি অংশ ব্যথাহত হ'লে পুরা শরীরে ব্যথিত হয়। সুতরাং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যে অপরের দোষ চর্চা করে, সে মূলত নিজেরই দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়'।[৩৬] অর্থাৎ অন্যের দোষ আলোচনা করার মাধ্যমে সে নিজের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হওয়ার রাস্তা খুলে দেয়। সে যদি নির্জনেও কোন পাপ করে অথবা তার এমন কোন ত্রুটি আছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানত না- এমন বিষয়গুলো অন্যের কাছে প্রকাশিত হয়ে যাবে। হয় সে নিজেই নিজের অজান্তে তার দোষ বলে দিবে অথবা কোন আলামত বা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। সেজন্য অন্যের ত্রুটি গোপন রাখার প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ وَيَنْصَحُ، وَالْفَاجِرُ يَهْتِكُ وَيُعَيِّرُ 'মুমিন ব্যক্তি দোষ গোপন রাখে এবং সদুপদেশ দেয়। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয় এবং পরনিন্দা করে'।[৩৭]

৮. ক্বিয়ামতের দিন অন্যের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে চাপে :

ক্বিয়ামতের দিন কড়ায়গণ্ডায় গীবতের বদলা নেওয়া হবে। যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝা গীবতকারীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সেই গীবতকারী হয়ত সারা জীবনে একবারও সেই পাপ করেনি, তথাপি পরনিন্দার কারণে সেই পাপের ঘানি তাকে টানতে হবে। আবার নিজের কষ্টার্জিত আমল- ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বাহ, তাহাজ্জুদ, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতের নেকীগুলো গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিয়ে দিতে হবে। হাশরের ময়দানে মানুষ যখন একটা নেকীর জন্য হন্যে হয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের নেকী অন্যকে দিয়ে দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ 'তোমরা কি বলতে পার, নিঃস্ব কে? ছাহবীরা বললেন, الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ 'আমাদের মধ্যে যার টাকা কড়ি ও আসবাপত্র নেই সেই তো নিঃস্ব। তখন তিনি বললেন, إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، 'আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত নিঃস্ব, যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের আমল নিয়ে উপস্থিত হবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, ওকে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৩৮]

সহজ কথায় আমরা যদি গীবতের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক অপর মুসলিমের অধিকার নষ্ট করি, তবে ক্বিয়ামতের দিন আমাদের সম্পাদিত নেক আমলের নেকীগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝাগুলো নিজের মাথায় নিতে হবে এবং এভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهِيَ أَسْرَعُ فِي الْحَسَنَاتِ مِنَ النَّارِ فِي الْحَطَبِ، 'তোমরা গীবত থেকে সাবধান থাক। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আগুন যেভাবে কাঠ পুড়িয়ে দেয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে গীবত নেক আমল নিঃশেষ করে দেয়'।[৩৯]

৯. পরকালের কঠিন শাস্তি ভোগ :

নিজের নেকীগুলো অন্যকে দিয়ে যখন গীবতকারী দেওলিয়া হয়ে যাবে, তখন তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لما عرجَ بِي رَبِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وجوهَهم وصدورهم فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، 'যখন আমার রব (মি'রাজের রাতে) আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকেদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম,

৩৪. *ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৮, সনদ ছহীহ।*
৩৫. *আওনুল মা'বূদ ১৩/২২৪।*
৩৬. *হায়তামী, আয-যাওয়াজির ২/৯।*
৩৭. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২৫।*
৩৮. *মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।*
৩৯, *ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাহ ওয়ান নামীমাহ, পৃ. ৪৭।*

যাদের নখ ছিল তামা দিয়ে তৈরি। তারা সেসব নখ দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল (আঃ) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা (গীবত করার মাধ্যমে) মানুষের গোশত খায় এবং মানুষের মান-সম্মানে আঘাত হানে'।[৪০] ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, 'শোকের সময় মুখ ও বুক খামচানো পুরুষ মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এগুলো ভাড়াটে বিলাপকারিণী মহিলাদের স্বভাব। মূলত এই উপমা দেওয়ার মাধ্যমে হাশরের মাঠে গীবতকারীদের শোচনীয় ও লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে'।[৪১]

১০. জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত :

গীবতকারী মুসলিম যদি গীবত থেকে তওবা না করে মারা যায়, তবে তিনি প্রথম সুযোগে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং তাকে গীবতের শাস্তি পাওয়ার জন্য প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। যারা মুমিনদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তাদের নিন্দা করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত-পুঁজ খাওয়ানো হবে। সাহ্ল ইবনে মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের সেতুর উপরে আটক করবেন, যতক্ষণ না তার কৃত কর্মের ক্ষতিপূরণ হয়'।[৪২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ 'যে ব্যক্তি ঈমানদার লোকের এমন দোষ বলে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের (দেহ নিঃসৃত) রক্ত-পুঁজের মাঝে বসবাস করাবেন। যতক্ষণ না সে তার কথা (গীবত) থেকে ফিরে আসবে'।[৪৩] আশরাফ বলেন, গীবত থেকে ফিরে আসার অর্থ হ'ল শাস্তি পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গীবতকারী জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবে না।[৪৪] *[চলবে]*

---

৪০. আবূদাউদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬, সনদ ছহীহ।
৪১. আওনুল মা'বূদ ১৩/১৫৩।
৪২. আবূদাউদ হা/৪৮৮৩, সনদ হাসান।
৪৩. আবূদাউদ হা/৩৫৯৭; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২২২২, হাদীছ ছহীহ।
৪৪. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৬/২৩৬৭।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭১৫ ৭৬০৩৪৩

নিজস্ব মৌচাক থেকে সংগ্রহকৃত মধু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং দেশী কালোজিরা থেকে সংগ্রহকৃত কালোজিরার তেল খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ : সেফ সতেজ, সেফ সতেজ সুপার মার্কেট সারদা বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭২ ৮০৩৫৩৮, ০১৭১৭ ৮৮০২৮৮।

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
❖ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা : মুমিনের দুই অনন্য বৈশিষ্ট্য

*-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম**

ভূমিকা : শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য মানব সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তন্মধ্যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অন্যতম। কেননা ভুল-ত্রুটি ও ভালো-মন্দের মিশ্রণেই মানুষের জীবন। সামান্য ভুলের জন্য কারো প্রতি ভীষণ রাগ ও ক্রোধ দেখানো এবং উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। এসব সাধারণ কারণে পরিবার ও সমাজে বড় ধরনের অঘটন ঘটে যায়। ভাই-ভাই, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, প্রতিবেশীর সাথে একটু ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অভাবে বিবাদ-বিসম্বাদ ও হানাহানি যেন বর্তমান সভ্য সমাজে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষ জানে যে, এগুলো নিন্দনীয় অপরাধ। এগুলো মানুষকে অন্যের কাছে ছোট করে ও তার ছওয়াব কমিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে একটু ক্ষমাশীল হ'লেই সমাজের বহু সমস্যা অল্পতেই মিটে যেত। কেননা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা মানুষের মান-মর্যাদা বাড়ায়। এতে রয়েছে মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় : ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা পরস্পর সমার্থক শব্দ। ক্ষমা শব্দের অর্থ অপরাধ মার্জনা, সহিষ্ণুতা, সহনক্ষমতা, অপকার সহন, অন্যের অপরাধ সহনরূপ সদবৃত্তি। সেখান থেকে ক্ষমাশীল অর্থ যিনি সহজেই অন্যের অপরাধ ক্ষমা করেন।[১] আর সহিষ্ণুতা শব্দের অর্থ শক্তি-সামর্থ্য থাকার পরও প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। সেখান থেকে সহিষ্ণু অর্থ বরদাস্তকারী, সহনশীল, ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল।[২]

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার আরবী প্রতিশব্দ العفو والصفح ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, العفو ترك المؤاخذة على الذنب؛ والصفح الإعراض عنه، 'অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে ক্ষমা ও তা এড়িয়ে চলাকে সহিষ্ণুতা বলা হয়'।[৩]

ইমাম বায়যাবী (রহঃ) বলেন, العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك لومه، 'অপরাধীকে শাস্তি না দেওয়াকে ক্ষমা ও তাকে তিরস্কার না করাকে সহিষ্ণুতা বলা হয়'।[৪]

অর্থাৎ অন্যের অপরাধ মাফ করে দেওয়া এবং তার প্রতিশোধ গ্রহণ না করাই ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন করলে পরিবার ও সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকে। তবে বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়নে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পথ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অন্যথায় সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে এবং সমাজের শান্তি দূরীভূত হবে। যা মূলতঃ প্রশাসন ও দেশের সরকারের দায়িত্ব। যেমন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنَفسهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছা.) কখনো কাউকে নিজের স্বার্থে নিজ হাতে মারেননি। কোন মহিলা বা খাদেমকে কখনো প্রহার করেননি। যদি তাঁর দেহে বা অন্তরে কারো পক্ষ থেকে কোন প্রকারের ব্যথা লাগত, তখন তিনি নিজের ব্যাপারে সেই লোক হ'তে কোন প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ করে বসত, তখন তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রতিশোধ নিতেন'।[৫]

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার গুরুত্ব ও মর্যাদা

ইসলামে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। এ মর্যাদা কেবল তিনিই লাভ করতে পারেন, যিনি নিজের ক্রোধকে দমন করেন এবং মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেন। মন্দকে প্রতিহত করেন ভালো দ্বারা। নিম্নে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক তুলে ধরা হ'ল।-

১. আল্লাহ্র নির্দেশ পালন : আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা পসন্দ করেন। তাই পরসম্পরের মধ্যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'অতএব তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চলো যতক্ষণ না আল্লাহ্র নির্দেশ এসে পড়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান *(বাক্বারাহ ২/১০৯)*। তিনি আরো বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، 'তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর। লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল' *(আ'রাফ ৭/১৯৯)*।

ক্ষমার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، 'অতএব তুমি তাদের মার্জনা কর ও ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(মায়েদাহ ৫/১৩)*। তিনি আরো বলেন, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ 'অতএব তুমি ওদের সুন্দরভাবে মার্জনা কর' *(মায়েদাহ ১৫/৮৫)*। যারা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন করেন, তারা মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করেন। যারা এ পথ থেকে দূরে

**শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, সেপ্টেম্বর ২০০৩), পৃ. ৩০১।*
২. *বাংলা অভিধান, ঐ, পৃ. ১১৩৬।*
৩. *উছায়মীন, তাফসীরুল কুরআন, সূরা বাক্বারাহ ১০৯ আয়াতের তাফসীর, ৩/২৬৯ পৃ.।*
৪. *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল (তাফসীর বায়যাবী), সূরা বাক্বারাহ ১১১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
৫. *মুসলিম হা/২৩২৮ (৭৯); মিশকাত হা/৫৮১৮।*

থাকে তারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে। ফলে তারা আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত হয়।

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশের অনুসরণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনে বহু অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তিনি এসব বিষয় ক্ষমা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মোকাবেলা করেছেন। আর তিনি উম্মতকে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ، ‘তোমরা তোমাদের মধ্যে সংঘটিত দণ্ডযোগ্য বিষয়সমূহ পরস্পরে ক্ষমা করে দাও। কেননা আমার নিকট যখন দণ্ডের বিষয়টি পৌঁছবে তখন তা বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে’।[৬]

কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তার সাথে সদ্ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ। ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে বলেন, يَا عُقْبَةُ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، ‘হে ওক্ববা! তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো। তোমাকে যে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করো। আর যে তোমার প্রতি যুলুম করে তুমি তাকে এড়িয়ে চলো’।[৭]

আবুল আহওয়াছ (রাঃ) তাঁর পিতা হ’তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلاَ يَقْرِينِى وَلاَ يُضَيِّفُنِى فَيَمُرُّ بِى أَفَأَجْزِيهِ قَالَ لاَ، أَقْرِهِ ‘আমি এক লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছি। কিন্তু সে আমাকে সম্মান করেনি এবং আতিথেয়তা করেনি। সে আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমি কি তার সাথে অনুরূপ আচরণ করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। তুমি তাকে অতিথি হিসাবে আপ্যায়ন করো’।[৮]

৩. ক্ষমা আল্লাহ্র অন্যতম গুণ : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ তা‘আলার শতাধিক গুণবাচক নাম রয়েছে। এগুলোকে আসমাউল হুসনা বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ‘আল্লাহ তা‘আলার নিরানব্বইটি-এক কম একশ’টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি (সঠিক উপলব্ধির সাথে) এগুলো গণনা (মুখস্থ) করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[৯] আল্লাহ্র গুণবাচক নামগুলির একটি হচ্ছে- গফূর বা ক্ষমাশীল। তিনি বান্দার অপরাধের বিচার সঙ্গে সঙ্গে করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি বান্দার অপরাধ ক্ষমা করেন, পাপীকে অবকাশ দেন এবং তওবাকারীর তওবা কবুল করেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল’ *(নিসা ৪/৪৩)*। তিনি আরো বলেন, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ‘তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও পাপ সমূহ মার্জনা করেন। আর তিনি জানেন তোমরা যা করে থাক’ *(শূরা ৪২/২৫)*।

আল্লাহ তা‘আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আবার যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ‘আর আল্লাহ্রই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন ও যাকে চান শাস্তি দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(আহযাব ৪৮/১৩-১৪)*। তিনি আরো বলেন, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ‘আর আল্লাহ্র জন্যই সবকিছু, যা আছে আসমানে ও যমীনে। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়’ *(আলে ইমরান ৩/১২৯)*।

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابنَ آدمَ إِنَّك لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مغْفرَةً، ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ডাকবে ও আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কারো পরোয়া করি না, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে, আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি কারো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী ভর্তি গুনাহ নিয়ে আমার কাছে হাযির হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, আমি পৃথিবীব্যাপী ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে হাযির হব’।[১০]

আল্লাহ তা‘আলা অসীম ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল। যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ ও শাস্তিদানের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাউকে সহজে শাস্তি দেন না। তিনি যদি অসীম ক্ষমার মালিক না হ’তেন, তাহ’লে পৃথিবীতে কোন জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

৬. আবুদাঊদ হা/৪৩৭৬; মিশকাত হা/৩৫৬৮।
৭. আহমাদ হা/১৭৪৮৮।
৮. তিরমিযী হা/২০০৬।
৯. বুখারী হা/২৭৩৬, ৭৩৯২; মিশকাত হা/২২৮৭।
১০. তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى 'আর যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য পাকড়াও করতেন, তাহ'লে পৃথিবীতে কোন প্রাণীকেই তিনি ছাড়তেন না। কিন্তু একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তিনি তাদের অবকাশ দেন' *(নাহল ১৬/৬১)*।

৪. নবী-রাসূল ও পূর্ববর্তীদের বৈশিষ্ট্য : নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের ছাহাবীরা ক্ষমা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ছিলেন। তাদের কাহিনী মানবতার জন্য অনুপম দৃষ্টান্ত। এসব কাহিনী এক একটি অবিরাম বিচ্ছুরিত আলোকধারা, যার প্রতিটি কণায় বিকশিত হয় মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা। এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ-

ক. আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র ক্বাবীল ও হাবীলের জীবনীতে রয়েছে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দু'ভাই আল্লাহ্র নামে কুরবানী করেছিল। কিন্তু আল্লাহ হাবীলের কুরবানী কবুল করেন। কিন্তু ক্বাবীলের কুরবানী কবুল করেননি। এতে ক্বাবীল ক্ষুব্ধ হয়ে হাবীলকে বলল, لَأَقْتُلَنَّكَ 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব'। হাবীল তখন তাকে উপদেশ দিয়ে মার্জিত ভাষায় বলল, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দাদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তবে আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা আমি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি' *(মায়েদাহ ৫/২৭-২৮)*। বড় ভাই ছোট ভাইকে হত্যা করেছিল। হাবীল অন্যায়ের বদলে অন্যায় করেনি। বরং সে ক্ষমা ও সহনশীলতা অবলম্বন করেছে।

খ. দশজন বিমাতা ভাই মিলে নবী ইউসুফ (আঃ)-কে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারা বিফল হ'ল। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আঃ)-কে দুনিয়ায় রাজত্ব দান করলেন। বিমাতা ভাইয়েরা তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে আসলে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বরং তাদের ক্ষমা করে দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে নযীরবিহীন ক্ষমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইউসুফ (আঃ)-এর বিমাতা ভাইয়েরা বলল, تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ- 'আল্লাহ্র কসম! আমাদের উপরে আল্লাহ তোমাকে পসন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম'। ইউসুফ বললেন, لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালুর চাইতে অধিক দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৯১-৯২)*।

গ. শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। তিনি জীবনে অনেক প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হয়েছেন। অনেক মিথ্যা অপবাদ ও অশ্লীল গালিগালাজ তাঁকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করেছেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অশ্লীলভাষী এবং তিনি অশ্লীল আচরণকারী ছিলেন না। তিনি হাটে-বাজারে শোরগোলকারী ছিলেন না। আর মন্দের প্রতিশোধ তিনি মন্দের দ্বারা নিতেন না। বরং তিনি ক্ষমা করে দিতেন ও উপেক্ষা করে চলতেন'।[১১]

আতা ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে বললাম, আপনি আমাদের কাছে তাওরাতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করুন। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা। আল্লাহ্র কসম! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলী তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে। ...لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ 'তিনি কর্কশ স্বভাবের, কঠোর হৃদয়ের এবং বাজারে শোরগোলকারী ছিলেন না। আর মন্দের প্রতিশোধ তিনি মন্দ দ্বারা নিতেন না। বরং তিনি মাফ করে দিতেন ও ক্ষমা করতেন'।[১২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই মক্কা বিজয়ের সময়। যে মক্কাবাসী তাঁকে একে একে ১৬টি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই মক্কায় তিনি বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে শত্রুদের হাতের মুঠোয় পেয়েও ক্ষমা করে দিলেন। তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বিশ্ব ইতিহাসে রক্তপাতহীন বিজয় হ'ল মক্কা বিজয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, نَعَم مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمِنٌ- 'বেশ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলে দিবে, সে নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে'।[১৩]

আলী (রাঃ) আবু সুফিয়ান মুগীরাহ ইবনুল হারেছকে শিখিয়ে দিলেন যে, তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে গিয়ে সেই কথাগুলি বল, যা ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে বলেছিলেন, تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ، 'আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম' *(ইউসুফ ১২/৯১)*। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ তাই করলেন। আর সাথে সাথে

---

১১. *তিরমিযী হা/২০১৬; মিশকাত হা/৫৮২০।*
১২. *বুখারী হা/২১২৫।*
১৩. *মুসলিম হা/১৭৮০; আবুদাঊদ হা/৩০২১; মিশকাত হা/৬২১০।*

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেই জবাবই দিলেন, যা ইউসুফ (আঃ) তার ভাইদের দিয়েছিলেন- لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি হ'লেন দয়ালুদের সেরা দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৯২)*।

আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বড় চাচা হারেছ-এর পুত্র। রাসূল (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলে খুশীতে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয় লাইনের একটি কবিতা পাঠ করেন। যার মধ্যে ৩য় লাইনে তিনি বলেন,

هَدَانِي هادٍ غيرُ نفسي ودَلَّني * على الله مَنْ طَرَّدتُ كُلَّ مُطَرَّدٍ

'আমার নফস ব্যতীত অন্য একজন পথপ্রদর্শক আমাকে পথ দেখিয়েছেন এবং আমাকে আল্লাহ্র পথের সন্ধান দিয়েছেন, যাকে সকল প্রকারের তিরষ্কারের মাধ্যমে আমি তাড়িয়ে দিতাম'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বুকে থাবা মেরে বললেন, হ্যাঁ। أَنْتَ طَرَّدْتَنِيْ كُلَّ مُطَرَّدٍ 'তুমিই তো আমাকে সর্বদা তাড়িয়ে দিতে'।[১৪]

৫. ছাহাবী, সালাফে ছালেহীন ও মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য : ছাহাবী, সালাফে ছালেহীন, মুত্তাকী ও সৎকর্মশীলদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা। তাঁরা এই মহৎ গুণ দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করেছেন। ফলে তারা আল্লাহ্র নিকট নিজেদের মান-সম্মান ও মর্যাদাকে উন্নত করেছেন এবং মানুষের ভালোবাসা লাভে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ তাদের গুণ বর্ণনায় বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-১৩৪)*।

মুত্তাকী তথা আল্লাহভীরু লোকদের বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা সহজেই অপরের অপরাধ, দোষ-ত্রুটি ও ভুলগুলি ক্ষমার চোখে দেখেন এবং এড়িয়ে চলেন। আর এটি তাক্বওয়া অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 'তবে যদি তোমরা মার্জনা কর, তা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-১৩৪)*।

ছাহাবীগণ ছিলেন ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন পৃথিবীতে সর্বোত্তম মানুষ। ক্ষমা সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

ক. একদা এক ব্যক্তি ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মুখের উপর তাঁকে কৃপণতা ও যুলুমের মিথ্যা অপবাদ দেয়। এতে তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ওয়ায়না বিন হিছন বিন হুযায়ফা এসে তার ভাতিজা হুর বিন ক্বায়সের কাছে অবস্থান করল। আর হুর ছিলেন ওমর (রাঃ)-এর নিকটবর্তী লোকদের অন্যতম। অতঃপর তার মাধ্যমে সে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করে বলল, يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِهِ، 'হে ওমর বিন খাত্ত্বাব! আপনিতো আমাদের বেশী বেশী দান করেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করেন না। এতে ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে তাকে একটা কিছু করতে উদ্যত হ'লেন। তখন হুর বিন ক্বায়স বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা তো তাঁর নবীকে বলেছেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، 'তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর। লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল' *(আ'রাফ ৭/১৯৯)*। আর এই লোক তো অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র কসম! ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করেননি। আল্লাহ্র কিতাবের সামনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।[১৫]

খ. একদা আবুদ্দারদা (রাঃ) একদল লোকের নিকট দিয়ে পথ চলতে চলতে দেখলেন যে, তারা একজন ব্যক্তিকে প্রহার করছে ও গালি দিচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, ঘটনা কি? তারা বলল, সে বড় ধরনের অপরাধ করেছে। তিনি বললেন, যদি সে কোন কূপে পতিত হ'ত, তাহ'লে তোমরা কি তাকে সেখান থেকে তুলতে না? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহ'লে তোমরা তাকে গালি দিয়ো না ও প্রহার করো না। বরং তাকে উপদেশ দাও ও বুঝাও। আর সেই আল্লাহ্র প্রশংসা কর, যিনি তোমাদেরকে তার মত অপরাধে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তারা বলল, আপনি কি তাকে ঘৃণা করবেন না? তিনি বললেন, আমি তার কাজকে ঘৃণা করি। সে যখন তা ছেড়ে দিবে, তখন সে আমার ভাই। এতে সেই লোকটি বিলাপ করে কাঁদতে লাগল এবং তওবা করতে লাগল।[১৬]

গ. একদা আবু যার (রাঃ) তার গোলামকে বললেন, তুমি কেন বকরীটিকে ঘোড়ার খাবারের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছ? সে বলল, আমি এ কাজের মাধ্যমে আপনাকে রাগান্বিত করতে চেয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি অবশ্যই রাগের সাথে ছওয়াব চাই। তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আজ থেকে স্বাধীন'।[১৭]

অনুরূপভাবে সালাফে ছালেহীনদেরকে কেউ গালি দিলে, নিন্দা করলে বা গীবত করলেও তাঁরা পাল্টা আক্রমণ করতেন না। বরং তা এড়িয়ে চলতেন। যেমন-

১৪. *হাকেম হা/৪৩৫৯; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৭৬ পৃ., সনদ হাসান; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ, পৃ. ৫২৮।*

১৫. *বুখারী হা/৪৬৪২।*

১৬. *ইয়াসীর আব্দুর রহমান, কিতাবু মাওসূআতিল আখলাক ওয়ায যুহুদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব, ১/৩৮৬ পৃ.।*

১৭. *যামাখশারী, রবীঈল আবরার ওয়া নুছূছিল আখবার, ২/৩৩৭।*

ঘ. একদা ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে তাঁর কতিপয় সাথী বললেন, إن بعض الناس يقع فيك 'কিছু মানুষ আপনার নিন্দা করছে। তখন তিনি বললেন, إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، 'নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল অতীব দুর্বল' *(নিসা ৪/৭৬)*। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী তেলাওয়াত করলেন, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِهِ 'কূট চক্রান্ত কেবল চক্রান্তকারীকেই বেষ্টন করে' *(ফাত্বির ৪/৪৩)*।[১৮]

ঙ. জনৈক ব্যক্তিকে বলা হ'ল, তোমার সম্পর্কে অমুকে নিন্দা করছে। তোমার সম্পর্কে অমুকে এরূপ এরূপ বলছে এবং মানুষের নিকট তোমাকে খারাপভাবে উপস্থাপন করছে। তখন তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নির্যাতিত হ'লে আমরা কি করব? যে ব্যক্তি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র সীমালংঘন করে, আমরা তার ব্যাপারে আল্লাহ্র সীমালংঘন করব না। ক্ষমা করাই উত্তম। তোমার কারণে তোমার কোন মুসলিম ভাইকে শাস্তি দেওয়া হ'লে, তা তোমার কোন উপকার করবে না। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও এড়িয়ে চল। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন।[১৯]

তাই ক্ষমা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বনই শ্রেয়। কেননা ক্ষমার মাধ্যমে অন্তর প্রশান্তিতে থাকে, সৌভাগ্য অর্জিত হয়। আর যে ব্যক্তি ক্ষমার পরিবর্তে অন্তরে ক্রোধ, হিংসা ও প্রতিশোধ প্রবণতা লুকিয়ে রাখে তার জীবন সংকুচিত হয়, অন্তর অস্থির থাকে ও সম্মান ধুলায় ধুসরিত হয়। পক্ষান্তরে ক্ষমাকারী ব্যক্তি প্রশান্ত চিত্তে রাত যাপন করে। কেননা সে আল্লাহ্র নিকট প্রতিদানের উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষমা করেছে। আর ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ গ্রহণকারী প্রতিশোধ গ্রহণের পর বলে হায়! আমি যদি ক্ষমা করতাম ও প্রতিশোধ গ্রহণ না করতাম তাহ'লে কতইনা ভালো হ'ত! ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

ما عفوت و لم أحقد على أحد* أرحت نفسي من هم العداوات

'যখন আমি ক্ষমা করি এবং কারো প্রতি হিংসা না করি, তখন আমি আমার হৃদয়কে শত্রুতার চিন্তা হ'তে প্রশান্তি দান করি'।

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার উপকারিতা

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার উপকারিতা অত্যধিক। ক্ষমার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। পরিবার ও সমাজে শান্তি ফিরে আসে। ক্ষমাকারীর অন্তরে প্রশান্তি থাকে। নিম্নে ক্ষমার কিছু উপকারিতা তুলে ধরা হ'ল-

১. সম্মান ও মর্যাদা লাভ : ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মানুষ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ، 'দান সম্পদ কমায় না। ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেউ আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন'।[২০]

আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, قيل لأبي الدرداء: من أعز الناس؟ فقال: (الذين يعفون إذا قدروا؛ فاعفوا يعزكم الله تعالى، 'সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যারা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে। সুতরাং তোমরা ক্ষমা করো, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।[২১]

২. শুভ পরিণাম লাভ : ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পরিণাম শুভ ও সুন্দর হয়। ক্ষমাই উত্তম প্রতিশোধ। পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝিতে অনেক সময় বড় ধরনের সংঘাত সংঘটিত হয়। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন করে পরিণামে সে উত্তম প্রতিদান লাভ করে। মুমিন ও মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা কারো উপর কোন কারণে রাগান্বিত হ'লে সহজেই ক্ষমা করে দেয়। তাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন, وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 'আর আল্লাহ্র নিকটে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। আর (তাদের জন্য) যারা কবীরা গোনাহ ও অশ্লীল কর্মসমূহ হ'তে বিরত থাকে এবং যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে' *(শূরা ৪২/৩৬-৩৭)*।

মানুষ দুনিয়াবী তুচ্ছ স্বার্থে ভাইয়ে ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে হানাহানিতে লিপ্ত হয়। ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। অথচ একটু ধৈর্যধারণ করলে এবং একে অপরকে ক্ষমা করলে বড় কোন অঘটন থেকে মানুষ বেঁচে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে সংসার ভাঙ্গা থেকে স্বামী-স্ত্রী রক্ষা পায়। সুতরাং বলা যায় যে, ক্ষমা ও সহনশীলতার মাধ্যমে সকলে শান্তি পায়।

৩. শত্রু বন্ধুত্বে পরিণত : সমাজ জীবনে মানুষের সাথে চলতে গিয়ে বিভিন্ন সময় ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলে অনেক সমস্যা সমাধান হয়। এছাড়া ক্ষমা, সহনশীলতার মাধ্যমে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 'ভাল ও মন্দ কখনো সমান নয়। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তুমি দেখবে যে, তোমার

১৮. *শায়খ ইবরাহীম আদ-দুওয়াইশ, কিতাবু দুরূস, ২০/১৭ পৃ.।*
১৯. *শায়খ আলী আল-ক্বারানী কিতাবু দুরূস, ২০/২২ পৃ.।*
২০. *মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯।*
২১. *ইমাম নববী, নিহায়াতুল আরিব ফী ফুনূনিল আদব, ৬/৫৮।*

সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে। এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ'তে পারে, যারা ধৈর্যশীল এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ'তে পারে, যারা মহা ভাগ্যবান' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, إذا أحسنتَ إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك، والحنوّ عليك، حتى يصير كأنه وليّ لك، حميم أي: قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك 'যখন তুমি সদাচরণ করবে ঐ ব্যক্তির সাথে যে তোমার সাথে অসদাচরণ করে, তখন ঐ সদাচরণ তাকে তোমার সাথে থাকার, তোমার প্রতি মনোনিবেশ করার ও তোমার প্রতি ভালোবাসার পথে পরিচালিত করবে। এমনকি সে তোমার ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায় এবং তোমার প্রতি সহানুভূতি ও অনুগ্রহ করার মাধ্যমে সে তোমার নিকটবর্তী হবে'।[২২]

সৎকর্ম ও অসৎকর্ম, ভালো ও মন্দ এবং ক্ষমা ও প্রতিশোধের মধ্যে সুদূর ব্যবধান। যখন কোন ব্যক্তির মন্দ কর্ম ও আচরণকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করা হবে, তখন উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হবে। আর যখন মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করা হবে, তখন শত্রুতা ও হিংসা দূরীভূত হবে। এভাবে দু'জন শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব তৈরি হবে। এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপ :

ক. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) নাজদের দিকে কিছু অশ্বারোহী (সৈন্য) পাঠালেন। তারা বনী হানীফা গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে ধরে আনল। তার নাম ছুমামাহ বিন উছাল। সে ইয়ামামাবাসীদের সরদার। তারা তাকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। রাসূল (ছাঃ) তার কাছে আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে ছুমামাহ! তুমি কি মনে করছ'? সে বলল, عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ- 'হে মুহাম্মাদ! আমার নিকটে উত্তম (দ্বীন) আছে। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহ'লে অবশ্যই আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহ'লে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি মাল চান, তাহ'লে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন, তা দেওয়া হবে'। তার কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) তাকে (সেদিনের মত তার নিজের অবস্থার উপর) ছেড়ে দিলেন। এভাবে পরপর তিনদিন একই উত্তর পেয়ে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা ছুমামাহকে ছেড়ে দাও'! (তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল)। অতঃপর সে মসজিদে নববীর নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করল। তারপর মসজিদে ফিরে এসে বলে উঠল, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'। হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র কসম! পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা আর কারও চেহারা আমার নিকট অধিক ঘৃণ্য ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহ্র কসম! (ইতিপূর্বে) আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক অপ্রিয় দ্বীন আমার কাছে আর কোনটিই ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহ্র কসম! (এর আগে) আপনার শহরের চেয়ে অধিক ঘৃণ্য শহর আর কোনটিই আমার কাছে ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে গেছে'।[২৩]

খ. একদা আলী বিন হাসান (রহঃ)-এর উপর এক ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি যে অপবাদ দিয়েছ আমরা যদি অনুরূপ হই তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। আর যদি আমরা অনুরূপ না হই, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। এতে লোকটি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর মাথা চুম্বন করে বললেন, আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমি যা বলেছি তা ঠিক নয়। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আলী বিন হাসান (রহঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।[২৪]

৩. পাপ মোচন : ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মানুষের পাপ মোচন করা হয়। যে ব্যক্তি অপরকে ক্ষমা করে আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ ক্ষমা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، 'আর যদি তোমরা তাদের মার্জনা কর ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর ও ক্ষমা কর, তাহ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তাগাবুন ৬৪/১৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহ্র পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে, তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদের মার্জনা করে ও দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যায়। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান' *(নূর ২৪/২২)*।

ইসলামে প্রথম খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন। যখন তিনি মিসত্বাহ বিন আছাছাহ-এর জন্য কিছুই ব্যয় করবেন না বলে কসম করেন, তখন আলোচ্য আয়াতটি তাঁর সম্পর্কে নাযিল হয়। কারণ মিসত্বাহ

২২. *হাফেয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (তাফসীর ইবনে কাছীর), ৭/১৮১।*

২৩. *বুখারী হা/৪৬২; মুসলিম হা/১৭৬৪; মিশকাত হা/৩৯৬৪।*

২৪. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ, ১/৩৫৫*

আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে শরীক ছিলেন এবং এজন্য তাকে অপবাদের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়। তিনি তওবা করেন এবং আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) তাকে ক্ষমা না করে তাকে কিছুই দিবেন না বলে কসম করে বলেন, وَاللهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ, 'আল্লাহর কসম! আয়েশার বিরুদ্ধে মিসত্বাহ যে অপবাদ দিয়েছে তাতে আমি মিসত্বার জন্য কিছুই ব্যয় করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা আবুবকরকে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার প্রতি উৎসাহিত করে অত্র আয়াত নাযিল করেন। ফলে আবুবকর (রাঃ) বলেন, بَلَى وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي 'হ্যাঁ' অবশ্যই আমি চাই যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি কসম ভঙ্গ করেন এবং মিসত্বাহর কাছে গিয়ে তাকে পূর্বের ন্যায় খরচ দেওয়া শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, মিসত্বাহ ছিলেন মুহাজির ও মিসকীন ছাহাবীদের অন্যতম। অভাবের কারণে আবুবকর (রাঃ) তার সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন।[২৫]

৪. ছওয়াব অর্জন : ক্ষমা, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মানুষ নেকী উপার্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، 'বস্তুতঃ মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার তো আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি অত্যাচারীদের ভালবাসেন না' *(শূরা ৪২/৪০)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ ত্যাগ করে এবং ক্ষমা করে দিয়ে নিজের এবং যালিমের মধ্যে সংশোধন করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাকে এজন্য পুরস্কৃত করবেন। মুকাতিল বলেন, ক্ষমা করা আমলে ছালেহের অন্তর্ভুক্ত'।

সাহল বিন মু'আয (রাঃ) তার পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ 'যে ব্যক্তি ক্রোধ বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতে দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে এখতিয়ার দিবেন, যেন সে যেকোন হূরকে নিজের জন্য পসন্দ করে নেয়'।[২৬]

৪. আল্লাহ্র ক্ষমা লাভ : ক্ষমাকারী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত ক্ষমা লাভে ধন্য হয়। যে অপরকে ক্ষমা করে সে আল্লাহ ও মানুষের ভালোবাসা লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، 'যদি তোমরা কোন সৎকর্ম প্রকাশ কর বা গোপন কর কিংবা কোন অপরাধ মার্জনা কর, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই মার্জনাকারী ও সর্বশক্তিমান' *(নিসা ৪/১৪৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ভুল ক্ষমা করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার ভুল ক্ষমা করবেন'।[২৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছেন, ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ اللهُ لَكُمْ، وَيْلٌ لأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، 'তোমরা দয়া কর, তাহ'লে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হবে। ক্ষমা কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। ভালো কথাকে দমনকারীদের জন্য ধ্বংস। আর ধ্বংস তাদের জন্য, যারা জেনে-শুনে পাপ করে এবং পাপ কাজে অনড় থাকে'।[২৮]

অপরের ভুল ও পদস্খলনকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা প্রত্যেক মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। যেকোন মানুষের ভুল হ'তেই পারে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ، 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর তওবাকারীরাই সর্বোত্তম ভুলকারী'।[২৯] তাই অপরের ভুলকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানিয়ে জনৈক কবি বলেন,

سامح صديقك إن زلّت به قدمٌ * فليس يسلمُ إنسانٌ من الزَّلل

'তোমার বন্ধুর যদি পা পিছলে যায়, তাকে ক্ষমা কর। কেননা পিছলে যাওয়া থেকে কেউ নিরাপদ নয়'।

উপসংহার : ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমেই সংঘাতপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ মধুময় সমাজে পরিণত হ'তে পারে। কাউকে ক্ষমা করে মানুষ তার আন্তরিক ভালোবাসা লাভে ধন্য হ'তে পারে। এছাড়া আজীবন অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হ'তে পারে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে। এ মহৎ গুণের মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষও অসাধারণ মানুষে পরিণত হ'তে পারে। ক্ষমাশীল মানুষ ধৈর্যশীল ও সর্বোত্তম আচরণের অধিকারী। তিনি ভদ্র ও উদার প্রকৃতির। যাদের এ ধরনের গুণাগুণ রয়েছে, তারা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও ক্ষমা লাভে ধন্য। দুনিয়ায় তারা চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভে সৌভাগ্যবান হয়। তাই আসুন! আমরা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মত উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট হই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

২৫. ইবনু কাছীর ৬/৩১; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তরজমাতুল কুরআন, (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০২২ খৃ.), পৃ. ৫৪১।
২৬. আবুদাঊদ হা/৪৭৭৭; মিশকাত হা/৫০৮৮।
২৭. ইবনু মাজাহ হা/২১৯৯; ইরওয়া হা/১৩৩৪, সনদ ছহীহ।
২৮. আহমাদ হা/৬৫৪১; ছহীহাহ হা/৪৮২; ছহীহুল জামে' হা/৮৯৭।
২৯. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১।

উত্তম মৃত্যুর কিছু নিদর্শন ও আমাদের করণীয়

-ইহসান ইলাহী যহীর*

উপস্থাপনা : মৃত্যু অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। তিনি আরো বলেন, 'কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং জানে না কোন্ মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(লোক্বমান ৩১/৩৪)*। এই অনিবার্য ও অমোঘ সত্য বিষয়টিকে পাশ কাটানোর কোন সুযোগই কারু নেই। সুতরাং আমাদের মৃত্যু যেন উত্তমভাবে হয়, সেজন্য বিশুদ্ধ ঈমান সহকারে সদা কর্মতৎপর থাকতে হবে। নিম্নে উত্তম মৃত্যুর বর্ণনা, উত্তম মৃত্যুর কতিপয় নিদর্শন, উত্তম মৃত্যুর জন্য করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।

উত্তম মৃত্যু : উত্তম মৃত্যু হ'ল মৃত্যুর পূর্বে মানুষের এমন কর্ম সম্পাদন করা, যা তার প্রতিপালকের ক্রোধ হ'তে তাকে বাঁচাতে সাহায্য করে এবং সে মৃত্যুর পূর্বেই তওবায়ে নাছূহা সম্পন্ন করে। সেই সাথে সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করতে করতেই সে একসময় মৃত্যুবরণ করে এবং পাপমুক্ত হয়ে পরপারে পাড়ি জমায়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ، فَقِيلَ : كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ- 'যখন আল্লাহ কোন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে যোগ্য করে তোলেন। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে তিনি তাকে যোগ্য করে তোলেন? তিনি বললেন, তিনি তাকে তার মৃত্যুর পূর্বে সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক দান করেন'।[১]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْراً عَسَلَهُ، قِيلَ وَمَا عَسَلُهُ؟ قَالَ : يَفْتَحُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلاً صَالِحاً قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ- 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ করেন, তখন তাকে সক্ষমতা দান করেন। বলা হ'ল, (عَسَلُهُ) 'সক্ষমতা' বিষয়টা কি? তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে সৎকর্মের সক্ষমতা দান করেন। যা বাস্তবায়ন করেই সে মৃত্যুবরণ করে'।[২] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ- 'কোন বান্দা জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে মূলতঃ জান্নাতী। এভাবে কোন বান্দা জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জাহান্নামী। বস্তুতঃ শেষ আমল সমূহই গ্রহণযোগ্য (যার উপরে পরকালীন সবকিছু নির্ভর করে')।[৩]

সৎকর্মশীল মুমিনগণের মৃত্যুকালীন সুসংবাদ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا : اُخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اُخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ فُلاَنٌ، فَيُقَالُ : مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطِّيبَةِ كَانَت فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اُدْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ- 'মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। যদি সে ব্যক্তি নেককার হয় ফেরেশতাগণ বলেন, বের হয়ে এসো হে পবিত্র আত্মা! যা পবিত্র দেহে ছিলে। প্রশংসার সাথে বের হয়ে এসো এবং চির সুখ-শান্তির ও প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ কর। এভাবে তাকে বলা হ'তে থাকবে, যতক্ষণ না তার রূহ বের হয়ে আসে। অতঃপর তাকে আকাশের দিকে উঠানো হয়, তখন তার জন্য আকাশের দরজা উন্মোচিত হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয়, এই কে? ফেরেশতাগণ বলেন, অমুক। তখন বলা হয়, অভিনন্দন! হে পবিত্র আত্মা! যা পবিত্র দেহে ছিলে। প্রশংসার সাথে প্রবেশ কর এবং সুখ-শান্তির ও প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ কর। এভাবে বলা হ'তে থাকে যতক্ষণ না সে ব্যক্তি ঐ আকাশে উপনীত হয়, যেখানে মহান আল্লাহ রয়েছেন'।[৪]

উত্তম মৃত্যুর কতিপয় নিদর্শন

উত্তম মৃত্যুর অন্যতম নিদর্শন হ'ল সৎকর্মশীল বান্দাকে তার মৃত্যুর সময় তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সংবাদ প্রদান করা এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানের কথা জানানো। এক্ষেত্রে প্রতিটি সৎকর্মশীল মুমিনের কর্তব্য হবে, আমৃত্যু দ্বীনে হকের উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَآئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ- 'নিশ্চয়ই যারা দৃঢ়তার সাথে বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। আর তোমরা

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *তিরমিযী হা/২১৪২; মিশকাত হা/৫২৮৮; ছহীহাহ হা/১৩৩৪।*

২. *আহমাদ হা/১৭৮১৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৩-৩৪৪; ছহীহাহ হা/১১১৪।*

৩. *বুখারী হা/৬৬০৭; মিশকাত হা/৮৩।*

৪. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬২৭; ছহীহুল জামে' হা/১৯৬৮।*

জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৩০)*। আব্দুর রহমান নাছের আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, مُبَشِّرِيْنَ لَهُمْ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ– 'এই সুসংবাদ মুমিনের মৃত্যুর সময় জানানো হয়'।[৫] ফলে সন্তুষ্টচিত্তে মুমিন তার রবের সাথে সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ : إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভকে ভালবাসে, আল্লাহ্র তার সাক্ষাৎকে ভালবাসেন এবং যে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভকে অপসন্দ করে, আল্লাহ্র তার সাক্ষাৎকে অপসন্দ করেন। এটা শুনে আয়েশা কিংবা রাসূল (ছাঃ)-এর কোন একজন স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো মৃত্যুকে অপসন্দই করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এর অর্থ তা নয়। বরং এর অর্থ হ'ল এই যে, মুমিনের কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সম্মান প্রদানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। ফলে তার সম্মুখে যা রয়েছে, তা অপেক্ষা অন্য কোন জিনিসই প্রিয়তর হয় না। সুতরাং সে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভকে ভালবাসে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎকে ভালবাসেন। পক্ষান্তরে কাফেরের নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তির দুঃসংবাদ দেওয়া হয়। এর ফলে তার সম্মুখে যা রয়েছে, তা অপেক্ষা অধিক অপসন্দনীয় আর কিছুই বাকী থাকে না। সুতরাং সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে অপসন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎকে অপসন্দ করেন'।[৬]

১. কষ্টকর মৃত্যুই উত্তম মৃত্যু : অনেকের ধারণা হ'তে পারে যে, উত্তম মৃত্যু বলতে সহজভাবে ও রোগ-দুঃখ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করাকে বুঝায়। এটা সবক্ষেত্রে না-ও ঘটতে পারে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ– 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে বিপদে ফেলেন'।[৭]

অন্যদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হ'লে তিনি নিকটস্থ পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডল মাসাহ করে বললেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ– *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভীষণ কঠিন'*।[৮]

একদিন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষের মধ্যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন কারা হবে?' তিনি বলেন, الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ– 'নবীগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন। অতঃপর মর্যাদার দিক থেকে তাঁদের পরবর্তীগণ, অতঃপর তাঁদের পরবর্তীগণ। মানুষকে তার ঈমান ও ধর্মানুরাগ অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দ্বীনদারীতে অবিচল থাকে, তবে তার পরীক্ষাও তত কঠিন হয়। আর যদি সে তার দ্বীনদারীতে শিথিল হয়, তবে তার পরীক্ষাও তদানুপাতে হাল্কা হয়। বান্দা এভাবে হর-হামেশা বিপদ-আপদ দ্বারা পরীক্ষিত হ'তে থাকে। অবশেষে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত-পরিচ্ছন্ন হয়ে সে পৃথিবীতে বিচরণ করে'।[৯]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ভীষণ জ্বরে আপনি তো পর্যুদস্ত হয়ে আছেন। তিনি বললেন, أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، 'হ্যাঁ, আমি তোমাদের দু'জনের জ্বরের সমপরিমাণ জ্বরে আক্রান্ত হই'। তখন আমি বললাম, এটা এজন্য যে, আপনার জন্য ছওয়াবও দ্বিগুণ রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তা সঠিক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا– 'যে কোন মুসলিম বিপদগ্রস্ত হয়, তা একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়া কিংবা আরো তুচ্ছ কিছু হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপরাশি মোচন করেন, যেভাবে বৃক্ষ তার পত্রপল্লব ঝেড়ে ফেলে'।[১০]

জনৈকা হাবশী নারী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল (ছাঃ)! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই। রোগের তীব্রতায় আমি বিবস্ত্র হয়ে যাই। আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ– 'তুমি চাইলে ধৈর্যধারণ করতে পার। তাহ'লে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর তুমি চাইলে আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য দো'আ করব, যেন আল্লাহ তোমাকে পূর্ণ সুস্থ করে দেন'। তখন মহিলাটি জবাবে বলল, আমি বরং

৫. তাফসীর সা'দী, সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০ আয়াতের ব্যাখ্যা, ৭৪৮ পৃ.।
৬. বুখারী হা/৬৫০৭; মুসলিম হা/২৬৮৪; মিশকাত হা/১৬০১।
৭. বুখারী হা/৫৬৪৫; মিশকাত হা/১৫৩৬।
৮. বুখারী হা/৪৪৪৯; মিশকাত হা/৫৯৫৯।
৯. তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪০২।
১০. বুখারী হা/৫৬৪৮; মুসলিম হা/২৫৭১; মিশকাত হা/১৫৩৮।

ধৈর্যধারণ করব। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ি, তখন বিবস্ত্র হয়ে যাই। আমি যেন বিবস্ত্র না হয়ে পড়ি, সেজন্য দো‘আ করুন। ফলে রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো‘আ করলেন।[১১]

অতএব কারু জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর সময় কেউ অধিক পরিমাণে কষ্ট পেলে তার উপর মন্দ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ মুমিনকে দুনিয়া থেকেই পাপমুক্ত করে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আখেরাতের জন্য প্রস্তুত করেন।

২. মৃত্যুর সময় কপাল মৃদু ঘর্মাক্ত হওয়া : মুমিনের উত্তম মৃত্যুর আরেকটি নিদর্শন হ’ল, মৃত্যুর সময় যন্ত্রণার প্রচণ্ডতায় মুমিনের কপাল মৃদুভাবে ঘর্মাক্ত হ’তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, –الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ ‘মুমিন মৃত্যুবরণ করে কপালে মৃদু ঘাম নিয়ে’।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَنَفْسَ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ– ‘তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে *লা ইলাহা ইলাল্লাহ* শিক্ষা দাও। কেননা মুমিনের আত্মা বের হয় ঘাম বের হওয়ার ন্যায় (সহজভাবে)। আর কাফেরের আত্মা বের হয় মুখ দিয়ে যেমন গাধার আত্মা বের হয় (কঠিনভাবে)’।[১৩]

৩. জুম‘আর রাত্রি বা দিবসে মৃত্যুবরণ করা : মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন হ’ল জুম‘আর দিন। এ দিনের যেকোন সময় মৃত্যুরবণ করা উত্তম মৃত্যুর অন্যতম নিদর্শন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ– ‘কোন মুসলমান যদি জুম‘আর দিবসে অথবা রাত্রিতে মারা যায়, তাহ’লে আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হ’তে রক্ষা করেন’।[১৪]

৪. শহীদী মৃত্যু ও মর্যাদাগত শহীদ : আল্লাহ্র কালেমা উড্ডীন করণার্থে ময়দানে শহীদ হওয়া উত্তম মৃত্যুর অন্যতম প্রধান আলামত। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ– فَرِحِينَ بِمَآ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ– يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَّأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ– ‘যারা আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়, তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হ’তে রিযিকপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হ’তে যা দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত। আর তারা আনন্দ প্রকাশ করে তাদের পিছনে রেখে আসা মুজাহিদগণের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি এই বলে যে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তাদের চিন্তারও কোন কারণ নেই। তারা আল্লাহ্র নিকট থেকে অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভের কারণে আনন্দ প্রকাশ করে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৯-৭১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فهوَ شهيدٌ– ‘তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা শহীদ বলে গণ্য কর? ছাহাবীগণ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, সেই তো শহীদ। তিনি বলেন, তাহ’লে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হবে। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে মত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে (নিয়োজিত থেকে স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যুবরণ করে, সেও শহীদ এবং যে ব্যক্তি প্লেগে (মহামারিতে) মৃত্যুবরণ করে, সেও শহীদ। আর যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে, সেও শহীদ’।[১৫]

তিনি আরো বলেন, اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيلِ اللهِ– ‘পাঁচ শ্রেণীর মানুষ শহীদ হিসাবে গণ্য হয়। যেমন (১) মহামারীতে নিহত ব্যক্তি, (২) পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, (৩) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, (৪) মাটি বা যেকোন বস্তুতে চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি এবং (৫) আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকা অবস্থায় মৃত ব্যক্তি’।[১৬] তিনি আরও বলেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ– ‘যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করেন; যদিও সে স্বীয় বিছানায় মৃত্যুবরণ করে’।[১৭]

বদরের যুদ্ধে উমায়ের বিন হুমাম (রাঃ) শাহাদতের অমিয় সুধা পান করে জান্নাতী হওয়ার উদগ্র বাসনা পোষণ করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতের অধিবাসী হবে’। অতঃপর তিনি বীর-বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন’।[১৮]

---

১১. *বুখারী হা/৫৬৫২; মুসলিম হা/২৫৭৬; মিশকাত হা/১৫৭৭।*
১২. *তিরমিযী হা/৯৮২; নাসাঈ হা/১৮২৯, ১৮২৮; আহমাদ হা/২৩০৭২; মিশকাত হা/৫২৮৮।*
১৩. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৪১৭; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৬৭৭২; ছহীহুল জামে‘ হা/৫১৪৯।*
১৪. *তিরমিযী হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১৩৬৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৫৭৩।*
১৫. *মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১।*
১৬. *বুখারী হা/২৮২৯; মুসলিম হা/১৯১৪; তিরমিযী হা/১০৬৩।*
১৭. *মুসলিম হা/১৯০৯; মিশকাত হা/৩৮০৮।*
১৮. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (রাজশাহী : হাফাবা, ৩য় মুদ্রণ : ২০১৬ খৃ.), ২৯৯ পৃ.।*

বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী মু'তা নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে যায়েদ বিন হারেছাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি যায়েদ শহীদ হয়, তবে তার স্থলে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব সেনাপতি হবে। যদি সে শহীদ হয়, তাহ'লে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবে।[১৯] মৃত্যুর কথা জেনেও ছাহাবায়ে কেরাম কেবল শাহাদাত লাভের উদগ্র বাসানায় যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন।

৫. মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী মুসলিম ব্যক্তি : রাসূল (ছাঃ) বলেন, –اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ 'প্লেগে মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক মুসলমান শাহাদাতের মর্যাদা পাবে'।[২০] আয়েশা (রাঃ) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীদের পরকালীন অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِى بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ– 'এটি হ'ল শাস্তি। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা করেন, তা প্রেরণ করেন। কিন্তু আল্লাহ মুমিনদের জন্য তাকে রহমত স্বরূপ গণ্য করেছেন। যে কোন ব্যক্তি প্লেগে (মহামারী) আক্রান্ত অঞ্চলে থাকলে ছওয়াবের নিয়তে সেখানেই অবস্থান করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত তার উপর অন্য কিছুই পতিত হবে না, তবে তার জন্য শহীদের অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে'।[২১]

৬. আগুনে পুড়ে, পিষ্ট হয়ে এবং সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুবরণকারী : রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ– 'যে ব্যক্তি পুড়ে মারা যায়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি কোন কিছু চাপা পড়ে পিষ্ট হয়ে মারা যায়, সে শহীদ এবং প্রসবকালীন কষ্টে প্রসূতী মৃত নারী শহীদ'।[২২] তিনি আরো বলেন, –وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ شَهَادَةٌ 'যে নারী সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে'।[২৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ– 'সন্তান ভূমিষ্টকালে মৃত্যুবরণকারিণী মাতাকে তার বাচ্চাটি নাভিস্থিত নাড়ীতে টেনে টেনে জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাবে'।[২৪]

১৯. *বুখারী হা/৪২৬১।*
২০. *বুখারী হা/২৮৩০, ৫৭৩২; মুসলিম হা/১৯১৬; মিশকাত হা/১৫৪৫।*
২১. *বুখারী হা/৩৪৭৪; মিশকাত হা/১৫৪৭।*
২২. *আবুদাঊদ হা/৩১১১; মিশকাত হা/১৫৬১; ছহীহুত তারগীব হা/১৩৯৮।*
২৩. *আহমাদ হা/২২৮০৮, ১৭৮৩০, ২২৭৬৩, সনদ ছহীহ; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৩৯ পৃ.।*
২৪. *আহমাদ হা/১৬০৪১; ছহীহুত তারগীব হা/১৩৯৬।*

৭. দ্বীন, সম্পদ, জীবন ও স্বজন রক্ষায় নিহত ব্যক্তি : সমাজে অহরহ ঘটছে খুনাখুনি। প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে এ রকম চিত্র দেখা যায়। এগুলির মধ্যে দ্বীন, সম্পদ, জীবন ও স্বজন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি শাহাদতের মর্যাদায় বিভূষিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ–

'যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন রক্ষার্থে নিহত হয়, সেও শহীদ'।[২৫]

৮. আল্লাহ্র পথে সর্বদা প্রস্তুত দায়িত্বশীলগণ : আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَّاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ–

'আল্লাহ্র রাস্তায় এক দিন ও এক রাতের সীমান্ত পাহারা দেওয়া, একমাস ছিয়াম পালন এবং ইবাদতে রাত্রি জাগরণের চাইতেও উত্তম। আর যদি এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার আমলের ছওয়াব প্রবহমান থাকবে এবং তার জন্য শহীদী রিযিক জারী করা হবে। আর সে ব্যক্তি পরকালীন যাবতীয় বালা-মুছীবত হ'তে নিরাপদে থাকবে'।[২৬]

৯. সৎকর্মের উপর সুদৃঢ় থেকে মৃত্যুবরণকারী : রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَلَّى صَلاَةً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ–

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র চেহারা কামনায় *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলবে এবং এ আমলই তার সর্বশেষ আমল হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কামনায় ছালাত, ছিয়াম এবং দান-ছাদাক্বা করবে এবং এ আমলগুলিই তার

২৫. *তিরমিযী হা/১৪২১; নাসাঈ হা/৪০৯৫; আহমাদ হা/১৬৫২; ছহীহুত তারগীব হা/১৪১১।*
২৬. *মুসলিম হা/১৯১৩; ছহীহুত তারগীব হা/১২১৭।*

সর্বশেষ কর্ম হবে, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২৭] তিনি আরো বলেন, –مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ 'কোন ব্যক্তি যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাকে সে অবস্থায়ই পুনরুত্থিত করবেন'।[২৮] অর্থাৎ যাবতীয় সৎকর্মের উপর সুদৃঢ় থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীগণ শাহাদতের সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন।

১০. মৃত্যুকালীন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতর হওয়া :

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভূত হ'লে ফাতেমা (রাঃ) বলেন, !وَاكَرْبَ أَبَاهُ 'হায় আব্বা, কি ভীষণ যন্ত্রণা'! তখন তিনি বলেন, لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، 'আজকের দিনের (মৃত্যুর) পর তোমার আব্বার আর কোনই যন্ত্রণা থাকবে না'।[২৯]

অনুরূপভাবে বেলাল (রাঃ) মৃত্যুকালীন যন্ত্রণায় ছটফট করলে তাঁর স্ত্রী বেদনাবিধূর হয়ে বললেন, !وَابِلاَلاَهُ وَاحَزَنَاهُ 'হায় বেলাল! কি দুঃসহ যন্ত্রণা!' অতঃপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে স্বীয় স্ত্রীকে এমন এক কথা বললেন, যাতে মৃত্যু যন্ত্রণার সাথে মাধুর্যও মিশানো ছিল। তিনি বলেন, !وَافَرْحَاهُ 'আহা কি আনন্দ!' কেননা মৃত্যু হয়ে গেলেই রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের রাস্তা খোলাছা হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, –غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ 'এইতো আমাগীকালই প্রিয়তম রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব'।[৩০]

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বলেন, مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ مَرْحَبًا، زَائِرٌ مُغِبٌّ، حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ، 'সু-স্বাগতম হে মৃত্যু, তোমাকে অভিনন্দন! দেরীতে আগত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় আগমনকারী অন্তরঙ্গ বন্ধু হে!'[৩১]

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের মৃত্যুর সময় তিনি বললেন, তোমরা সবাই আমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাও। সবাই বেরিয়ে কক্ষের দরজায় বসল। অতঃপর ফেরেশতাগণের উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে বলতে শুনল যে, مَرْحَبًا بِهَذِهِ الْوُجُوهِ لَيْسَتْ بِوُجُوهِ إِنْسٍ وَلاَ جَانٍّ، 'এই যে উজ্জ্বল চেহারাগুলি, যেখানে কোন মানুষ বা জিনের চেহারা নেই; অভিনন্দন তোমাদের!' অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ– তেলাওয়াত করলেন, 'আখেরাতের এই (জান্নাতী) গৃহ আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না এবং বিশৃংখলা কামনা করে না। আর শুভ পরিণাম হ'ল মুত্তাক্বীদের জন্য' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*। فَوَجَدُوهُ قَدْ قُبِضَ وَغُمِّضَ وَسُوِّيَ– 'অতঃপর উপস্থিত লোকজন তাঁকে মৃত দেখতে পেলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর চোখ মুদিত ছিল এবং সোজা করে ক্বিবলামুখী করে শোয়ানো হয়েছিল'।[৩২] উপরোক্ত মৃত্যুকালীন প্রচণ্ড যন্ত্রণাকাতর হওয়ার বিশেষ নিদর্শনগুলি উত্তম মৃত্যুর প্রমাণ বহন করে।

১১. হজ্জের সফরে মৃত্যুবরণ করা : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আরাফার ময়দানে উকূফ করা অবস্থায় হঠাৎ তার বাহন উটনী হ'তে আছড়ে পড়ল। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল এবং সে মারা গেল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, اَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا– 'পানিতে বরই পাতা মিশিয়ে তাকে গোসল দাও এবং দু'টি কাপড়ে তার কাফন পরিধান করাও। তবে তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মস্তক আবৃত করবে না। কেননা সে ক্বিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে'।[৩৩]

১২. মৃত্যুর সময় কালেমা শাহাদতের স্বীকৃতি :

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমা স্মরণ করানো উচিৎ। আর প্রকৃত মুমিনগণ মৃত্যুর সময় কালেমা উচ্চারণ করতে পারবে এবং এটা মহা সৌভাগ্যেরও বিষয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ– 'যার শেষ বাক্য হবে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,* সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩৪] সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, –لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* স্মরণ করাও'।[৩৫] মুমূর্ষু ব্যক্তির আশেপাশের লোকেরা সরবে বারবার *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলতে থাকবে। তবে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমা উচ্চারণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা কিংবা বারবার তাকে পীড়াপীড়ি করা অনুচিত। কেননা তার মুখ থেকে অযাচিত ও বেফাঁস মন্তব্য উচ্চারিত হয়ে যেতে পারে।

নিকৃষ্ট মৃত্যু : যে ব্যক্তি মন্দকর্মে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তওবা করার সুযোগ না পায়, তাকে আমরা

২৭. আহমাদ হা/২৩৩৭২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৩৯১৯, ১১৯৩৫; আহকামুল জানায়েয ১/৪৩ পৃ.; ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৫।

২৮. হাকেম হা/৭৮৭২; আহমাদ হা/১৪৪১৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৪৩।

২৯. বুখারী হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৫৯৬১।

৩০. শারহুয যুরক্বানী 'আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিইয়া ১/৪৯৯; ক্বাযী ইয়ায, আশ-শিফা ২/৫৮ পৃ.।

৩১. আবু নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/২৩৯; ইবনু আব্দিল বার্র, জামিউল বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহ ১/২২৬।

৩২. জামালুদ্দীন ইবনুল জাওযী, আছ-ছাবাতু 'ইনদাল মামাত, ১৫০ পৃ.।

৩৩. বুখারী হা/১৮৫১; মুসলিম হা/১২০৬; মিশকাত হা/১৬৩৭।

৩৪. আবুদাঊদ হা/৩১১৬; মিশকাত হা/১৬২১; ছহীহুল জামে' হা/৫১৫০।

৩৫. মুসলিম হা/৯১৬-৯১৭; মিশকাত হা/১৬১৬।

নিকৃষ্ট মৃত্যু বলতে পারি। মুজাহিদের বরাতে আল্লামা যাহাবী উল্লেখ করেন যে, জনৈক ব্যক্তি দাবা খেলায় আসক্ত ছিল এবং দাবাড়ুদের সাথেই তার উঠাবসা হ'ত। একদা সে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হ'লে তাকে বলা হ'ল তুমি বল, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*। কিন্তু সে বলল, شَاهَكَ 'তোমার দাবার গুটি'। তার মুখ দিয়ে সেটাই বেরিয়ে গেল, যার সাথে সে নিমগ্ন থাকত। অতঃপর লোকটি মৃত্যুবরণ করল। সে কালেমায়ে তাওহীদের পরিবর্তে শয়তানী বাক্য উচ্চারণ করল।[৩৬]

অনুরূপভাবে মাদকসেবী জনৈক লোকের মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হ'লে একজন ব্যক্তি তাকে কালেমা শাহাদতের তালক্বীন দিল। সে বলল, اِشْرَبْ وَاسْقِنِي 'তুমি মদ্যপান কর এবং আমাকেও মদ পরিবেশন কর'। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করল।[৩৭]

সুপ্রিয় পাঠক, এর চাইতে নিকৃষ্ট অবস্থায় অপমানজনক মৃত্যু আর কি হ'তে পারে! আল্লাহ্র ক্রোধ ও নাফরমানীর উপর মৃত্যুবরণের চাইতে দুর্ভাগ্য এবং পথভ্রষ্টতা আর কিছু আছে কি?

এ ধরনের নিকৃষ্ট অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের পরিণতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ فَمَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ فُلاَنٌ فَيُقَالُ لاَ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ارْجِعِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهَا لاَ تفتح لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ– 'বদকার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ বলেন, বের হয়ে আস হে নিকৃষ্ট আত্মা! যা নিকৃষ্ট দেহে ছিলে। তিরস্কৃত অবস্থায় বের হয়ে আস এবং দুঃসংবাদ গ্রহণ কর ফুটন্ত গরম পানি ও দুর্গন্ধযুক্ত পানির, আরও অনুরূপ নিকৃষ্ট জিনিসের। তাকে এরূপ বলা হ'তে থাকবে যতক্ষণ না তার প্রাণ বের হয়ে আসে। অতঃপর তাকে আকাশের দিকে উঠানো হয় এবং তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দিতে বলা হয়। তখন জিজ্ঞেস করা হয়, এটা কে? বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, এ নিকৃষ্ট আত্মার জন্য কোন শুভেচ্ছা নেই। যা নিকৃষ্ট দেহে ছিল। ফিরে যাও লাঞ্ছনা ও তিরস্কারের সাথে! কেননা তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। সুতরাং তাকে আকাশ হ'তে নীচে পাঠানো হয়। অতঃপর সে কবরের দিকে ফিরে যায়'।[৩৮]

আল্লাহ বলেন, يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ– 'আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে এবং যালেমদের পথভ্রষ্ট করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যা চান তাই করেন' *(ইব্রাহীম ১৪/২৭)*।

উত্তম মৃত্যুর জন্য করণীয়

১. আল্লাহ্র বিধানের নিকট সর্বদা প্রণত হওয়া : মুমিনকে সদা-সর্বদা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান থাকতে হবে। ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় ধৈর্য ও ত্যাগের বাস্তব নমুনা হ'তে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে এবং জান্নাতের অতুলনীয় পুরস্কার লাভের আশায় সদা কর্মচঞ্চল থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের সবকিছুই জানেন, তার সকল কথা শুনেন ও সকল কাজ দেখেন। এই ঈমানী দৃঢ়তা সর্বদা সজাগ রাখতে হবে।[৩৯] প্রগতির নামে জাহেলিয়াত এবং ধর্মের নামে শিরক-বিদ'আতের নাগপাশ থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ইউসুফ (আঃ)-এর দো'আটি প্রণিধানযোগ্য।- رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ– 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছ এবং আমাকে স্বপ্ন সমূহের ব্যাখ্যাদানের শিক্ষা প্রদান করেছ। হে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার একমাত্র অভিভাবক। তুমি আমাকে 'মুসলিম' হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(ইউসুফ ১২/১০১)*। কারণ দুনিয়ায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কৃত সৎকর্মের বিনিময় মুমিনগণ উত্তমরূপে পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ؟ 'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার বৈ অন্য কিছু হ'তে পারে কি?' *(আর-রহমান ৫৫/৬০)*।

২. আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ– 'তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্র উপর সুধারণা পোষণ করা ব্যতীত কোনভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত না হয়'।[৪০] তিনি বলেন, আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلأٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ

---

৩৬. *শামসুদ্দীন যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের, ৯১ পৃ.।*
৩৭. *তদেব।*
৩৮. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬২৭; ছহীহুল জামে' হা/১৯৬৮।*
৩৯. *বাক্বারাহ ২/২৮৫; ত্বোয়াহা ২০/৪৬।*
৪০. *মুসলিম হা/২৮৭৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৩৬।*

الْأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً– 'আমি আমার বান্দার নিকটে তার ধারণার অনুরূপ। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে, আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম বৈঠকে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হ'লে, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর সে এক হাত আমার নিকটে আসলে আমি তার এক বাহু নিকটবর্তী হই। আর সে আমার নিকটে হেঁটে আসলে, আমি তার নিকটে দৌড়ে যাই এবং সে আমার নিকটে শিরক বিমুক্ত অবস্থায় পৃথিবীপূর্ণ গুনাহ নিয়ে আসলে, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করব সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে'।[৪১]

৩. প্রকৃত আল্লাহভীতি অর্জন করা : আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا– 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কর্ম সহজ করে দেন' *(তালাক ৬৫/৪)*। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوآ إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ– 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার পথ বের করে দিবেন এবং এর ফলে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হ'লেন মহা অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ৮/২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,– أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ اَلْجَنَّةَ تَقْوى اللهِ وَحُسْنُ اَلْخُلُقِ 'যে দু'টি কারণে মানুষ সর্বাধিক জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা হ'ল আল্লাহভীতি ও সুন্দর চরিত্র'।[৪২]

৪. সর্বদা আমলে ছালেহ সম্পাদন করা : আল্লাহ বলেন, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَآ أُولِي الْأَلْبَابِ– 'তোমরা যেসব সৎকর্ম কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন। আর তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করো। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ'ল আল্লাহভীতি। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ، 'সৎকর্মসমূহ সম্পাদন, মন্দের করে অপনোদন'।[৪৩] তিনি বলেন,– أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ 'আল্লাহ্‌র নিকটে অধিক পসন্দনীয় আমল হচ্ছে, যা নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়'।[৪৪] তিনি আরও বলেন, بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا، 'ফিৎনাসমূহ উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা দ্রুত নেক আমল সম্পাদন কর'।[৪৫]

৫. অধিকহারে দো'আ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ– 'তোমাদের কেউ যখন তাশাহহুদের শেষ বৈঠকের দো'আসমূহ সমাপ্ত করে, সে যেন আল্লাহ্‌র নিকট ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। জাহান্নামের আযাব হ'তে, কবরের আযাব হ'তে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হ'তে এবং দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে'।[৪৬]

আল্লাহ্‌র শিখানো দো'আটি অধিকহারে পাঠ করা। যেখানে তিনি বলেন, رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়সমূহকে বক্র করে দিয়ো না। আর তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ হ'তে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বাধিক দানকারী' *(আলে ইমরান ৩/৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ، اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ– 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো'। 'হে অন্তরসমূহের রূপান্তরকারী! তোমার আনুগত্যের দিকে আমাদের অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দাও'।[৪৭]

৬. সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া : আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، 'তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁর চেহারা কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু'চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়' *(কাহফ ১৮/২৮)*। আল্লাহ আরো বলেন, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ– 'হে আমাদের প্রতিপালক!

---

৪১. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২২৬৪-২২৬৫।
৪২. তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬; মিশকাত হা/৪৮৩২; ছহীহাহ হা/৯৭৭।
৪৩. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬০৮৬; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮০১৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৪৬৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৯৫।
৪৪. মুসলিম হা/৭৮৩; বুখারী হা/৬৪৬৫; মিশকাত হা/১২৪২।
৪৫. মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩।
৪৬. মুসলিম হা/৫৮৮; মিশকাত হা/৯৪০।
৪৭. তিরমিযী হা/২১৪০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১০২; মুসলিম হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/৮৯।

আমাদেরকে ধৈর্য দাও এবং আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান কর' *(আ'রাফ ৭/১২৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মার্জনা কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে শামিল করে মৃত্যুদান কর' *(আলে ইমরান ৩/১৯৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، 'তোমরা সত্যবাদিতাকে আবশ্যক করে নাও। কেননা সত্যবাদিতা সৎকর্মের দিকে পথ প্রদর্শন করে, আর সৎকর্ম জান্নাতের পথনির্দেশ করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলা এবং সত্য সন্ধান করতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ্র নিকট ঐ ব্যক্তি মহা সত্যবাদী হিসাবে পরিগণিত হয়'।[৪৮]

৭. মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করা এবং দুনিয়াবী উচ্চাকাঙ্খা পরিহার করা : আল্লাহ বলেন, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ– لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ– 'অবশেষে যখন তাদের কারু কাছে মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! দুনিয়াতে আমাকে পুনরায় ফেরত পাঠান। যাতে আমি সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়। এটা তো তার একটি উপকথা মাত্র যা সে বলে। বরং তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، 'যে ব্যক্তি কবর যিয়ারত করতে চায়, সে তা করতে পারে। কেননা তা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়'।[৪৯] তিনি আরো বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ– 'তোমরা স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ কর'।[৫০]

তিনি আরও বলেন, مَوْتُ الْفُجَاءَةِ أَخْذَةُ الْأَسَفِ– 'আকস্মিক মৃত্যু পরিতাপের কারণ'।[৫১] কেননা এতে কাফির আকস্মিকভাবে ধরাশায়ী হয় এবং মুমিন পাপ থেকে মুক্ত হয়ে চিরশান্তির অনাবিল জান্নাতের প্রতি ধাবিত হয়।[৫২] আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আনছারদের জনৈক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন মুমিন সবচেয়ে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ– 'মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সুন্দরতম প্রস্তুতি গ্রহণকারী। মূলতঃ তারাই হ'ল সর্বাধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি'।[৫৩]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দেহের একাংশে তাঁর হাত রেখে বললেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِى أَهْلِ الْقُبُورِ– 'আগন্তুক অথবা পথযাত্রীর ন্যায় তুমি দুনিয়াতে বসবাস কর এবং নিজেকে সর্বদা কবরবাসীদের মধ্যে গণ্য কর'।[৫৪]

৮. অধিকহারে তওবা করা : আল্লাহ বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেন তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকটে তওবা কর একনিষ্ঠ তওবা' *(তাহরীম ৬৬/৮)*। তিনি বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ– 'আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে' *(আনফাল ৮/৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ– 'আল্লাহ কবুল করেন বান্দার তওবা, যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন গর্গরা শব্দ শুরু হয়'।[৫৫]

উপসংহার : সম্মানিত দ্বীনী ভাই, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকলে তা পরিহার করতঃ তওবায়ে নাছূহা সম্পন্ন করুন! মনে মনে সর্বদা আল্লাহ্র যিকিরে স্বীয় জিহ্বাকে আপ্লুত রাখুন! যেখানেই আপনি থাকুন না কেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করুন! আর মৃত্যু যেহেতু অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, সেহেতু শহীদী মৃত্যুর প্রত্যাশা বুকে লালন করুন। দুনিয়া থেকেই যেন পাপ-পঙ্কিলতা হ'তে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করা যায়, নিরন্তর সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। মহান আল্লাহ আমাদের মৃত্যুকালে কালেমা শাহাদাতের সাথে উত্তম পন্থায় মৃত্যুবরণকারীগণের কাতারে শামিল করুন, আমীন!

৪৮. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।
৪৯. নাসাঈ হা/৫৬৫১, ৪৪৩০; তিরমিযী হা/১০৫৪; ইরওয়া হা/৭৭২।
৫০. মুসলিম হা/৫৮৮; মিশকাত হা/৯৪০।
৫১. আহমাদ হা/১৭৯২৪-২৫; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২০০৫; মিশকাত হা/১৬১১; ছহীহাহ হা/২২৯২-এর আলোচনা।
৫২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২০০৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/৬৭৮১।
৫৩. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪।
৫৪. বুখারী হা/৬৪১৬; তিরমিযী হা/২৩৩৩; মিশকাত হা/৫২৭৪।
৫৫. তিরমিযী হা/৩৫৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৩; মিশকাত হা/২৩৪৩।

চন্দ্র দিয়ে মাস এবং সূর্য দিয়ে দিন গণনা : মহান আল্লাহ্‌র এক অনন্য বিধান

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

আল্লাহ বলেন, فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، ‘তিনি প্রভাতরশ্মির উন্মেষকারী। তিনি রাত্রিকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরূপক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। এটি হ’ল মহাপরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী (আল্লাহ্‌র) নির্ধারণ’ *(আন‘আম ৬/৯৬)*।

আমরা দুই ধরনের সময়ের ব্যবহার করি। এক. সৌর সময়, ২. চন্দ্র সময়। উভয়েরই ১২টি করে মাস বিদ্যমান রয়েছে। এখন প্রশ্ন হ’ল- আল্লাহ তা‘আলা কেন দু’টি সময় নির্ধারণ করলেন? সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা কিভাবে সময় নির্ণয় করা হয়? আমরা যদি ইসলামের বিধানের দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখব যে, আল্লাহ তা‘আলা দৈনন্দিন ইবাদতগুলোকে সম্পর্কিত করেছেন সূর্যের সাথে এবং বাৎসরিক ইবাদতসমূহকে সম্পর্কিত করেছেন চন্দ্রের সাথে। আমরা আল্লাহ তা‘আলার এই সময় নির্ধারণ হ’তে বুঝতে পারি যে, তিনি সূর্যকে পূর্ণদিন হিসাব করার জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং চন্দ্রকে পূর্ণ মাস এবং বছর হিসাব করার জন্য নির্ধারণ করেছেন। আমরা আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে কয়টা বাজে তা বুঝতে পারি এবং রাতের বেলা আকাশে চন্দ্রের আকার দেখে বুঝতে পারি আজ মাসের কত তারিখ।

কেন বারো মাসে এক বছর হিসাব করা হয়?

আল্লাহ বলেন, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، ‘নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ্‌র বিধানে মাসসমূহের গণনা হ’ল বারোটি। যার মধ্যে চারটি মাস হ’ল ‘হারাম’ (মহা সম্মানিত)। এটিই হ’ল প্রতিষ্ঠিত বিধান’ *(তওবা ৯/৩৬)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টির শুরু হ’তে মাস হ’ল বারটি। আমরা বিজ্ঞানীদের গবেষণা হ’তে জানতে পারি যে, যখন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসে তখন চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ১২বার প্রদক্ষিণ করে।

এখন প্রশ্ন হ’ল মাস এবং বছর গণনার জন্য কোন্‌টি বৈজ্ঞানিকভাবে বেশী উপযোগী? দিনের হিসাব করার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রদত্ত তথ্য এবং ইসলামের নিয়ম একই। এখন আমরা দেখব বছর গণনার জন্য কোন্‌টি উপযোগী? পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট সময় লাগে। মূলতঃ চন্দ্র ১২ মাসের উপর ভিত্তি করে সৌর ক্যালেন্ডারে ১২টি মাস নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি মাস ৩১ বা ৩০দিন নির্ধারণ করা হয় ফেব্রুয়ারী ছাড়া। পৃথিবীর আবর্তনকালের সাথে বছর গণনা ঠিক রাখার জন্য ফেব্রুয়ারী ২৮ দিনে মাস নির্ধারণ করা হয় এবং চার বছর অন্তর অন্তর লিপইয়ার বা ২৯ দিনে ফেব্রুয়ারী মাস গণনা করা হয়। এই ক্যালেন্ডারকে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারও বলা হয়।[১] অর্থাৎ সূর্য দিয়ে দিন হিসাব করা প্রাকৃতিক হ’লেও মাস বা বছরের হিসাব প্রাকৃতিক নয়। অর্থাৎ সূর্যের মধ্যে এমন কোন আলামত নেই যার দ্বারা মাস গণনা করা যায়। সৃষ্টিগতভাবে সূর্যের মধ্যে কেবল দিন হিসাব করার আলামত বিদ্যমান আছে। সূর্যের সাহায্যে মাস হিসাব করার যে নিয়ম চালু আছে তা পৃথিবীর মানুষদের নিজেদের তৈরী করা।

অপরদিকে চন্দ্র দ্বারা যে মাস হিসাব করা হয় তাহ’ল প্রাকৃতিক। কারণ চাঁদের আকার মাসের ১ তারিখ হ’তে ২৯ বা ৩০ তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ আমরা আকাশে চাঁদের আকার দেখে বলে দিতে পারি যে, আজ মাসের কত তারিখ। যেহেতু পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে একবার আবর্তনের সময় চন্দ্র নিজ অক্ষের উপর ১২ বার আবর্তন করে তাই চন্দ্র মাস হ’ল বারটি। পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের একবার আবর্তন করতে ২৭.৩ দিন সময় লাগে। কিন্তু একটি নতুন চাঁদ হ’তে অপর নতুন চাঁদ দেখা পর্যন্ত ২৯ বা ৩০ দিন সময় লাগে। সৃষ্টির শুরু হ’তে চন্দ্র হ’ল মাস নির্ধারক এবং সূর্য হ’ল দিন নির্ধারক। আল্লাহ তা‘আলা এভাবেই সূর্য এবং চন্দ্রকে সময় নির্ধারক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আমরা পদ্ধতি আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত সময় গণনার পদ্ধতি বাদ দিয়ে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর উপসানা করার জন্য নির্ধারিত সৌর-বছরকে মাস গণনার জন্য নির্ধারন করে নিয়েছি।

সূর্যের রয়েছে নিজস্ব আলো এবং চাঁদের প্রতিফলিত আলো :

আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে করেছেন কিরণময় ও চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতির্ময় এবং এর গতির জন্য নির্ধারণ করেছেন কক্ষ সমূহ। যাতে তোমরা বছরের গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য’ *(ইউনুস ১০/৫)*।

তিনি আরো বলেন, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ‘আর সেগুলির মধ্যে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন জ্যোতি রূপে ও সূর্যকে প্রদীপ রূপে’ *(নূহ ৭১/১৬)*।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০-এ গ্রীক দার্শনিক এনাক্সাগোরাস দাবী করেন যে, চাঁদের কোন নিজস্ব আলো নেই এবং তিনি আরো দাবী করেন যে, চাঁদের আলো হ’ল সূর্যের প্রতিফলিত আলো। যেহেতু তিনি কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেননি তাই এর দাবী তখন গৃহীত হয়নি। অপরদিকে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে

১. *Solar Calendar, Encyclopedia Britannica.*

যে, 'ঈশ্বর দুই ধরনের আলো সৃষ্টি করেছেন একটি দিনের বেলা কার্যরত থাকে, অন্যটি রাতের বেলা'।[২] অর্থাৎ বাইবেল সূর্য এবং চন্দ্রকে দু'টি ভিন্ন আলো বলে উল্লেখ করেছে।

অপরদিকে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সূর্য হ'ল ضِيَاءً (এমন বস্তু, যা আলো উতপন্ন করে)। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে سِرَاجًا অর্থ প্রদীপ অর্থাৎ যা আলো তৈরী করে। আর চাঁদ হ'ল نُوْرًا (এমন বস্তু, যাকে আলোকিত করা হয়েছে)। কোন বস্তুকে আলোকময় তখনই বলা হয় যখন এর উপর আলো এসে পড়ে। তাই চাঁদকে আলোকময় এ কারণেই বলা হয় যে, চাঁদের উপর সূর্য হ'তে আলো এসে পড়ে।

চাঁদ ও সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান :

আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ কক্ষ পথে) সন্তরণশীল' *(আম্বিয়া ২১/৩৩)*।

১৬১২ সালে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এক গবেষণায় বলেন যে, সূর্য তার নিজস্ব অক্ষে আবর্তনরত।[৩] অর্থাৎ আল-কুরআনে সূর্য এবং চাঁদের নিজ কক্ষে আবর্তন সম্পর্কে আয়াত নাযিল হওয়ার বহু পরে বিজ্ঞানীরা এই তথ্য জানতে পেরেছেন।

সূর্য হ'ল ছায়া সম্প্রসারক :

আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، 'তুমি কি তোমার প্রতিপালককে দেখনা কিভাবে তিনি ছায়াকে প্রসারিত করেন? তিনি চাইলে এটাকে স্থির রাখতে পারতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে করেছি এর প্রমাণ স্বরূপ' *(ফুরক্বান ২৫/৪৫)*।

ছায়া হ'ল মূলতঃ কোন বস্তু যতটুকু আলোকে যেতে বাধা দেয় ততটুকু অংশের অন্ধকার অঞ্চল। বস্তু যত বেশী আলোকে বাধা দিবে ছায়া তত দীর্ঘ হবে। আমরা রাতের বেলা আকাশে যে অন্ধকার দেখতে পাই তা মূলতঃ পৃথিবীর ছায়া। সূর্য যত আমাদের মাথার উপরে উঠবে আমাদের শরীর আলোকে তত কম বাধা দিবে ফলে ছায়ার দৈর্ঘ্য তত ছোট হবে। সূর্য মাথার উপর থেকে যত দূরে সরে যাবে ছায়া তত দীর্ঘ হবে।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের ধারণা :

আল্লাহ বলেন, لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، 'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাত্রির পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। বরং প্রতিটিই স্ব স্ব কক্ষপথে সন্তরণ করে' *(ইয়াসীন ৩৬/৪০)*।

২. *বাইবেল, জেনেসিস, ১:১৬।*
৩. *'Discoveries and Opinions of Galileo',Doubleday, 1957.*

উক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, সূর্যের পক্ষে চাঁদকে কখনো ধরে ফেলা বা গ্রাস করে ফেলা সম্ভব নয়। আল-কুরআনের এই আয়াত হ'তে নিউটনের মহাকর্ষ বলের সূত্রের ধারণা পাওয়া যায়। ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত উক্ত সূত্রে বলা হয়ঃ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই বল বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল বস্তুদ্বয়ের সংযোগ সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।[৪] সূর্যের ভর পৃথিবীর তুলনায় বহুগুণ বেশী কিন্তু পৃথিবী হ'তে চাঁদের দূরত্বের তুলনায় সূর্য হ'তে চাঁদের দূরত্ব অনেক বেশী হওয়াতে চাঁদের উপর সূর্যের আকর্ষণ বলের তুলনায় পৃথিবীর আকর্ষণ বল বেশী হয়। তাই সূর্য চাঁদকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে টেনে নিতে পারে না। এই কারণেই সূর্য কখনো চাঁদের নাগাল পাবে না বা গ্রাস করতে পারবে না।

সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় ছালাত নিষিদ্ধ হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ :

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، 'তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করো না'।[৫]

প্রশ্ন- হ'ল সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত আদায় করা কেন নিষিদ্ধ করা হ'ল? আমরা এর বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি যে, সূর্যালোকে এবং অন্ধকারে মানুষের মস্তিষ্কে দুই ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয়। সূর্যালোকে সেরেটোনিন নামক হরমোন যা মানুষের মেজায গঠন, ব্যক্তিকে শান্ত এবং কোন কিছুতে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করে। অপরদিকে অন্ধকারে মেলাটোনিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা ঘুমে সাহায্য করে।[৬] সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের ডিস্ক একেবারে ভূমির সমান্তরালে থাকে। সূর্যের কিরণও ভূমির সমান্তরালে থাকে এবং ঐ সময় সূর্যের কিরণ অপর্যাপ্ত থাকে। ঐ সময় যখন ছালাত আদায় করা হয় তখন রুকূ এবং সিজদাহ করার সময় সূর্যের কিরণ সরাসরি মানুষের মস্তিষ্কে গিয়ে পড়ে। এর ফলে সেরেটোনিন নামক হরমোন উৎপন্ন হয়, কিন্তু অপর্যাপ্ত আলোর কারণে সেরেটোনিনের মাত্রা কম থাকে যা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সেরেটোনিনের মাত্রা কম হ'লে মানসিক বিষণ্ণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে হতাশা, দুর্বলতা এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়।

অতএব আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই জানেন তাঁর বান্দাদের জন্য কোন সময়টা ইবাদত করার জন্য উপযোগী। তাই তিনি সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের সময় ছালাত নিষিদ্ধ করেছেন।

৪. *উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান, ১ম পত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।*
৫. *বুখারী হা/৫৮২।*
৬. *Timothy J. Legg, PhD, PsyD By Rachel Nall, MSN, CRNA Updated on April 1, 2019.*

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩

নীতিমালা

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে **১১** বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ **১১** বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

*** আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

❒ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা, তাকাছুর, আছর, মা'ঊন, ইখলাছ ও আলাক্ব ১-৮ আয়াত।

২. অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ : বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

*** আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

❒ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ছফ সম্পূর্ণ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)।*

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

২. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে **১ম, ২য় ও ৩য়** স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। বিশেষ করে যেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে তিনজনের অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৭. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৯. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

যোগাযোগ : সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবা : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭২৬-৩২৫০২৯; ০১৭৫৩-

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, إِنَّ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ قَلَّ حَسَدُهُ وَبَغْيُهُ، 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তার হিংসা ও পাপ কমে যায়'।[১]

২. আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, لا يحقرن أحد أحداً من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير، 'তোমাদের কেউ যেন অপর কোন মুসলিমকে তুচ্ছ মনে না করে। কেননা (মানুষের দৃষ্টিতে) তুচ্ছ বিবেচিত মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে অনেক বড় মর্যাদাবান হ'তে পারে'।[২]

৩. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لا يَجْتَمِعُ الإخلاصُ في القلبِ وَمَحَبَّةُ الْمدحِ والثَّناءِ والطَّمَعِ فِيمَا عِنْدَ الناسِ إلا كَمَا يَجْتَمِع الْماءُ والنارُ والضبُّ والحوتُ، فإذا حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ بطلَبِ الإخلاصِ فَأَقْبِلْ عَلى الطَّمَعِ أَولاً فَاذْبَحْهُ بسِكِينِ اليأسِ، واقبلْ على الْمدَحِ والثناءِ فازْهَدْ فِيهِمَا زُهْدَ عُشَّاقِ الدُّنْيَا فِي الآخرةِ، فإذا استقامَ لك ذَبحُ الطَّمعِ والزهدُ في الثناءِ والمدحِ سَهُلَ عَلَيْكَ الإخْلاصُ- 'ইখলাছ এবং মানুষের প্রশংসা লাভ ও কিছু পাওয়ার লোভ কখনো কারো হৃদয়ে একসাথে থাকতে পারে না, যেমনভাবে আগুন ও পানি, গুইসাপ ও মাছ এক জায়গায় থাকতে পারে না। যদি তোমার নফস ইখলাছ অর্জন করতে চায়, তবে লোভহীনতার ছুরি দিয়ে লোভ-লালসাকে যবেহ করে ফেল। অতঃপর মানুষের কাছে প্রশংসিত হওয়ার বাসনার প্রতি মনোনিবেশ কর। তারপর দুনিয়াদাররা যেভাবে পরকাল থেকে বিমুখ হয়, তুমিও প্রশংসা ও স্তুতি পাওয়ার লোভ থেকে বিমুখ হয়ে যাও। যখন তুমি লোভ-লালসাকে যবেহ করে প্রশংসা পাওয়ার বাসনা থেকে বিমুখ হ'তে পারবে, তখন তোমার জন্য ইখলাছ অর্জন করা সহজ হয়ে যাবে'।[৩]

৪. ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) বলেন, كَانَتْ مَجَالِسُ أَحْمَدَ مَجَالِسَ الْآخِرَةِ، لَا يُذْكَرُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ أَمرِ الدُّنْيَا، مَا رَأَيْتُهُ ذَكَرَ الدُّنْيَا قَطُّ، 'আহমাদ বিন হাম্বলের মজলিস সমূহ ছিল আখেরাতের মজলিস। তার মজলিসে দুনিয়াবী কোন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হ'ত না। আমি তাঁকে কখনো পার্থিব বিষয়ে আলোচনা করতে দেখিনি'।[৪]

৫. ইমাম আওযা'ঈ (রহঃ) বলেন, عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنْ سَلَفَ، وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلَ، 'তোমার জন্য অবশ্য কর্তব্য হ'ল সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, যদিও মানুষ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর মানুষের নিজস্ব মতামত তোমার কাছে যতই চটকদার মনে হোক না কেন, সেটা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধান থাকবে'।[৫]

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, العملُ بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يَملأُ جرابَهُ رملًا يُثْقِلُهُ ولا ينفعُهُ، 'ইখলাছ ও নবীর আনুগত্য বিহীন আমল হচ্ছে সেই মুসাফিরের মতো যে তার থলে বালু দিয়ে ভর্তি করে। আর সেই বালু তার থলে ভারী করলেও তার কোন উপকার করতে পারে না'।[৬]

৭. বিশর ইবনুল হারেছ (রহঃ) বলেন, لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بين الشهوات وبينك ضابطا من حديد، 'তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তোমার ও তোমার কামনা-বাসনার মাঝে লোহার শক্ত প্রাচীর তথা প্রতিবন্ধক দাঁড় করাবে'।[৭]

৮. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, مَنْ تَهَاوَنَ بِالْأَدَبِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ السُّنَنِ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ، 'যে ব্যক্তি আদব-আখলাককে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাকে সুন্নাত থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দেওয়া হয়। যে সুন্নাতকে উপেক্ষা করে চলে, তাকে ফরয ইবাদত পালন থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ফরয সম্পাদনে অমনোযোগী হয়, তাকে আল্লাহ্র পরিচয় লাভের তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দেওয়া হয়'।[৮]

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) তার সঙ্গীদের বলেন, أنتم أكثرُ صلاةً وصوماً وجهاداً من أصحاب محمد، وهم كانوا خيراً منكم، قالوا: كيف ذلك؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في الدنيا وأرغبَ منكم في الآخرة، 'তোমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের চেয়ে অধিক ছালাত, ছিয়াম ও জিহাদ করা সত্ত্বেও তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন। তারা বলল, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, '(এর কারণ হ'ল) তারা তোমাদের চেয়ে দুনিয়ার প্রতি অধিক নিরাসক্ত এবং আখেরাতের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন'।[৯]

---

১. আহমাদ বিন হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১১৭।
২. গাযালী, ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/৩৩৮।
৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ১৪৯।
৪. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/১৯৯।
৫. ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ঈয়াহ, ১/১০২।
৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/৬৬।
৭. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, ১০/১৯৫।
৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৪/৫৫৯।
৯. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৭/৩৭৫।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক-এর গোপন আমল

আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান (রহঃ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং মু'তামির ইবনু সোলাইমানের সাথে তারাসুসে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ মানুষের মাঝে যুদ্ধ যাত্রার রব উঠল। যুদ্ধের খবর পেয়ে মানুষ বের হতে লাগলো। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকও বেরিয়ে পড়লেন। রোমান ও মুসলিম বাহিনী প্রস্তুত। উভয়পক্ষ মুখোমুখি। যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী একজন রোমান সৈন্য এগিয়ে এসে মুসলিম সেনাদের মল্লযুদ্ধের প্রতি আহ্বান করল। জনৈক মুসলিম সৈনিক এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ শুরু হ'ল। শত্রুপক্ষের সৈন্যটি খুবই শক্তিশালী ছিল। সে মুসলিম সৈনিককে শহীদ করে ফেলল। এভাবে পর পর ছয়জনকে শহীদ করে ফেলল। ফলে স্বভাবতই তার দম্ভ ও অহমিকা অনেকগুণ বেড়ে গেল। সৈন্যদের দুই সারির মাঝে সে চক্কর দিতে থাকল আর যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে থাকল। কিন্তু মুসলিম সেনাদের মধ্যে আর কেউ তার সাথে মোকাবেলার সাহস করছিল না। ফলে কেউ এগিয়ে আসল না।

আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান বলেন, এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে ভাই, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহ'লে আমার অমুক অমুক কাজগুলো করে দিয়ো। এই কথা বলে তিনি ঘোড়া ছুটালেন। কাফির সৈন্যটির সাথে তুমুল মল্লযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধ চলার একপর্যায়ে রোমক সৈন্যটিকে তিনি হত্যা করে ফেললেন। এরপর পরবর্তী মল্লযুদ্ধের জন্য তিনি তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। ফলে ধারবাহিকভাবে মোট ছয়জন এগিয়ে এলো এবং তিনিও একের পর এক তাদেরকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর তিনি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতেই থাকলেন; কিন্তু কেউ-ই আর তার সাথে লড়াই করার সাহস পেল না। ইতিমধ্যে রোমকদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে তিনি তার ঘোড়া হাকালেন এবং কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরবর্তী সময়ে তার সাথে আমার দেখা হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, আমি জীবিত থাকতে এই ঘটনা যদি কাউকে বলো...'এতটুকু বলেই তিনি থেমে যান। (অর্থাৎ জীবদ্দশায় যুদ্ধের ময়দানে তার এই অসামান্য বীরত্বের ঘটনা তিনি কাউকে জানাতে চাননি। তাই ঘটনাটি বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ঘটনাটি তার জীবদ্দশায় প্রকাশ হয়ে পড়লে মানুষ তার প্রশংসা করবে, তাকে বীর বলবে। এজন্যই তিনি বিষয়টি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন) *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৮৩-৮৪)*।

ছাহাবায়ে কেরাম নেতৃত্বকে যেভাবে ভয় পেতেন

'আমের বিন সা'দ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর একটি ছাগলের পাল ছিল। একবার তার ছেলে ওমর তার নিকট আসলেন। তিনি দূর থেকে ছেলে দেখেই বললেন, আমি আল্লাহ্র নিকট এ অশ্বারোহীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর ছেলে পিতার কাছে এসে বলল, হে পিতা! আপনি এভাবে গ্রাম্য লোকদের মতো ছাগলের পাল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন! অথচ মদীনায় মানুষ নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করছে! একথা শুনে তিনি ছেলের বুকে আঘাত করে বলেন, চুপ! আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে ভালোবাসেন, যে পরহেযগার (সংযমশীল), অমুখাপেক্ষী (ধনী) ও আত্মগোপনকারী *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৭১-৭২; মুসলিম হা/২৯৬৫)*।

আব্দুর রহমান বিন আযহার (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওছমান (রাঃ)-এর নাক দিয়ে অনর্গল রক্ত বের হ'তে থাকে। তিনি স্বীয় গোলাম হুমরানকে ডেকে বললেন, লিখে নাও, আমার পর খলীফা হিসাবে আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফের নাম লিখে নাও। হুমরান তৎক্ষণাৎ তা লিখে নেন। অতঃপর পত্রটি নিয়ে হুমরান আব্দুর রহমান বিন আওফের কাছে গিয়ে বললেন, আপনার জন্য সুসংবাদ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীসের সুসংবাদ? সে বলল, খলীফাতুল মুসলিমীন ওছমান (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর পর আপনাকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করেছেন।

একথা শোনামাত্র আব্দুর রহমান বিন 'আওফ রাসূল (রাঃ)-এর কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে যান এবং দু-হাত তুলে দো'আ করেন বলেন- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مِنْ تَوْلِيَةِ عُثْمَانَ إِيَّايَ هَذَا الأَمْرَ فَأَمِتْنِي قَبْلَهُ 'হে আল্লাহ, যদি ওছমান তার পরে আমাকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তাহলে আপনি তাঁর পূর্বেই আমাকে উঠিয়ে নিন। এরপর মাত্র ছয় মাস তিনি জীবিত ছিলেন! *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/৬৩-৬৪)*।

সংকলন : ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

মধ্যপ্রাচ্যের শহরে-নগরে

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(৪র্থ কিস্তি)

মাগরিবের কিছুক্ষণ পর আমরা মারজান দ্বীপে পৌঁছাই। ততক্ষণে দাম্মাম 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামূন ভাইয়ের নেতৃত্বে দায়িত্বশীল ভাইয়েরা উপস্থিত হয়েছেন। সবুজ ঘাসে মোড়া ও গাছপালা ঘেরা এই কৃত্রিম গোলাকার দ্বীপটি মরুর বুকে এক টুকরো মরুদ্যানের মত। বাড়তি যোগ হয়েছে সমুদ্র থেকে আসা বিশুদ্ধ লোনা বাতাসের পরশ। পার্কের আদলে গড়ে তোলায় এখানে পরিবার নিয়ে বেড়াতে এসেছেন অনেকেই। আমাদের প্রোগ্রাম সবুজ ঘাসের উপর উন্মুক্ত ময়দানে শুরু হ'ল। রবিবার কর্মদিবস। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও দূর-দূরান্ত থেকে দ্বীনী ভাইয়েরা উপস্থিত হ'লেন। প্রায় ঘন্টা দুয়েক আলোচনার পর ছিল সামুদ্রিক মাছসহ নানা পদের সমাহারে সুস্বাদু সান্ধ্যভোজের আয়োজন। পরিশেষে উপহার বিতরণের মাধ্যমে শেষ হ'ল প্রাণবন্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই চমৎকার সমাবেশ। আব্দুল্লাহ মুন্না, জামাল গাযী, আইয়ূব হোসাইন, মাস'ঊদ আহমাদ, আবুল বাশার প্রমুখ দ্বীনী ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই প্রোগ্রাম। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন-আমীন!

পরদিন বাদ ফজর শায়খ মতীউর রহমান মাদানীর সাথে বিদায়ী সাক্ষাতের কথা। ফজরের পরপরই আব্দুল্লাহ মুন্না ভাই আমাদের নিয়ে রওয়ানা হ'লেন মারজান দ্বীপের পথে। আমরা পৌঁছানোর পরপরই শায়খ পুরোনো মডেলের একটি সিক্স-সিটার গাড়ি নিয়ে নিজেই ড্রাইভ করে আসলেন। সঙ্গে ছিলেন ইণ্ডিয়ার জনাব আব্দুল কাদের, যিনি শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী (রহ.)-এর ছোট ভাই। দ্বীপের ঘাসে ভরা চত্বরের এক প্রান্তে ফরাশ পেতে সমুদ্রমুখী হয়ে আমরা বসলাম গোল হয়ে। শায়খ বাড়ি থেকে চা, খেজুর, বিস্কুট নিয়ে এসেছেন। সেটা দিয়ে নাশতা করতে করতে আমাদের আলাপ চলতে লাগল। পারিবারিক আলাপ দিয়েই শুরু হ'ল। এই দ্বীপ থেকে কাছেই তাঁর বাসভবন। নয় সন্তানের বড় পরিবার তাঁর। বড় ছেলে মুহাম্মাদ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, যিনি আমেরিকায় থাকেন এবং মেজ ছেলে ওবায়দুল্লাহ লন্ডনে একটি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে ইমাম ও দাঈ হিসাবে কর্মরত আছেন। অপর দু'জন আব্দুল আযীয ও আব্দুল মাজীদ দাম্মাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। অসাধারণ ব্যাপার হ'ল পাঁচ মেয়ে সহ তাঁর সন্তানরা সবাই হাফেযে কুরআন।

তাঁর দাম্মামে আসার গল্পটা ছিল খুব সাধারণ। তিনি মদীনা থেকে পড়াশোনা শেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মালদহে নিজ এলাকায় ফিরে গেছেন। শিক্ষকতা শুরু করেছেন শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী (১৯৫৪-২০১০খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত বিহারের কিষাণগঞ্জে অবস্থিত জামি'আতুল ইমাম বুখারী মাদ্রাসায়। পাশাপাশি কিছু দাওয়াতী কাজও করছেন। হঠাৎ একদিন ফোন আসল তাঁর একজন পরিচিত সুহৃদের কাছ থেকে। দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারে দাঈ হিসাবে কাজ করার জন্য। তিনি শর্ত দিলেন পরিবারসহ সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শর্ত মেনে নেয়া হ'ল। তবুও বলা যায়, অনেকটা নিমরাজির মধ্য দিয়েই তিনি দাম্মামে এলেন.. সপরিবারে। সন্তানরা পড়াশোনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে গেল। তখন ১৯৯৯ সাল। বয়স সবে ৩৩ বছর (জন্ম : ১৯৬৭) তাঁর। দাম্মাম সেসময় বিশেষ উন্নত শহর ছিল না। মক্কা-মদীনা থেকে অনেক দূরের রাস্তা। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তা করা কঠিন ছিল। অন্য কোন শহরে যাওয়ার আহ্বান যে আসেনি, তাও নয়। তবুও সন্তানদের পড়াশোনার স্বার্থে তিনি দাম্মামকেই আপন করে নিলেন। তারপর ২০০৫-০৬ সালের দিকে ভিডিও মাধ্যম ব্যবহার করে মিডিয়ায় দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন।

তাঁর আক্বীদা ও মানহাজ বিষয়ক সিরিজ বক্তব্যগুলো বাংলাভাষীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেতে লাগল। কবরপুজারী, ইখওয়ানী বিভিন্ন ঘরানা থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগারও কম হ'ল না। এভাবেই যুগপৎ খ্যাতি ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন আজকের শায়খ মতীউর রহমান মাদানী। খ্যাতি পাওয়ার পর দুবাই কিংবা অন্যান্য দেশ ও শহরের প্রসিদ্ধ ইসলামিক সেন্টারগুলোতে দাঈ হিসাবে আহ্বান করা হ'লেও তিনি আর কোথাও যাননি। ২৪ বছর অবধি এই দাম্মামেই থিতু হয়ে আছেন। সাফল্য পেতে গেলে কোন জায়গায় থিতু হওয়ার এই গুণটা আয়ত্ত করা বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানসিক অস্থিরতা আর চঞ্চলমতিত্বের খপ্পরে পড়ে অনেক মেধাবী মানুষকেও দিকভ্রান্ত হ'তে দেখেছি। অনেক সময় নিশ্চিত সফলতার রাস্তায় উঠেও তাদেরকে ছিটকে পড়তে দেখেছি।

শায়খ আমার আব্বা ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয়পর্বের স্মৃতিচারণ করলেন। ১৯৯৮ সাল। তখনও তিনি দাম্মামে যাননি। সেসময় আব্বা ইণ্ডিয়া সফরে গেলে তিনি মুর্শিদাবাদে তাঁকে কয়েকদিন সঙ্গ দিয়েছিলেন। তাছাড়া শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী (রহ.)-এর ভগ্নিপতি হওয়ার সুবাদে তিনি পূর্ব থেকেই আব্বাকে ভালভাবে জানতেন। সেজন্য আব্বার প্রতি তাঁর মহব্বতের প্রকাশটা স্বাভাবিক সৌজন্যবোধের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিখাঁদ পারিবারিক বন্ধনের আবেশ ছড়ালো। ইতিপূর্বে একবার তিনি বাংলাদেশেও এসেছিলেন। সেবারে ঢাকা যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত সফর করে আবার ফিরে গিয়েছিলেন।

শায়খের ইতিহাস ও ভূ-রাজনীতির জ্ঞান আমাদের মুগ্ধ করল। বিশেষতঃ দাম্মাম কেন্দ্রিক শী'আদের তৎপরতা এবং পূর্ব সঊদী আরবের আহসা, ক্বাত্বীফ ও দাম্মাম জুড়ে তাদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান সঊদী আরবের জন্য কতটা হুমকির কারণ-তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন। পুরো সঊদীআরবে বর্তমানে শী'আদের সংখ্যা যেখানে ২-৩% (১০ লক্ষ), সেখানে কেবল এই পূর্বাঞ্চলেই ২৫%। ক্বাতীফ শহরের ৮৫%ই শী'আ। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যেও অনেক অগ্রসর। দাম্মামের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড বর্তমানে তাদের

মালিকানাধীন। ইরানের গোপন সহায়তায় তারা দিন দিন তাদের অবস্থান মযবূত করছে বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া শী'আ অধ্যুষিত দেশ বাহরাইনও এই শহরের পার্শ্বেই অবস্থিত। সেখান থেকেও তারা সমর্থন পায়। ২০১৫ সালে এক শী'আ মসজিদে হামলায় অনেকে নিহত হওয়ার পর থেকে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলাটাও কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও সরকার কঠোর শী'আবিরোধী অবস্থান ধরে রেখেছে। সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও সঊদী সরকার সর্বদা তাদের প্রতি কড়া নযরদারী রেখেছে।

১৯৩৮ সালে সঊদী আরবের প্রথম তৈলক্ষেত্র আবিষ্কার হয় এই দাম্মামে। সেই থেকে তৈলসমৃদ্ধ ধনী দেশ হিসাবে আবির্ভাব আধুনিক সঊদী আরবের। এভাবে একদিকে তৈলসমৃদ্ধ পূর্ব সঊদী আরবের কেন্দ্রস্থল, অপরদিকে শী'আ জনগোষ্ঠীর শক্ত অবস্থান মিলিয়ে দাম্মাম মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভরকেন্দ্র।

গল্পে গল্পে প্রায় ঘন্টা দু'য়েক সময় চলে গেল। শায়খ যে এতটা বন্ধুবাৎসল এবং সদালাপী, তা সাধারণভাবে বোঝার উপায় নেই। পারিবারিক বৈঠকী আলাপের আবহে আলোচনা যেন শেষ হ'তেই চায় না। ওদিকে বেলা দশটায় আমাদের রিয়াদের উদ্দেশ্যে গাড়ি ধরতে হবে। বৈঠক শেষে শায়খকে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত দিলাম। আগামী বছর রাজনৈতিক পরিবেশ ও নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে আসতে চাইলেন। উনাকে আমাদের কিছু বই হাদিয়া দিয়ে আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম। শায়খও নিজের গাড়িতে বাড়ির পথ ধরলেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর খেদমতগুলো কবুল করে নিন এবং তাঁর দাওয়াতী তৎপরতায় বরকত দান করুন- আমীন!

হোটেলে এসে আমরা দ্রুত রওয়ানা হ'লাম আব্দুল্লাহ মুন্না ভাইয়ের সাথে। পার্শ্ববর্তী শহর আল-খোবার থেকে সাপ্টকো বাস ছাড়লো ঠিক বেলা দশটায়। যাহরান হয়ে মরুভূমির বুক চিরে বাস চলতে থাকে। বাসে যাত্রী তেমন নেই। দাম্মাম থেকে বিমান কিংবা ট্রেনের যোগাযোগব্যবস্থা ভাল। এটাই হয়ত কারণ। মরুভূমির গঠনটা এদিকে অন্য রকম। চোখ ধাঁধানো নিরেট সাদা বালু চারিদিকে। কখনও পাহাড়ের মত ঢেউ খেলানো। গাছাপালা, বাড়িঘরের কোন চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে কেবল দূরের বালিয়াড়িতে চরে বেড়ানো বিক্ষিপ্ত উটের দল প্রাণের জানান দেয়।

দুপুর ২-টার মধ্যে সাড়ে চারশ' কি. মি. অতিক্রম করে আমরা রিয়াদের আল-রাফি'আহ এলাকায় পৌঁছলাম। 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখা সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব রিয়াযুল ইসলাম (মধু) জ্যাম ঠেলে বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে আমাদের রিসিভ করলেন। সেখান থেকে আযীযিয়াহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। আমার ফুফাতো ভাই নাছরুল আনাম দুপুরে খাওয়ার আয়োজন করেছেন, যিনি প্রয়াত কিং খালেদ বিন আব্দুল আযীযের কন্যা এবং সঊদী মজলিসে শূরার প্রথম নারী সদস্যা প্রিন্সেস মৌযী বিনতে খালেদের বাসভবন কমপ্লেক্সে কর্মরত রয়েছেন। প্রচণ্ড জ্যাম ঠেলে রিয়াদ শহর দেখতে দেখতে আমরা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর আযীযিয়াহ এলাকায় পৌঁছালাম। এই এলাকায় সঊদী প্রিন্স ও প্রিন্সেসদের বাসভবন অবস্থিত। আমরা ভাইয়ের বানানো আট পদের কেকসহ রয়াল ডিশ থেকে নানান পদের সুস্বাদু খাবার দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারলাম। তারপর সামান্য বিশ্রামের জন্য রিয়াদ চিড়িয়াখানার পার্শ্বে রিয়াদের কেন্দ্রস্থল আল-মালাযে অবস্থিত রীম হোটেলে আসলাম। কিছুক্ষণ পর হোটেলে এসে যোগ দিলেন আমাদের দুবাইয়ের সফরসঙ্গী মুজাহিদ ভাই, যিনি আমাদের দাম্মাম সফরের ফাঁকে মক্কা থেকে ওমরাও করে এসেছেন। সঊদী আরবেও তিনি বাকী সময় আমাদের সফরসঙ্গী থাকবেন।

বাদ মাগরিব উত্তর রিয়াদের 'ইস্তিরাহা লারিনে' আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত কর্মী সম্মেলন ২০২৩-এ আমরা অংশগ্রহণ করলাম। সভাপতি শায়খ মুশফিকুর রহমান মাদানীসহ সঊদী আরব শাখার দায়িত্বশীলবৃন্দ আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। রিয়াদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক কর্মী ও দায়িত্বশীলবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। চমৎকার এ আয়োজনে উপস্থিতদের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ পেয়ে আমরা খুব খুশী হ'লাম। প্রবাসের ব্যস্ত দিনগুলো তারা দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রসারে ব্যয় করে যাচ্ছেন সাধ্যমত। আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করুন- আমীন!

***

পরদিন ২১শে এপ্রিল'২৩ দুপুরে দাওয়াত ছিল 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ইমরান ভাইয়ের বাসায়। আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের প্রিয় ভাই আলী হায়দার (সিলেট) আমাদের নিতে আসলেন। ইমরান ভাই বেশ ভাল রান্না করেন। কয়েক পদের রান্না করেছেন নিজ হাতে। গতবার (২০২২ইং) হজ্জ সফরের সময় তিনি আমাদের জন্য কয়েকদিনের খাবার রান্না করে বিমানে রিয়াদ থেকে জেদ্দা হয়ে মক্কা এসেছিলেন। তার সেই তাজ্জব করার মত আন্তরিকতা ভোলার নয়। এবার তার শহরে এসে তার রান্না না খেয়ে যাওয়ার সুযোগ পাব না, তা জানাই ছিল। অপরদিকে আলী হায়দার ভাইও অন্তঃপ্রাণ ভালোবাসার মানুষ। মোবাইলে অনেকবার কথা হ'লেও এবারই প্রথম সরাসরি দেখা, কিন্তু সেটা মনে রাখার কোন সুযোগ দিলেন না। বাড়ি থেকে তিনিও খাবার নিয়ে এসেছেন হটপটে। ভালোবাসার এসব আয়োজনগুলো অন্তরে গভীর নাড়া দিয়ে যায় সঙ্গোপনে। জানি এসব ভালোবাসার কোন মূল্য দেয়া যায় না, কোন বিনিময়ও হয় না। কেবল দো'আই করি- আল্লাহ যেন তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ কল্যাণ দান করেন এবং এই পারস্পরিক দ্বীনী মহব্বতকে জান্নাতের অসীলা বানিয়ে দিন- আমীন!

বিকালে এক টেইলার্সে নিয়ে আমাদের জন্য জুব্বার অর্ডার দিলেন ইমরান ভাই। সাথে আরো ছিলেন ফেনীর যিয়াউদ্দীন বাবলু ভাই। রিয়াদে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ফার্মেসী ব্যবসা। ফেনী শহরের প্রাণকেন্দ্রে নিজের বাসার চারটি ফ্লোরকে মসজিদ ও মাদ্রাসায় রূপান্তর করেছেন। বর্তমানে সেখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত 'দারুল হাদীছ একাডেমী' পরিচালিত হচ্ছে।

মৃদুভাষী, অসাধারণ ভদ্রজন যিয়া ভাই ব্যবসায়িক ব্যস্ততা ফেলে আমাদেরকে জুব্বা হাদিয়া দেয়ার নিয়তে এসেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ দিলেন না ইমরান ভাই। পরে সবাই একসাথে হায়দার ভাইয়ের গাড়িতে রওয়ানা হ'লাম। রিয়াদ ডাউনটাউনের উদ্দেশ্যে। এমনিতে দুবাই সফরের পর অন্য কোন শহর সফর করলে সে শহর যতই জাঁকালো হোক না কেন, কিছুটা ম্রিয়মাণ লাগে। সেই হিসাবে সত্যি বলতে কি, রিয়াদ শহরের জাঁকজমক প্রথমে বিশেষ আকর্ষণ করেনি। বরং পুরোনো শহর হিসাবে এর প্রাচীন আভিজাত্য, বনেদিয়ানা যথেষ্ট নযর কেড়েছিল। তবে রাতের আলো ঝলমলে রিয়াদের চিত্র অন্য রকম। কিং খালেদ রোড ধরে যতই আগাই রিয়াদে আইকনিক ভবন ও স্থাপনাগুলো ততই মুগ্ধ করতে লাগল। বিশেষ করে ৩০০ মিটার উচ্চতার ৯৯তলা বিশিষ্ট কিংডম টাওয়ারের সৌন্দর্য রিয়াদকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

আমরা সিটি সেন্টারে এসে রিয়াদ মলে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। মাশাআল্লাহ দুবাই বা অন্য শহরের বিলাসবহুল মলগুলোর মত সৌন্দর্যে, চাকচিক্যে ভরপুর হ'লেও বেলেল্লাপনা, মিউজিকের উপদ্রব এখানে একেবারেই নেই। শুধু রিয়াদ নয়, গোটা সঊদী আরবে শালীনতার এই যে চক্ষুশীতলকারী চিত্র পরিদৃষ্ট হয়, তা সারা বিশ্বে নযীরবিহীন। তাওহীদের দেশ হিসাবে সঊদী আরবের এই অবস্থান যেন অটুট থাকে এবং ইদানীং কিছু ফিৎনার যেসব আভাস দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তা থেকে যেন সঊদী আরবকে রক্ষা করেন- আমীন!

মাগরিবের পর আল-উলাইয়া রোডের রেড ওনিয়ন রেস্টুরেন্টে মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদ শাখার উদ্যোগে সুধী সমাবেশ। আমরা সময়ের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে উপস্থিত সুধীদের সাথে আলাপচারিতা হ'ল। সত্যি বলতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কূটনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এমন মিশ্র ধারার পেশাজীবী শ্রেণীর সাথে এমন বিশেষ বৈঠকে বসার সুযোগ আমার জন্য এই প্রথম। তাঁরা অধিকাংশই মাসিক আত-তাহরীকের নিয়মিত পাঠক এবং ডোনার জেনে খুব ভালো লাগল।

পাঠক ফোরাম সভাপতি জনাব শামসুল আলম একজন আপাদমস্তক নিপট ভদ্রলোক। তাকে দেখে কেবলই মনে হয়েছে, আল্লাহ যখন কারও দীল ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন, তখন তার চেহারায় এক অপার্থিব নূরের ঢেউ খেলে যায়। যেসব মানুষকে তিনি আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে এনেছেন, তাদেরকে এভাবে একত্র করা মোটেও সহজ কাজ নয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর পার্থিব জীবন-জীবিকায় যথেষ্ট বরকত দিয়েছেন। চাইলে বিলাসবহুল সময় কাটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। আল্লাহ্র দেয়া দায়িত্ব ভুলে যাননি। আজও তাই মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে আত-তাহরীক বিতরণ করেন। সুধীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বিনয়াবনত বাচনভঙ্গিতে মানুষকে সৎপথে আনার তাড়না, শিরক-বিদ'আতের গাঢ় আঁধার থেকে মানুষকে উদ্ধারের প্রেরণা যেন অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছিল। আহলেহাদীছ আন্দোলন এসকল দ্বীনদার মানুষদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করতে পারছে, তা অনুভব করে চোখটা ভিজে আসল। *আলহামদুলিল্লাহ!* হয়তোবা দেশের আনাচে-কানাচে এমনতরো হাযারো মানুষের নির্বিরাম ত্যাগ ও নিভৃত দো'আর বরকতে বিশুদ্ধ দ্বীনের আলো একদিন সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতের পথে দৃঢ়চিত্ত হয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ থেকে এগিয়ে চলার তাওফীক দান করুন- আমীন!

***

পরদিন ২২শে এপ্রিল'২৩। আজ আলেম-ওলামাদের কেন্দ্র আর ফল-ফসলের ঝুড়ি আল-কাছীম যাওয়ার কথা। মধু ভাই ফজরের পর আমাদের নিতে আসলেন আমাদের হোটেলে। ৭-টার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আল-কাছীমের উদ্দেশ্যে। আমাদের কিছুদূর এগিয়ে দিতে রিয়াদ-কাছীম হাইওয়ে পর্যন্ত এলেন মধু ভাই। পথিমধ্যে বিখ্যাত কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইমাম মুহাম্মাদ বিন স'ঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাহির থেকে দেখলাম। রিয়াদ শহর অতিক্রম করার পর বিপরীত দিক থেকে আবুল হোসাইন (ফরিদপুর) ভাই এলেন তার টয়োটা হাইলাক্স পিকআপ নিয়ে। গাড়িটা দেখে ছোটবেলার স্বপ্নের মনে পড়ল। প্রথম যখন রাস্তায় এমন গাড়ি দেখি, তখন মনে হয়েছিল, যদি এমন গাড়ি আমার থাকত, তাহ'লে তা নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরতাম। আসলেই এমন এমপিভি (মাল্টি পারপাস) গাড়ি সব কাজের কাজী।

আমরা রওয়ানা হয়ে অর্ধেক পথ যাওয়ার পর পৌঁছাই ছোট্ট সবুজে ঘেরা আল-মাজমা'আহ শহরে। মূলতঃ ইসলামী সেন্টারটি পরিদর্শনের জন্য শহরে ঢুকলাম। এখানে কিছুদিন পূর্বে দাঈ হিসাবে কর্মরত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ দাঈ এবং লেখক শায়খ আব্দুল হামীদ ফায়যী। তবে বর্তমানে তিনি দেশে ফিরে গেছেন। তাঁর জামাই শায়খ মনীরুল ইসলাম বর্তমানে এখানে কর্তব্যরত আছেন। আমাদের দেখামাত্র চিনে ফেললেন এবং যথেষ্ট সমাদর-আপ্যায়ন করলেন। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা বের হ'লাম। শহরের মধ্যেই এক সাধারণ সুদানী হোটেলে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতি হ'ল। সেখানে ফুল সুদানী, চিকন করে কাটা কলিজা ভুনা এবং মিক্স ডালের সাথে সুদানী লম্বা রুটি দিয়ে এত অসাধারণ আপ্যায়ন করা হ'ল, যার স্বাদ এখনও যেন মুখে লেগে আছে। পাঁচ জন মিলে ভরপেটে খাওয়ার পরও মাত্র ৩৫ রিয়াল বিল আসল। পরে মক্কা-মদীনাতেও সুদানী হোটেল খুঁজেছি সেই স্বাদের লোভে। খুঁজে পাইনি।

আল-ক্বাছীমের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আল-গাত্ব নামক এক লাল বালুকাময় পাহাড়ী মরুভূমিতে যাত্রাবিরতি করা হ'ল। মধ্যদুপুরে প্রখর রৌদ্রমাঝে এমন লালসমুদ্র যেন চোখ ঝলসাতে লাগল। *সুবহানাল্লাহ*। প্রায় ৫ ঘন্টা সফরের পর বেলা দেড়টার দিকে আমরা আল-ক্বাছীমের আল-খাবরা শহরে প্রবেশ করলাম। সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি শায়খ হাফেয আখতার মাদানী আমাদেরকে তাঁর বাসায় অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে বিরাট মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন নিয়ে অপেক্ষমান ছিলেন আল-ক্বাছীমের প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা। *[ক্রমশঃ]*

পাইলস : প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়

পায়ুপথের একটি জটিল রোগ পাইলস। অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, কোষ্ঠকাঠিন্য, আঁশজাতীয় খাবার কম খাওয়া থেকে এ সমস্যা দেখা দেয়। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করালে রোগী স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। আবার সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করলে পাইলস থেকে বেঁচে থাকা যায়।

অনেকে মনে করেন অপারেশনের মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা হ'লে তা পুরোপুরি ভালো হয় না। এ ব্যাপারে বৃহদন্ত্র ও পায়ুপথ সার্জারী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. একেএম ফজলুল হক বলেন, রিং লাইগেশন এবং লংগো অপারেশনের মাধ্যমে প্রায় ১০০% রোগীর মলদ্বারে কোন রূপ কাটা ছেঁড়া ছাড়াই পূর্ণ চিকিৎসা করা সম্ভব।

উপসর্গ :

মলত্যাগের পর ব্যথাহীন রক্তপাত পাইলসের অন্যতম উপসর্গ। পাইলস যদি প্রথম ধাপে থাকে, তবে মলদ্বারে বাড়তি গোশতের মতো কোন কিছু থাকে না। শুধু মলত্যাগের পর রক্ত যায়।

দ্বিতীয় ধাপের পাইলসে মলত্যাগের পর তাজা রক্ত যাওয়ার পাশাপাশি মলত্যাগের পর মনে হয়, ভেতর থেকে কি যেন একটা বাইরে বেরিয়ে আসে। তবে সেটি এমনিতেই ভেতরে ঢুকে যায়।

তৃতীয় ধাপের পাইলসে মলত্যাগের পর বাড়তি গোশতের মতো বের হওয়া অংশ এমনিতেই আর ভেতরে ঢুকে যায় না; চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয়।

চতুর্থ ধাপের পাইলস হ'লে মলত্যাগের পর বাড়তি যে গোশত বের হ'ত, সেটি আর ঢুকছে না বলে মনে হয়।

অনেক সময় পাইলসের ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। একে বলা হয় থ্রম্বোসড পাইলস।

হাতুড়ে চিকিৎসা :

যুগ যুগ ধরে এ জাতীয় রোগীরা প্রতারণার শিকার হয়ে আসছে। এর মূল কারণ শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক ও সচেতনতার অভাব। অনেক হাতুড়ে চিকিৎসক আছেন যারা বিনা অপারেশনে চিকিৎসার নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। দেশের অজস্র মানুষ এসব চিকিৎসকদের খপ্পরে পড়ে আজীবনের জন্য মলদ্বার ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।

এদের অনেকে মলদ্বারে বিষাক্ত কেমিক্যাল ইনজেকশন দিচ্ছেন, যাতে মলদ্বারে মারাত্মক ব্যথা হয় এবং মলদ্বারের আশপাশে পচন ধরে এবং এজন্য রোগী অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেন। পরিণামে কারও কারও মলদ্বার সরু হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়। তখন পেটে মলত্যাগের বিকল্প পথ করে দিয়ে ব্যাগ লাগিয়ে দিতে হয়। আবার কোন কোন হাতুড়ে চিকিৎসক বিষাক্ত কেমিক্যাল পাউডার দেন, যা মলদ্বারে লাগালেও মলদ্বার পচে ঘা হয়ে যায় এবং রোগীর একই পরিণতি হয়।

রোগীরা যখন বিনা অপারেশনের কথা শোনেন তখন এ জাতীয় চিকিৎসার জন্য খুবই প্রলুব্ধ হন। তিনি যখন প্রতারণার শিকার হন তখন আর তার কিছুই করার থাকে না।

চিকিৎসা :

পাইলসের ধরন বা উপসর্গের ওপর এর চিকিৎসা নির্ভর করে। অস্ত্রোপচার করতে হবে কি-না, তা পরীক্ষা করে চিকিৎসক নির্ধারণ করে থাকেন।

প্রথম ধাপের পাইলসের শুরুতেই রোগী চিকিৎসকের কাছে গেলে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের রোগীকে পায়খানা স্বাভাবিক করার জন্য খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি ও পানি পান করতে হবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে মল নরম করার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খেতে হবে। যদি ওষুধে কাজ না হয়, তখন বেন্ডিং বা স্কেলেরো থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়। যেমন রিং লাইগেশন, ইনজেকশন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ধাপের পাইলসেও অস্ত্রোপচারের দরকার নেই। তবে এক্ষেত্রে কিছু আধুনিক চিকিৎসার সহায়তা নেওয়া হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের পাইলসে অস্ত্রোপচারের দরকার হয়। আধুনিক স্টেপলড হেমোরয়ডেকটমিতে বাইরে কোন কাটাছেঁড়া হয় না, মলত্যাগের পর ড্রেসিং করারও প্রয়োজন হয় না। সাত দিন পর থেকেই রোগী স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যেতে পারেন।

তবে কারও যদি মলদ্বার একদম বাইরে বের হয়ে আসে এবং ইনফেকশন থাকে। তবে ওপেন হেমোরয়ডেকটমি বা ক্লোজ হেমোরয়ডেকটমি করতে হবে।

সবমিলিয়ে পাইলসের প্রচলিত চিকিৎসাগুলো হ'ল : (১) **ব্যান্ড লাইগেশন :** এর মাধ্যমে পাইলসের উপরে একটি ব্যান্ড পরিয়ে দেয়া হয়, এর ফলে পাইলসের রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে পাইলস ও ব্যান্ড ঝরে পড়ে যায়। **(২) ইনজেকশন এবং ইনফ্রারেড :** যদি পাইলস মলদ্বারের বাইরে বের হয়ে না আসে সেসব ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা করা হয়, যে চিকিৎসা সম্পূর্ণ ব্যথামুক্ত। **(৩) অপারেশন পদ্ধতি :** অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে আরামদায়কভাবে পাইলস সম্পূর্ণ কেটে নিয়ে আসা হয়। **(৪) লংগো অপারেশন :** এই পদ্ধতিতে একটি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পাইলস কেটে নিয়ে আসা হয়। এই অপারেশনের পর রক্তপাত বা পাইলস বের হয়ে আসে না। অপারেশনের ৩-৪ দিনের মধ্যে স্বাভাবিক কাজ করা যায়।

যেসব খাবারে পাইলসের সমস্যা বৃদ্ধি পায় :

এমন কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো পাইলস রোগের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন :

মরিচ : শুকনো মরিচ তো বটেই, পাইলস হ'লে কাঁচা মরিচও এড়িয়ে চলা উচিত। অন্যথা বাড়তে পারে এই সমস্যা। বিশেষ করে যাদের পাইলসের কারণে প্রদাহ হয়, বেশি ঝাল খেলে তাদের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে।

আইসক্রিম : এটি পাইলসের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে মল শক্ত হয়ে যায়।

ময়দা দিয়ে বানানো খাবার : এই জাতীয় খাবারে ফাইবারের পরিমাণ খুব কম থাকে। তাই ময়দা দিয়ে বানানো খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। এক্ষেত্রে আটার খাবার তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

মাছ ও ডিম : সবার ক্ষেত্রে না হ'লেও কোন কোন পাইলস রোগীর ক্ষেত্রে মাছ এবং ডিম সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

ভাজা খাবার : অতিরিক্ত ভাজা খাবার, জাংক ফুড এবং বেশী তেল আছে, এমন খাবার একেবারেই খাওয়া যাবে না। এতে শরীরে পানির অভাব হয়। আর মলও শক্ত হয়ে যেতে পারে। তাতে পাইলসের সমস্যা মারাত্মক আকার নিতে পারে।

গরুর গোশত : পাইলস হ'লে গরুর গোশত একেবারে খাওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে হোয়াইট মিট বা মুরগির গোশত খাওয়া যেতে পারে। সেটাও পরিমিত মাত্রায়।

গরম মশলা : যে সমস্ত খাবারে গরম মশলা বেশী থাকে, পাইলস রোগীদের সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এগুলো পাইলসের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। ফলে চিকিৎসায় ফল পেতেও দেরি হয়। কাজেই সুস্থ থাকতে চাইলে খাবারে একটু লাগাম টানতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

পাইলস থেকে রেহাই পেতে যেসব খাবার উপকারী :

পুষ্টিবিদদের মতে, ফাইবার সমৃদ্ধ ফল ও শাকসবজি পাইলস এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগীদের দারুণ কাজে আসে। আর মৌসুমী রঙিন ফল ডায়েট লিস্টে রাখতে হবে।

পাইলস রোগে যেহেতু মলত্যাগে সমস্যা হ'তে দেখা যায় এবং সঙ্গে কখনও রক্তপাত হয়, তাই এসব রোগীদের খালি পেটে সকালে ইসবগুল খাওয়া যরূরী।

খাবারে প্রাধান্য দিতে হবে ঢেঁকি ছাটা চাল, লাল আটা, শস্যজাতীয় খাবার আর বিভিন্ন প্রজাতির ডাল। এ ধরনের রোগীদের প্রতিদিন কমপক্ষে তিন লিটার পানি খাওয়া উচিত।

শরীরে তরলের ভারসাম্য ঠিক রাখতে তেল চর্বিযুক্ত খাবার, ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলতে হবে। বরং এর পরিবর্তে বেছে নিতে হবে বিভিন্ন ফলের জুস, ওটস ও টকদইকে।

রাতে ভাতের বদলে খেতে হবে লাল আটার রুটি। তাছাড়া পাইলস রোগীদের ক্ষেত্রে কলা, খেজুর, কিশমিশ, আলুবোখারা, নাশপাতি, আপেল, বার্লি, মিষ্টি আলুও কার্যকরী হ'তে পারে।

॥ সংকলিত ॥

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন : ৭৭৩০৬৬

বৈলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০।

শাখা-১
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫।

শাখা-২
ব্লক-এ, ৩নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারুণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

কবিতা

চাই নে'মত

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।

হে আল্লাহ! তুমি দাও মোরে প্রশান্ত অন্তর
তোমার ফায়ছালায় খুশিতে করি শোকর।
তোমার দান ও অনুদানে হই না হতাশ,
তোমার কাছে জবাবদিহিতায় করি বিশ্বাস।
হে প্রভু! দ্বীনের প্রতি দৃঢ় রাখ মোর মন
রহমতে ঢেকে দাও কর মোরে যতন।
মজবুত রাখ মোরে যেন পিছলে না পড়ি
হেদায়াতের পথ যেন আমি ভুল না করি।
প্রভু! তোমার কাছে চাই সকল নে'মত
শোকর করি তোমার, কর মোরে হেফাযত।
হে আল্লাহ! আমি তো মানুষ করি কত ভুল
আমি অসহায়, আমার দো'আ কর কবুল।
আমি বিপদগ্রস্ত, দাও মোরে স্থায়ী ঈমান
দাও বেশী রহমত, বাড়াও মোর সম্মান।
আমি যে মিসকীন, আছে অভাব অনটন
দাও সম্পদ করি ইবাদত সারাক্ষণ।
সত্যবাদী ইয়াক্বীন দাও, দাও সঠিক ধর্ম
ক্ষমা কর সব পাপ, যতসব অপকর্ম।
সকল কলঙ্ক হ'তে মোরে রাখ নিরাপদ
সুখ দাও শান্তি দাও, দিওনাকো মুছীবত।
সম্পদের প্রাচুর্যে মোরে করোনা কলঙ্কিত।

মোবারকবাদ

-কাজী নজরুল ইসলাম

মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এসো গুল-মজলিসে
ঝরিবার আগে হেসে চলে যাব- তোমাদের সাথে মিশে।
মোরা কীটে-খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত
সাজাইতে ঐ মাটির দুনিয়া ফিরদৌসের মতো।
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশ্‌ত এনো দুনিয়ার মাহফিলে।
মুসলিম হয়ে আল্লাহকে মোরা করিনিকো বিশ্বাস,
ঈমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানী নিঃশ্বাস!
ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনও বৃহতের অনুরাগ!
শহীদী-দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,
চেয়েছি গোলামী, জাবর কেটেছি গোলামখানায় বসি।
তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা করো ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁয়া জীবনে না লাগে।
গোলামের চেয়ে শহীদী-দর্জা অনেক উর্ধ্বে জেনো;
চাপরাশির ঐ তকমার চেয়ে তলোয়ারে বড় মেনো!
আল্লাহ্‌র কাছে কখনও চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিয়ো না নীচু!
এক আল্লাহ্‌ ছাড়া কাহারও বান্দা হবে না, বলো,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল!
আল্লাহকে বল, 'দুনিয়ায় যারা বড়, তার মতো করো,
কাহাকেও হাত ধরিতে দিয়ো না, তুমি শুধু হাত ধরো।'
এক আল্লাহকে ছাড়া পৃথিবীতে করো না কারেও ভয়
দেখিবে অমনি প্রেমময় আল্লাহ, ভয়ংকর সে নয়!
আল্লাহকে ভালোবাসিলে তিনিও ভালোবাসিবেন, দেখো!
দেখিবে সবাই তোমারে চাহিছে আল্লাহকে ধরে থেকো!

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

ডক্টরস্‌ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

স্বদেশ

দেশে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও তিন মাসে কোটিপতি বেড়েছে ২৪৫ জন

দেশের অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও ব্যাংকিং খাতে ৩ মাসে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা বেড়েছে ২৪৫ জন। গত বছরের ডিসেম্বরে কোটিপতি আমানতকারী ছিলেন ১ লাখ ৯ হাযার ৯৪৭ জন। মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১০ হাযার ১৯২ জনে। এসময়ে ব্যাংকে আমানতের প্রবৃদ্ধির হার কমলেও কোটিপতি আমানতকারীদের সংখ্যা বেড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী গত বছরের মার্চে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩ হাযার ৫৯৭ জন। এক বছরের হিসাবে বেড়েছে ৬ হাযার ৫৯৫ জন।

সুনামগঞ্জে সামান্য কাঁঠালের নিলাম নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ৪ আহত ৪০

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপযেলার পল্লীতে মসজিদে দানকৃত একটি কাঁঠালের নিলাম নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় ৪ জন নিহত এবং ৪০ জন আহত হয়েছে। উপযেলার জয়কলস ইউনিয়নের হাসনাবাদ গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে আহত আরো দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হাসনাবাদ গ্রামে দীন ইসলাম ও মালদার মেম্বারের পক্ষের মাঝে দীর্ঘদিন থেকে বিরোধ চলে আসছে। এ নিয়ে একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছে। চলছে মামলা-মোকদ্দমা। গত ৯ই জুলাই হাসনাবাদ গ্রামের এক ব্যক্তি মসজিদে একটি কাঁঠাল দান করেন। জুম'আর ছালাতের পর গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে কাঁঠালটি নিলামে তোলা হয়। এতে গ্রামের দীন ইসলামের পক্ষের একজন ও মালদার মেম্বারের পক্ষের একজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনা ও শালিশ-বিচারের পর পরদিন সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

পাটকাঠি থেকে ছাপার কালি উদ্ভাবন করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র

পাঠকাঠি থেকে ইঙ্কজেট বা ছাপার কালি উদ্ভাবন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ড. মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয-এর নেতৃত্বাধীন একটি গবেষণা দল। তারা দাবী করেছেন, তাদের এই উদ্ভাবন মুদ্রণ শিল্প থেকে উৎপন্ন ক্ষতিকর গ্যাস কমাতে পারবে। একই সাথে এ কালি সস্তা এবং উন্নত মানের হওয়ায় মুদ্রণের কালো কালির আমদানি কমিয়ে অর্থ সাশ্রয় করতে পারবে।

গত ১৩ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ে নিজেদের আবিষ্কারের বিষয়ে তুলে ধরেন গবেষক ড. আব্দুল আযীয। তিনি বলেন, পাটকাঠি থেকে প্রাপ্ত সাবমাইক্রন কার্বন কণা ব্যবহার করে ইঙ্কজেট অথবা ছাপার কালির একটি পানিভিত্তিক ফর্মুলেশন তৈরি করেছেন, যা বাজারে থাকা কালির চেয়ে অনেকটা সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য। তিনি জানান, ইতিমধ্যে প্রিন্টারে এ কালি ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ইঙ্কজেট কালো কালির মত কার্যকারিতা পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, তরুণ রসায়ন বিজ্ঞানী ড. আব্দুল আযীয বর্তমানে সঊদী আরবের কিং ফাহদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেলের একজন গবেষণা বিজ্ঞানী। ইতিমধ্যে তার ১৯০টি গবেষণাকর্ম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশ

শ্রীলঙ্কায় কাঁঠাল খেয়ে বেঁচে আছে লাখ লাখ মানুষ

এক সময় ফল হিসাবে সবচেয়ে অবজ্ঞা করা হ'ত কাঁঠালকে। এখন সেটাই মানুষের প্রাণ রক্ষাকারী খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কার লাখ লাখ মানুষ কাঁঠাল খেয়ে প্রাণে বেঁচে আছে। দেশটিতে এক ডলারের বিনিময়ে ১৫ কেজি ওযনের কাঁঠাল পাওয়া যায়।

শ্রীলঙ্কার পূর্ববর্তী সরকারের একের পর এক ভুল পদক্ষেপ আর সীমাহীন দুর্নীতির যাতাকলে পিষ্ট হয়ে কয়েকবছর যাবৎ দেশটি দারিদ্র্যের কষাঘাতে ধুঁকছে। খাবার জোগাড়ে হিমশিম খাচ্ছে দেশটির বড় একটি জনগোষ্ঠী। দেশটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার অভাবে রয়েছে।

তিন সন্তানের পিতা দিনমজুর কারুপ্পাইয়া কুমার বলেন, 'কাঁঠাল খেয়ে আমরা লাখ লাখ মানুষ প্রাণে বেঁচে আছি। অনাহারের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এই কাঁঠাল।

অর্থনৈতিক সংকটের আগে প্রতিটি মানুষের ভাত বা পাউরুটি কেনার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু এখন খাবারের দাম এতটাই নাগালের বাইরে চলে গেছে যে বহু মানুষ প্রায় প্রতিদিন কাঁঠাল খেয়ে আছে।

স্বামী ও সন্তান নিয়ে রাজধানী কলম্বোর ছোট একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন নাদিকা। তিনি বলেন, গোশত বা ডিম কেনার সামর্থ্য এখন আর নেই। এসবের দাম বেড়েছে ছয় গুণ। বাস ভাড়া এতটাই বেড়েছে যে বাচ্চাদের বাস ভাড়া জোগাতে পারছি না। ফলে প্রায়ই তাদের স্কুল কামাই করতে হচ্ছে।

সিঙ্গাপুরে দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ আত্মহত্যা ২০২২ সালে

নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুরে গত বছরের তুলনায় আত্মহত্যার সংখ্যা ২৬ শতাংশ বেড়েছে, যা দেশটিতে গত দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। আত্মহত্যা প্রতিরোধে কাজ করে এমন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সামারিটানস অব সিঙ্গাপুর (এসওএস) তাদের বার্ষিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পরিসংখ্যানসহ এ তথ্য জানায়। কিন্তু কেন সিঙ্গাপুরের মতো এত প্রাচুর্যপূর্ণ দেশে মানুষের এমন সংকট? বলা হচ্ছে, বিষয়টি দেশটির অধিবাসীদের 'অদৃশ্য মানসিক যন্ত্রণার প্রতিফলন'।

জনৈক মনোরোগবিশেষজ্ঞ এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা বলেন, আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। এটি সমাজে, বিশেষ করে তরুণ ও বয়স্করা কি পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণার শিকার, সেটাই তুলে ধরেছে। তিনি বলেন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং একাকিত্বের মতো বিষয়গুলো, যা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক চাপ তৈরী করে, এমন বিষয়গুলোতে আমাদের সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ১০ থেকে ২৯ বছর বয়সী শিশু-কিশোর ও তরুণের সংখ্যা বেশী। আর বয়স্কদের মধ্যে ৭০-৭৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশী। ঐ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২২ সালে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা ৪৭৬। ২০০০ সালের পর এ সংখ্যা সর্বোচ্চ।

[দুনিয়ায় সব চাওয়া-পাওয়ার পরে মানুষের যখন আর কিছু চাওয়ার থাকে না, তখন মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে। আর তখনই সে আত্মহত্যা করে। মুসলমান পরকালের জন্য সবকিছু করে। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা বা আত্মহত্যা ঘটনা বললেই চলে। পরকালীন বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যেই রয়েছে আত্মহত্যা বন্ধের একমাত্র প্রতিরোধক (স.স.)]

সবচেয়ে উষ্ণতম দিনের নতুন রেকর্ড

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে উষ্ণতম দিনের নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে গত ৩রা জুলাই সোমবার। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সেন্টার ফর এনভাইরনমেন্টাল প্রেডিকশনস বলছে, আজ অবধি রেকর্ড করা সর্বোচ্চ গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা ছিল এ দিনটিতে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, গত সোমবার বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১৭.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (৬২.৬২ ডিগ্রি ফারেনহাইট) পৌঁছেছিল। এর ফলে ২০১৬ সালের আগস্টে রেকর্ড করা সর্বোচ্চ গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১৬.৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াসকেও (৬২.৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) ছাড়িয়ে যায় সেটি। এদিকে জাতিসংঘ সতর্ক করেছে, তাপদাহের এমন প্রবণতা ২০৬০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে মারাত্মক 'হিট ডোম'-এর প্রভাবে ভুগছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল। চীনে তাপপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে, প্রায় প্রতিদিনই তাপমাত্রা উঠছে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। উত্তর আফ্রিকায় তাপমাত্রা প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি যেতে দেখা গেছে। এমনকি অ্যান্টার্কটিকায় শীতকাল চলা সত্ত্বেও অস্বাভাবিক উষ্ণ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। ব্যাপক তাপদাহে ৭ থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত পর্তুগালে মারা গেছে ১ হাযার ৬৩ জন এবং স্পেনে ১০ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত মারা গেছে ৬৭৮ জন। এছাড়া যুক্তরাজ্য সহ বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশগুলোতেও চলছে প্রচণ্ড দাবদাহ।

ইম্পেরিয়াল কলেজ লণ্ডনের গ্রান্থাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাণ্ড দ্য এনভায়রনমেন্টের আবহাওয়া বিজ্ঞানী ফ্রিডেরিক অটো বলেছেন, এটি উদযাপন করার মতো কোন মাইলফলক নয়। এটি মানুষ এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য মৃত্যুদণ্ড। এমন উষ্ণতর তাপমাত্রার জন্য আবহাওয়া পরিবর্তনের পাশাপাশি উদীয়মান এল নিনো প্যাটার্নের সম্মিলিত প্রভাবকে দায়ী করেছেন বিজ্ঞানীরা।

৪ বছর পরে কোমা থেকে ফিরে করোনার খবর শুনে অবাক!

এক সঊদী নাগরিক ফারেস আবু বাতেন প্রায় ৪ বছর কোমায় থাকার পরে সম্প্রতি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এসময় তাকে করোনা মহামারী সম্পর্কে জানানো হ'লে তিনি অবাক হয়ে যান। তিনি বলেন, এই খবর তিনি কখনও শোনেননি এবং বুঝতেও পারেননি। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এবং তার দুই ভাই একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ঐ দুর্ঘটনায় তার দুই ভাই নিহত হ'লেও তিনি বেঁচে যান। যদিও তিনি কোমায় ছিলেন।

এক সাক্ষাৎকারে আবু বাতেন বলেন, জেগে ওঠার পর অনেক ঘটনায় আমি অবাক হয়েছিলাম, যার মধ্যে অন্যতম ছিল কোভিড-১৯ মহামারী। আমি দেশের সার্বিক উন্নয়ন দেখেও রোমাঞ্চিত হয়েছি। তিনি বলেন, তিনি কোমা থেকে জেগে ওঠার পর প্রথমেই একটি কুরআন মাজীদ চেয়েছিলেন। আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম যখন শুনলাম আমার স্ত্রী চাকরি খুঁজে পেয়েছেন এবং আমার অনুপস্থিতিতে একা সন্তানদের লালন-পালন করছেন।

সুইডেনে কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানালেন পোপ ফ্রান্সিস

পোপ ফ্রান্সিস সুইডেনে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ তার অনুসারীদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের। কারো অন্যের ধর্মগ্রন্থকে অপমান করার অধিকার নেই। আমি কুরআন পুড়ানোর ঘটনায় রাগান্বিত এবং বিরক্ত বোধ করছি। তিনি বলেন, এমন কাজ নিন্দনীয়।

গত ২৮শে জুন'২৩ বুধবার ঈদুল আযহার দিন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের কেন্দ্রীয় মসজিদের বাইরে আগে থেকে ঘোষণা দিয়ে পবিত্র কুরআনের একটি কপি পোড়ায় ইরাকী যুবক সালওয়ান মোমিকার। তাকে এই ন্যক্কারজনক কাজ করার অনুমতি দেয় একটি সুইডিশ আদালত। কুরআন অবমাননার জন্য ঐ ইসলামবিদ্বেষী ব্যক্তি পবিত্র ঈদুল আযহার দিনটিকে বেছে নেয়। এতে মুসলিম বিশ্ব তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তুরস্ক, জর্ডান, ফিলিস্তীন, বাংলাদেশ, সঊদী আরব, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, সেনেগাল, মরক্কো ও মৌরিতানিয়াসহ মুসলিম বিশ্ব ব্যাপক নিন্দার ঝড় তুলে। ঘটনার কয়েকদিন পর সুইডেন সরকারের টনক নড়ে এবং এক বিবৃতিতে তারা বলেন যে, 'কুরআন বা অন্য কোন পবিত্র গ্রন্থ পোড়ানো খুবই আপত্তিকর ও অসম্মানজনক কাজ এবং স্পষ্ট উসকানি। বর্ণবাদ, জেনোফোবিয়া এবং এই ধরনের অসহিষ্ণুতার কোন স্থান সুইডেন বা ইউরোপে নেই।'

এ ঘটনার নিন্দা জানান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও। পশ্চিমা দেশগুলোকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, আমরা জানি, কিছু দেশ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করে না। তারা এও বলে, কুরআন অবমাননা কোন অপরাধ নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটি আইনী ও সাংবিধানিক উভয়ভাবেই অপরাধ।

অন্যদিকে খোদ সুইডিশদের মধ্যেই ঘটনাটি ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। দেশটির অধিকাংশ মানুষ জনসমক্ষে যেকোন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ পোড়ানো নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন।

মুসলিম জাহান

হজ্জের স্বপ্ন পূরণ হ'ল নওমুসলিম খৃষ্টান যাজকের

চলতি বছর সঊদী সরকারের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে পবিত্র হজ্জ পালন করছেন ৯২টি দেশের প্রায় পাঁচ হাযার মুসলিম। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নওমুসলিম ইব্রাহীম রিচমন্ড। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গির্জার যাজক হিসাবে দীর্ঘ ১৫ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। গত তিন মাস আগে তিনি নিজ অনুসারীদের নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে জনাব ইব্রাহীম বলেন, আমি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গির্জায় ১৫ বছর ধরে কাজ করেছি। সেখানে গির্জার আওতায় আমার লক্ষাধিক অনুসারী ছিল। একদিন আমি গির্জার ছোট্ট একটি রুমে ঘুমাচ্ছিলাম। তখন স্বপ্নে দেখলাম, কেউ আমাকে বলছে, 'তোমার লোকদের সাদা কাপড় পরতে বলবে'। আমি ভেবে দেখি, এটা তো মুসলিমদের পোশাক। তাই সাধারণ স্বপ্ন মনে করে এটাকে আমি এড়িয়ে যাই। কিন্তু একবার, দুইবার করে কয়েকবার একই স্বপ্ন দেখতে থাকি। শেষবার আমাকে কঠোরভাবে অনুসারীদের কথাটি বলতে বলা হয়। অতঃপর আমি সবাইকে একত্র করে স্বপ্নে দেখা ঘটনা বর্ণনা করি এবং সবাইকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাই। তখন কয়েক হাযার লোক একসঙ্গে কালেমা শাহাদত পাঠ করে। আমি তাদের এমন হঠাৎ পরিবর্তনে খুবই অবাক হয়ে পড়ি।

তিনি বলেন, 'এরপর মুসলমানদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের স্বপ্নের কথা জানালে তারা জানাল, আমি হজ্জ পালন করতে মক্কায় যাব। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তা কিভাবে সম্ভব? অতঃপর সঊদী সরকারের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে হজ্জ করার সুযোগ আসলো। মক্কায় এসে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। ইহরামের সাদা কাপড় পরা হাজীদের দেখে আমার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। আজ তা সত্যে পরিণত হয়েছে। এমন সম্মানিত স্থানে আসতে পেরে আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান।

[রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা এটি পূত-পবিত্র (তিরমিযী হা/২৮১০)। তাছাড়া সাদা পোষাক সূর্যতাপ কম শোষণ করে। ফলে গরমে সাদা রঙের পোশাক পরলে স্বস্তি মেলে। এটি যে আল্লাহ্‌র প্রিয় পোষাক, অত্র ঘটনায় সেটিও প্রমাণিত হয় (স.স.)]

নিজেরাই তেল উত্তোলন করছে তালেবান সরকার

তালেবান নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান এখন নিজেরাই তেল উত্তোলন শুরু করেছে। গত ৯ই জুলাই প্রথমবারের মতো কাশগরি তেলক্ষেত্রের কূপ থেকে তেল উত্তোলন শুরু করেছে তারা।

খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে সার-ই-পুলের কাশগরি বেসিনের ১০টি কূপের ৯টি থেকে প্রায় ২০০ টন তেল উত্তোলন করা হচ্ছে। তবে উত্তোলনের ক্ষমতা ২০০ টন থেকে বাড়িয়ে হাযার টনের বেশী করা হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

তেল উত্তোলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শেখ শাহাবুদ্দীন দেলাওয়ার দেশের খনিগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উৎস আখ্যা দিয়ে বলেন, আফগানিস্তানকে খনিগুলোর যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

সার-ই-পুলের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর মোল্লা মোহাম্মাদ নাদের হকজো বলেছেন, আমরা দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছি। এ সময় গত ২০ বছরের অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলোও সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত বছর সার-ই-পুল থেকে তেল উত্তোলনের জন্য একটি চীনা কোম্পানির সাথে চুক্তি করে তালেবান। তবে তারা আমু নদীর অববাহিকা থেকে তেল উত্তোলন এবং উত্তরে তেলের রিজার্ভের বিকাশের জন্য ২৫ বছরের যে চুক্তিটি ছিল, সেটি বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর করা ঐ চুক্তি অনুযায়ী চীনা কোম্পানিটি প্রাথমিকভাবে ১৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে, যা তিন বছরে ৫৪০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে।

আফগানিস্তানে ১ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের অব্যবহৃত সম্পদ রয়েছে, যা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে।

সুইডেনে কুরআন অবমাননা : প্রতিবাদে সুইডিশ ভাষায় ১ লাখ কুরআন বিতরণের ঘোষণা

সুইডেনে পবিত্র কুরআন অবমাননার ঘটনায় অভিনব প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুয়েত। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে- সুইডিশ ভাষায় ১ লাখ কুরআনের প্রতিলিপি ছাপাচ্ছে তারা। কুয়েতের সরকারী সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, কুয়েতের 'কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স-এর সাপ্তাহিক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ আহমাদ নাওয়াফ আল-আহমাদ।

সূত্র জানায়, ইসলামী নীতি, মূল্যবোধ এবং সবার মধ্যে ইতিবাচক সহাবস্থান গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কপিগুলো সুইডেনে বিতরণ করা হবে। বিতরণে সমন্বয় করবে কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ঘৃণা, চরমপন্থা এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অনুভূতিকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সম্প্রীতি, সহনশীলতা এবং শান্তির প্রচার করাই এই পদক্ষেপের লক্ষ্য।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এভারেস্টের চেয়ে ৪ গুণ উচ্চতার পর্বত ভূগর্ভে

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট। কিন্তু সম্প্রতি সুবিশাল এক পর্বতমালার সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তারা। কারণ ভূগর্ভের কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডলের মাঝে ঐ পর্বত অবস্থান করছে বলে জানা গেছে। এভারেস্টের চেয়ে এই পাহাড়ের উচ্চতা অন্তত চার থেকে পাঁচ গুণ বেশী বলে দাবী করেছেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ভূগর্ভের বিষয়ে গবেষণা চালায় যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। ভূমিকম্প ও পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের জেরে তৈরি হওয়া তরঙ্গের সেসমিক ডেটা বিশ্লেষণ করে সুবিশাল ঐ পর্বতমালার অস্তিত্বের কথা জানতে পারেন তারা।

উল্লেখ্য, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা ৮ হাযার ৮৪৮ মিটার। অর্থাৎ প্রায় ৯ কি.মি.। অন্যদিকে ভূবিজ্ঞানীদের দাবী অনুযায়ী ভূগর্ভে লুকিয়ে থাকা ঐ পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ৩৮ কি.মি.। কিন্তু কিভাবে ভূগর্ভের ঐ অংশ পর্বত হিসাবে গড়ে উঠল? বিজ্ঞানীদের অনুমান, সম্ভবত প্রাচীনকালে টেকটনিক প্লেট গুরুমণ্ডলের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ঐ প্লেট গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মাঝে বিস্তৃত হয়ে যায়। এর ফলে এই পর্বত গজিয়ে ওঠে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

[এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি বৈচিত্র্যের অংশ। যে জন্য আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন সমূহ রয়েছে' (আলে ইমরান ৩/১৯০)। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর সৃষ্টির বহু কিছু আজও বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাতে রয়েছে। অতএব সবার উচিত কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আল্লাহ্‌র কালাম সমূহের উপর নিশ্চিন্ত বিশ্বাস পোষণ করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা (স.স.)]

জিপিএস ব্যবহার করে পাখিরা!

পৃথিবীতে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে, তা এই গ্রহকে নানাভাবে রক্ষা করে। সূর্য থেকে যে বিপজ্জনক কসমিক বিকিরণ বেরিয়ে আসে বা তার প্লাজমা বিস্ফোরণের ফলে প্রকৃতিতে যে ক্ষতিকর বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ে তার ক্ষতি প্রতিরোধ করার প্রধান অস্ত্রই এই ভূচুম্বকত্ব। এ পর্যন্ত জানাই ছিল। কিন্তু যেটা জানা ছিল না, তা হ'ল, অনেক প্রাণী এই ভূচুম্বকত্বকে দারুণ সৃষ্টিশীলতার সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম। তাদের এই কৌশলটার সঙ্গে জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) প্রযুক্তির মিল রয়েছে। এই প্রযুক্তিটি নিজের মতো করে কাজে লাগায় তারা।

বিশেষ করে পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে রয়েছে এই আশ্চর্য ক্ষমতা। তারা এই ভূচুম্বকত্বকে ব্যবহার করতে পারে একেবারে নিজেদের ইচ্ছেমতো। অন্য কিছু কিছু প্রাণীর মধ্যেও এই গুণ দেখা যায়। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাউলিং গ্রিন স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর গবেষকেরা পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে এই গুণাগুণের সন্ধান পেয়েছেন।

এই গবেষণা বলছে, পরিযায়ী পাখিরা যখন পরিযানে ব্যস্ত থাকে একমাত্র তখনই তাদের মস্তিষ্কের ঐ অংশ ভূচুম্বকত্বে সাড়া দেয়, বা বলা ভালো, ভূচুম্বকত্বকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করে। সেই হিসাবে পরিযায়ী পাখিদের মস্তিষ্কের এই 'ক্লাস্টার এন' রাতেই সক্রিয় থাকে, যেহেতু সেই সময়েই তারা দূরপাল্লার উড়ানগুলি সম্পন্ন করে। আর দিনের বেলা তারা যখন বিশ্রাম নেয়, তখন সেটি নিষ্ক্রিয় থাকে।

আমরা সবাই জানি, পৃথিবীর ভূত্বকের নীচে, ভূ-অভ্যন্তের যে গলিত লোহার স্রোত আছে সেটা থেকেই তৈরি হয় এই ভূচুম্বকত্ব এবং সেটাই পৃথিবীর চারিদিকে ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু প্রাণী হিসাবে মানুষ সে বিষয়ে উদাসীন থাকে। কেননা বিষয়টি মানুষের কাছে অদৃশ্য। এটা উপলব্ধি করার মতো কোন বডি মেকানিজম'ও নেই মানুষের। কিন্তু কোন কোন প্রাণীর শরীরে এই মেকানিজম 'ইন-বিল্ট'। এর বলেই তারা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে যেতে পারে।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৩

রাসূল (ছাঃ) কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নন, সর্বক্ষেত্রেই বিশ্ব মানবতার আদর্শ

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

যেলা পরিষদ মিলনায়তন, রাজশাহী ১৫ই জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী যেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত ও 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নন, বরং রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই বিশ্ব মানবতার আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ও অগ্রগতি। তিনি যুবসমাজকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান এবং এজন্য আদর্শবান জনশক্তি ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সুইডেনে কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের জোর দাবী জানান।

তিনি বলেন, যুবকরাই দেশের চালিকাশক্তি। তাই রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে তাদেরকে হকপন্থী ও আপোষহীন হ'তে হবে। মনে রাখতে হবে, বিপ্লব হয় বিপ্লবী মানুষের মাধ্যমে; বাতিলপন্থী, অলস ও পেটপূজারী মানুষের মাধ্যমে নয়। অতঃপর তিনি বলেন, আমরা যে লেখনী ও সংগঠন রেখে যাচ্ছি, তার মাধ্যমে বাংলার যমীনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপ্লব সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান (মেহেরপুর), 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, ড. মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীন, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র সভাপতি ডা. শওকত হাসান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শরীফুল ইসলাম।

এতদ্ব্যতীত 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, কুমিল্লা যেলা সভাপতি রূহুল আমীন, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মুশতাক আহমাদ সারোয়ার, চুয়াডাঙ্গা যেলা সভাপতি হাবীবুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি ইমরান হাসীন আল-আমীন, নরসিংদী যেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক প্রমুখ। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার দশম শ্রেণীর ছাত্র হাফেয আব্দুল্লাহ নাহিয়ান। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রোকনুযযামান (সাতক্ষীরা), ইয়াকূব আলী (মেহেরপুর), মুহাম্মাদ আল-ইমরান ও রাতুল আসলাম (রাজশাহী), মাহফূযুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ও মারকাযের মক্তব বিভাগের ছাত্র শিশুশিল্পী (৯) আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা) ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ (সাতক্ষীরা)।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন যেলা থেকে আগত 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও শুভাকাংখীগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার প্রমুখ। সবশেষে সম্মেলনের সভাপতি কর্তৃক মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে মাগরিবের প্রাক্কালে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

সম্মেলনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ পেশ করা হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম প্রস্তাবনা পাঠ করেন ও উপস্থিত সকলে তা সমর্থন করেন।-

১. দেশের ৯০% জনগণের আক্বীদা-আমলের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে।

২. প্রাথমিক হ'তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ সহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী মতবাদ প্রত্যাহার করতে হবে। সেই সাথে শিক্ষার সর্বস্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর 'সীরাত পাঠ' বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩. ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা প্রথা বাতিল করতে হবে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শালীনতাপূর্ণ পোষাক ও পর্দাপ্রথা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে নারীদের বোরকা পরা ও পর্দা পালনে বাধা সৃষ্টিকারীদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে।

৪. জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থাসহ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার সমূহ দূরীকরণার্থে ধর্মমন্ত্রণালয়ের অধীনে আহলেহাদীছ ওলামাসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সমন্বয়ে কেন্দ্র থেকে যেলা পর্যন্ত 'ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করতে হবে।

৫. দল ও কোটা ভিত্তিক নয়, বরং মেধাভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সবাইকে সমভাবে দেশ সেবার সুযোগ দিতে হবে। জাতীয়

বাজেটে যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে দক্ষ ও নিরপেক্ষ জনবল ও সৎ জনপ্রশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৬. গ্রামে-গঞ্জে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সূদ প্রথার বিস্তার এবং অফিস-আদালত থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৭. বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে মিডিয়ার মাধ্যমে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রসার বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে যত্রতত্র মাদকদ্রব্যের সয়লাব রোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. জঙ্গীবাদের ভয়ংকর থাবা থেকে ধর্মপ্রাণ যুবসমাজকে রক্ষার জন্য 'যুবসংঘ'-এর গৃহীত পদক্ষেপ সমূহকে উৎসাহিত করতে হবে।

৯. এ সম্মেলন হাদীছ অস্বীকারকারী আহলে কুরআন, শেষনবীকে অস্বীকারকারী কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ, দেওয়ানবাগী প্রভৃতি ইসলামের নামে ভ্রান্ত ফের্কাসমূহের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

১০. অত্র সম্মেলন সুইডেনে সেদেশের আদালতের অনুমতি নিয়ে ঈদুল আযহার দিন প্রকাশ্যভাবে পবিত্র কুরআন পোড়ানোর বিরুদ্ধে এবং পুনরায় পোড়ানোর হুমকি দানের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছে এবং সুইডেনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছে।

১১. এই সম্মেলন নদীভাঙ্গা অসহায় মানুষদের দ্রুত পুনর্বাসনের দাবী জানাচ্ছে। সেই সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের সিণ্ডিকেট কঠোর হস্তে ভেঙ্গে দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছে।

সম্মেলনের অন্যান্য খবর

কর্মী উপস্থিতি : দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে প্রায় দুই হাযার কর্মী ও সুধী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মূল অডিটোরিয়ামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাইরে চেয়ার ও প্রজেক্টরের ব্যবস্থা রাখা হয়।

স্টল সমূহ : সম্মেলনে সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত মিলনায়তনের বাইরে মূল গেইটের পূর্ব পার্শ্বে 'আল-'আওন' রাজশাহী-সদর যেলা কমিটির উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিং পরিচালনা করেন রাজশাহী-সদর যেলা 'আল-'আওনে'র সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকুয্যামান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১০ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনর' তালিকাভুক্ত হন।

এছাড়াও মূল গেইটের পূর্ব পার্শ্বে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সংগঠন পরিচিতি বিষয়ক স্টল স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে বই, সংগঠনের পরিচিতি, গঠনতন্ত্র, শ্লোগান সম্বলিত গেঞ্জি ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

[উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের রিপোর্ট ১৬ই জুলাই ২০২৩ রবিবার দৈনিক ইনকিলাব ৮ম পৃষ্ঠার ২-৪ কলামে ছবিসহ প্রকাশিত হয়]।

বিভাগীয় যুব সমাবেশ

কাছনা, তকিটারী, রংপুর ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের কাছনা তকিটারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে 'যুবসংঘ' রংপুর বিভাগের উদ্যোগে বিভাগীয় যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আতীকুর রহমান, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ডা. সাইফুর রহমান, লালমণিরহাট যেলার সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

সাতমাথা, বগুড়া ৮ই জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের সাতমাথাস্থ আমীনুল হক যেলা স্কুল মিলনায়তনে 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিভাগের উদ্যোগে বিভাগীয় যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশীউর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি হুমায়ূন কবীর, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মুশতাক আহমাদ সারোয়ার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুর রায্যাক।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

মাসিক ইজতেমা

ভাবনচুর, জলঢাকা, নীলফামারী ৭ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন ভাবনচুর বাজার শাহী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ নূর বক্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আশরাফ আলী ও সহ-সভাপতি রূহুল আমীন। অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় মেহমান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব অত্র মসজিদে এবং ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম তিলাই বায়তুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

একইদিন বাদ আছর কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় অত্র উপযেলার শৌলমারী আদর্শ বাজার বায়তুল কাদীম সালাফিইয়াহ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলীল, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুল কুদ্দূস ও বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠান শেষে কৈমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করে

মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় মেহমান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

উল্লেখ্য, মেহমানদ্বয় সকালে যেলার সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের কবর যেয়ারত করেন। অতঃপর রাজশাহী ফেরার পথে অসুস্থ যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুকীমুদ্দীনকে দেখতে তার বাসভবনে যান এবং তার রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন।

আল-'আওন

কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মজলিসে আমেলার নিয়মিত বৈঠকে ২০২৩-২৫ সেশনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওনের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নবগঠিত কর্মপরিষদ নিম্নরূপ :

পদবী	নাম	যেলা
সভাপতি	ডা.আব্দুল মতীন	ঢাকা
সহ-সভাপতি	ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব	রাজশাহী
সাধারণ সম্পাদক	ড. মুখতারুল ইসলাম	ঐ
সাংগঠনিক সম্পাদক	হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির	ঐ
অর্থ সম্পাদক	আব্দুল্লাহ নাবীল	সাতক্ষীরা
প্রচার সম্পাদক	শরীফুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	ডা. জাহিদুল ইসলাম	ঐ
সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন	গাইবান্ধা
দফতর সম্পাদক	খালিদুর রহমান	সাতক্ষীরা

বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলী

(স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ)

সম্পাদক	মুহাম্মাদ জাহিদ	রাজশাহী
সহ- সম্পাদক	ডা. আবুল বাশার	ঐ

(সমাজসেবা বিভাগ)

সম্পাদক	রেযওয়ানুল হক	রাজশাহী
সহ- সম্পাদক	ওয়াহিদুয্যামান	চাঁপাই নবাবগঞ্জ

প্রবাসী সংবাদ

ঈদ পুনর্মিলনী

দাম্মাম, সঊদী আরব ৩০শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরবের দাম্মাম যেলা শাখার উদ্যোগে দাম্মামের 'হায় আন-নাখিল' কমিউনিটি সেন্টারে ঈদ পুনর্মিলনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দাম্মাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দাম্মাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জামাল গাযী ছফিউল্লাহ। অন্যান্যের বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মুন্না, অর্থ সম্পাদক আইয়ূব আলী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আফসারুদ্দীন, দফতর সম্পাদক যিয়াউর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সহ-সভাপতি মাসঊদ বিন ইউসুফ, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার ও শাহাদত প্রমুখ।

রিয়াদ, সঊদী আরব ৩০শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ রিয়াদ 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরামে'র উদ্যোগে পাঠক ফোরাম কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রিয়াদ 'পাঠক ফোরামে'র সভাপতি শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরবের সভাপতি শায়খ মুশফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই ও রিয়াদ-পশ্চিম দীরা ইসলামিক সেন্টারের দাঈ শায়খ আব্দুর রব আফফান প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

হিফযুল কুরআন সমাপনী

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৫ই জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অত্র মাদ্রাসার ৮জন ছাত্রের কুরআন হিফয সমাপনী ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সোহাইলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সচিব শামসুল আলম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্য বদরুল আনাম ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিদর্শক হোসাইন আল-মাহমূদ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, অত্র অনুষ্ঠানের আগে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় অত্র মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। হিফযুল কুরআন সম্পন্নকারী ও সম্মাননা প্রাপ্ত ৮জন ছাত্র হ'ল- ১. ইমরান হোসাইন ২. তানযীম হাসান ৩. আরাফাত হোসাইন ৪. আযমীর হোসাইন ৫. আব্দুল্লাহ আল-মামূন ৬. ওমায়ের রহমান ৭. শিমুল হাসান ও ৮. আব্দুল মুন'ইম।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মুকীমুদ্দীন (৭০) গত ১৪ই জুলাই রোজ শুক্রবার বিকাল ৩-টা ১০ মিনিটে কিডনী জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন রাত সাড়ে ৮-টায় তার বাসস্থান যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন বালাগ্রাম ছকীনা দাখিল মাদ্রাসা ময়দানে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা মনোয়ার হোসাইন। অতঃপর তার দ্বিতীয় জানাযার ছালাত রাত ৯-টায় বালাগ্রাম পারিবারিক কবরস্থান সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমান। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আমানাতুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলীল, অর্থ সম্পাদক মোকছেদ আলী, রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোকছেদুর রহমানসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা মৃতের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : সন্তানরা বিভিন্ন শহরে থাকে এবং ঈদের সময় পিতা-মাতার বাড়িতে বেড়াতে আসে। এমতবস্থায় ঈদুল আযহার সময় পিতা যদি সবার পক্ষ থেকে কুরবানী দেন, সেটাই কি যথেষ্ট হবে, নাকি প্রত্যেক সন্তানকে আলাদাভাবে কুরবানী দিতে হবে?

-আব্দুল্লাহ আন-নো'মান
তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সন্তানেরা যদি পিতা-মাতার সাথে আর্থিকভাবে জড়িত থাকে কিংবা বাড়িতে এসে একই খাবারে অংশগ্রহণ করে তাহ'লে পিতা সবার পক্ষ থেকে কুরবানী দিলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু আলাদা বাড়িতে অবস্থান করলে এবং আলাদা রান্না হ'লে প্রত্যেককে আলাদাভাবে কুরবানী দিতে হবে *(বাযী, আল-মুনতাক্বা ৩/৯৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৪০৬)*।

প্রশ্ন (২/৪০২) : আমার স্বামী কথিত আহলে কুরআন মতাদর্শে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন যে, প্রত্যেক ওয়াক্তে ফরয ছালাত দু'রাক'আত করে। তার মতে, প্রচলিত হাদীছগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষণে আমি কি তার সাথে সংসার করতে পারব?

-শাহনাজ পারভীন
ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যারা কুরআনের সাথে হাদীছকে শরী'আতের দলীল হিসাবে বিশ্বাস করে না, তারা সুস্পষ্ট কাফির। কারণ হাদীছ অনুসরণ করা কুরআনেরই নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে' *(নিসা ৪/৮০)*। এরূপ অসংখ্য আয়াত আছে যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুসরণ করাকে অপরিহার্য বলা হয়েছে। কেননা রাসূল (ছাঃ) নিজের মনগড়া কোন কথা বলতেন না, বরং তার ওপর যা অহী নাযিল হ'ত, তা-ই বলতেন *(নাজম ৩-৪)*। রাসূল (ছাঃ) হাদীছ অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, 'আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা পৌঁছলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানি না। যা আল্লাহ্র কিতাবে পাব, তারই আমরা অনুসরণ করব' *(আবুদাউদ হা/৪৬০৫; মিশকাত হা/১৬২)*। তিনি আরো বলেন, 'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন এক সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকে হালাল জানবে। আর সেখানে যা হারাম পাবে, তোমরা তাকে হারাম জানবে। অথচ আল্লাহ্র রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার ন্যায়' *(আবুদাউদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩)*। তিনি আরো বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা মযবূতভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬; হাকেম হা/৩১৮; ছহীহুল জামে' হা/২৯৩৭)*।

সুতরাং যারা হাদীছকে অস্বীকার করে, তারা কুরআনের নির্দেশ অমান্য করার কারণে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতার কারণে সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে সুস্পষ্ট কাফির এবং মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষণে কোন স্বামী যদি হাদীছকে অস্বীকার করে তাহ'লে স্ত্রী প্রথমে স্বামীকে সঠিক ইসলামের দাওয়াত দিবে। অতঃপর স্বামী কোনভাবেই তা মেনে না নিলে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা কোন মুসলমান ব্যক্তি কাফিরের জন্য হালাল নয় *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৪/৩১৫)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদে প্রতিদিন মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে টাকা ও সোনা-দানা দান করে এবং বিশেষ নেকীর আশায় জুম'আর ছালাত আদায় করতে আসে। এসব মানুষ বিশ্বাস করে যে, এখানে দান-মানত বা জুম'আর ছালাত আদায় করলে মনের আশা পূরণ হয় এবং অধিক নেকী অর্জিত হয়। এরূপ বিশ্বাস সঠিক কি?

-বদরুল আলম
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : প্রথমতঃ হাদীছে বর্ণিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত কোন মসজিদে ছওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ব্যতীত (ছওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যায় না। সেগুলো হ'ল মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আক্বছা' *(বুখারী হা/১১১৫; মুসলিম হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৬৯৩)*। অন্য সকল মসজিদের গুরুত্ব সমান।

দ্বিতীয়তঃ মনের আশা পূরণ করা বা না করার বিষয়টি আল্লাহ্র হাতে। এতে কোন মসজিদ বা স্থানের গুরুত্ব নেই। আল্লাহ বলেন, 'আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সব বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে এরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুফারিশকারী' *(ইউনুস ১০/১৮)*। তৃতীয়তঃ কোন স্থান বা মসজিদ মানুষের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে এমন বিশ্বাস করা শিরক। যা থেকে বেঁচে থাকা মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

অতএব 'মনের আশা পূরণ হয়' এই নিয়তে উক্ত মসজিদে সফর করা, জুম'আ আদায়ের উদ্দেশ্যে আগমন করা, মানত করা বা দান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ থেকে বেঁচে থাকা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : মানুষ ও পাথরকে জাহান্নামের ইন্ধন হিসাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষণে কোন পাথর বা মানুষকে জাহান্নামের ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হবে?

-মুবাল্লিগ হোসাইন, দিনাজপুর।

উত্তর : পাপী মানুষ ও পাথরকে জাহান্নামের অন্যতম ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হবে। মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহতে অবিশ্বাসী, বিদ্রোহী এবং পাথরের মধ্য হ'তে ঐ সকল পাথরকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হবে, যে সকল পাথর দ্বারা মূর্তি বানিয়ে আল্লাহ্র সাথে শিরক করা হয়। এর উদ্দেশ্য পাথরকে শাস্তি দেওয়া নয় বরং মূর্তিপূজারীদের পুজিত বস্তুর হীনকর অবস্থা বর্ণনা করা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন' *(জিন ৭২/১৫)*। তিনি আরো বলেন, বস্তুতঃ তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা পূজা কর, সবই তো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে *(আম্বিয়া ২১/৯৮)*। আর পাথরের মূর্তিগুলোকে জাহান্নামের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের পাশাপাশি বিরাটকায় দুর্গন্ধযুক্ত কঠিন কালো (সালফার) পাথরও জাহান্নামের ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হবে, যা বহুগুণে দাহ্যকর *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ১/১১০)*।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : আমরা কয়েকজন মিলে অনলাইন থেকে পড়াশুনা সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কোর্স কিনতে চাচ্ছি। প্রতিটি কোর্সের মূল্য কয়েক হাজার টাকা। তাই সবাই সম্মিলিতভাবে কিনলে প্রত্যেকের উপকার হয়। কিন্তু কোর্স-এর পাঠদানকারী বলছেন, প্রত্যেককে আলাদাভাবে কিনতে হবে, না হ'লে পরকালে তিনি ক্ষমা করবেন না। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

-রিফাত হোসাইন ফাহীম
ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন জিনিস তার অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। সেটা যে ধরনের বস্তুই হোক। সুতরাং কপিরাইট করা থাকলে বা মালিকের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকলে সে জিনিস গ্রহণ করা নাজায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৫/৪১৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/১৮৮; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৯/১৭৮)*। অতএব এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উক্ত ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে তার অনুমতিসাপেক্ষে সম্মিলিতভাবে কোর্সগুলো কেনা যেতে পারে, নতুবা নয়।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : সূরা ইখলাছ ১০ বার পাঠ করলে জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-মিশকাত উজ্জ্বল, মাতুয়াইল, ঢাকা।*
**[সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ ছহীহ *(আহমাদ হা/১৫৬৪৮; ছহীহাহ হা/৫৮৯)*। অতএব উক্ত ফযীলত প্রাপ্তির আশায় সূরা ইখলাছ পাঠ করা যায়।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : ঘর-সংসার সামলানো ও স্বামী-সন্তানের সেবা-যত্ন করতে নারী কি বাধ্য? এর শারঈ কোন ভিত্তি আছে কি?

-ফারযানা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ঘর-সংসার সামলানো ও স্বামী এবং সন্তানদের দেখাশুনা করা স্ত্রীর মৌলিক দায়িত্ব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। এজন্য সে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'নারী তার গৃহ ও সন্তানদের তদারকির ব্যাপারে দায়িত্বশীল' *(ফাৎহুল বারী ১৩/১১৩)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, স্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব হ'ল তার সন্তানদের আদব-কায়দা শেখানো এবং তাদের বিষয়াদি ঠিকঠাক রাখা *(শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৩/১৫০; আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/৫১৭)*। সুতরাং স্বামীর অনুগত থেকে তার প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা এবং তার ঘর-সংসার ও সন্তানাদির সার্বিক দেখভাল ও সম্পদের সংরক্ষণ করা স্ত্রীর শারঈ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : পিতা ছূফীবাদী আক্বীদাসহ নানা শিরকী আক্বীদায় বিশ্বাসী। নিয়মিত ছালাতও আদায় করেন না। তিনি আমার বিয়ের ওলী হ'তে পারবেন কি?

-উম্মে হালীমা, ঢাকা।

উত্তর : সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র পরেই পিতা-মাতার অবস্থান। সেজন্য পিতা-মাতার হেদায়াতের জন্য দো'আ করবে এবং নছীহত করবে। এক্ষণে পিতা যদি স্পষ্ট শিরকী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন এবং তার মাঝে সংশোধনের ইচ্ছা না থাকে, তবে তিনি মেয়ের বিবাহের অভিভাবকত্ব হারাবেন এবং পরবর্তী অভিভাবকগণ তথা দাদা, চাচা, ভাই প্রমুখ দায়িত্ব পালন করবেন *(ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/১৪৮-৪৯, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৮৪ প্রভৃতি)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : আমার স্বামী ৩-৪ বছর পরপর ৩৫০ থেকে ৪০০ আত্মীয়-স্বজন নিয়ে মিলনমেলার আয়োজন করে থাকেন। সেখানে অধিকাংশ মহিলা আত্মীয়রা সঠিকভাবে পর্দা করেন না। সেখানে স্টেজে পরিচয়পর্ব থাকে। তাকে পর্দার বিষয়টি বললে তিনি বলেন, রক্তের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য এভাবে আয়োজন করা প্রয়োজন। এটা সঠিক হচ্ছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা বা দৃঢ় করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উত্তম কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সালাম প্রদানের মাধ্যমে হ'লেও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর' *(ছহীহাহ হা/১৭৭৭)*। তবে যে কোন বৈধ আয়োজন শারঈ বিধান অক্ষুণ্ণ রেখেই করতে হবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*। এক্ষণে আত্মীয়-স্বজনদেরকে পর্দার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে নছীহত করতে হবে এবং নারী ও পুরুষের জন্য পর্দার পৃথক

ব্যবস্থা রেখে এমন আয়োজন করা যেতে পারে। তবে কেবল মিলনমেলা নয়; বরং অধিকতর প্রয়োজন হ'ল গরীব আত্মীয়-স্বজনকেকে সাহায্য করা। তাতে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাবে *(তিরমিযী হা/৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; মিশকাত হা/১৯৩৯)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : এক ব্যক্তির বিবাহপূর্ব জনৈকা নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বিবাহের পর আগের সম্পর্ক থেকে তওবা করা সত্ত্বেও ভুলবশত তার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়। এখন সে চরম অনুতপ্ত এবং হতাশায় ভুগছে। তওবা করে এর ক্ষমা পাওয়া যাবে কি? অপকর্মের কারণে বিবাহিত স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের কোন ক্ষতি হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে। বান্দা তার পাপ থেকে ফিরে আসতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বিশুদ্ধ তওবা করলে আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা কবুল করেন তার মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪৩)*। তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে- (১) একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার নিয়তে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন মানুষের হৃদয় ও কর্ম উভয়টির দিকে দৃষ্টি দিবেন *(মুসলিম হা/২৫৬৪; ঐ, মিশকাত হা/৫৩১৪)*। (২) কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে। (৩) পুনরায় সে গোনাহে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। উল্লেখ্য, যদি পাপটি বান্দার সাথে যুক্ত থাকে, তাহ'লে উপরের তিনটি শর্ত পূরণের সাথে চতুর্থ শর্ত হিসাবে তাকে বান্দার নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে ও তাকে খুশী করতে হবে। নইলে তার তওবা শুদ্ধ হবে না' *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, 'তওবা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, কোন নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ইসলামী দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত মহাপাপ। ইসলামী রাষ্ট্র দণ্ডবিধি প্রয়োগ করবে। তবে অবৈধ সম্পর্কের অপরাধে বৈধ সম্পর্ক নষ্ট হবে না। অতএব বিবাহিত স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যেনা হালাল সম্পর্ককে হারাম করতে পারে না' *(ইবনু শায়বাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৮১, ৬/২৮৭-৮৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : আমি জানি যে, কর্যে হাসানাহ দেওয়া অধিক নেকীর কাজ। কিন্তু আমি যদি নিশ্চিত জানতে পারি যে সে আমার টাকা নিয়ে এনজিওর কিস্তির টাকা পরিশোধ করে এবং নতুনভাবে ঋণ নেয়। সেক্ষেত্রে কি আমি অন্যায় কাজে সহযোগিতার দায়ে পাপী হব?

-সিরাজুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : জেনেশুনে এমন অপরাধে সহযোগিতা করলে পাপী হ'তে হবে। এজন্য তাকে ঋণ দেওয়ার সময় শর্ত করে নিতে হবে যে, উক্ত টাকা কোন অবৈধ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সে ওয়াদা দিলে তাকে ঋণ দিবে, অন্যথায় দিবে না। কারণ পাপের কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। তবে কোন ব্যক্তি সূদী ঋণ থেকে খালেছ তওবা করে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করলে তাকে সূদমুক্ত হওয়ার জন্য সহযোগিতায় দোষ নেই।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : আমাদের এলাকায় বন্ধক দু'ভাবে হয়ে থাকে। যেমন আমার এক বিঘা জমি আছে, টাকার প্রয়োজন, কিন্তু জমি বিক্রি করা সম্ভব নয়। অন্য একজনের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা নিয়ে আমার জমি তাকে দিলাম। সেক্ষেত্রে যতদিন টাকা ফেরত না দিচ্ছি ততদিন এই জমি তার দখলে থাকবে এবং তিনি চাষাবাদ করবেন এবং এর থেকে প্রাপ্ত সকল ফসল তিনি নিজেই ভোগ করবেন। দ্বিতীয়তঃ জমি আমার দখলে থাকবে এবং আমিই এর চাষাবাদ করবো। যদি তিনি চাষাবাদের খরচ বহন করেন তাহ'লে ফসলের অর্ধেক ভাগ পাবেন আর চাষাবাদের খরচ বহন না করলে ৩ ভাগের এক ভাগ ফসল পাবেন। আমি বিভিন্নভাবে জানতে পেরেছি প্রথম নিয়মটি স্পষ্ট সূদ। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতীয় নিয়মে বন্ধক দিলে সেটা কি সূদ হবে?

-সাইফুল ইসলাম, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : উল্লিখিত দ্বিতীয় পদ্ধতিও সূদী। কারণ এখানে ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত লাভ তথা তিন ভাগের এক ভাগ ফসল নেওয়া হচ্ছে। আর যে ঋণ লাভ নিয়ে আসে সেটাই সূদ। উবাই ইবনে কা'ব, ইবনে মাস'উদ ও ইবনে আব্বাসসহ (রাঃ) অনেক ছাহাবী তা গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন *(বায়হাক্বী, ইবনু আবী শায়বাহ হা/২০৬৮৯; ইরওয়া হা/১৩৯৭, সনদ ছহীহ)*। অতএব উক্ত পদ্ধতিতেও জমি বন্ধক রাখা যাবে না।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : স্বেচ্ছায় বিষ খাওয়া বা গলায় দড়ি দেওয়া ব্যক্তির পরকালীন শাস্তি কি? তারা কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে?

-মা'রূফ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ। এই মহাপাপের ভাবনা থেকে মুমিনকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। যে ব্যক্তি যেভাবে আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে সে সেই পদ্ধতিতেই শাস্তি ভোগ করবে। তবে তাওহীদে বিশ্বাসী আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি স্থায়ী জাহান্নামী হবে না। বরং শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে ফিরে আসবে। এক্ষণে যে সকল হাদীছে আত্মহত্যাকারীর স্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর তিনটি অর্থ হ'তে পারে- (১) কেউ যদি আত্মহত্যাকে বৈধ মনে করে এই পাপে জড়িয়ে পড়ে তাহ'লে সে কাফির হয়ে যাবে এবং স্থায়ী জাহান্নামী হবে। (২) যে কোন কষ্ট, দুঃখ বা বিপদের কারণে শয়তানী প্ররোচনায় আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু এই অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পর তা থেকে বেরিয়ে আসবে। স্থায়ী বলতে সুদীর্ঘ সময় বা এই পাপের কঠোরতা বুঝানো হয়েছে যা থেকে মুমিনের হেফাযতে থাকা আবশ্যক *(বিন বায,*

ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব)। (৩) আত্মহত্যা এমন এক মহাপাপ, যা স্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কারণ। কিন্তু তাওহীদ বিশ্বাস থাকার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/১৫১-১৫২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৩৩১)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : একজন পুরুষ কি তার মা, খালা, ফুফুর সাথে কোলাকুলি করতে পারবে? অন্যদিকে একজন নারী কি তার পিতা, চাচা বা মামার সাথে কোলাকুলি করতে পারবে? আমার জানামতে নারীদের জন্যও পরস্পর বুক মিলিয়ে কোলাকুলি করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?

-সুমাইয়া, খুলনা।

উত্তর : কোলাকুলি বা মুআ'নাকা অর্থ কাঁধে কাঁধ মিলানো এবং মহব্বতে জড়িয়ে ধরা। মাহরাম পুরুষ বা নারীর সাথে সাধারণভাবে কোলাকুলি করা যায়। তবে বিরত থাকাই উত্তম। আর কোলাকুলির বিষয়টি সফর থেকে ফিরে আসা ব্যক্তির সাথে খাছ বলে বিদ্বানগণ আলোকপাত করেছেন *(বিন বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৭৭-৭৯; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৭৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/১২৮)*। উল্লেখ্য যে, কোলাকুলির বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যেগুলো সামাজিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ কোলাকুলি করা নিষিদ্ধ *(মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা ৪৩৮ পৃ.; ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ১৩/১৯)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : জনৈক ব্যক্তি ২০ শতক জমি ৩০ হাযার টাকায় এই শর্তে বিক্রি করেছে যে সে যদি কখনো টাকা ফেরত দিতে পারে, তাহ'লে ক্রেতা জমি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এতে জমি রেজিষ্ট্রি হবে না। ফলে জমি সে অন্য কারো কাছে বিক্রিও করতে পারবে না। এরূপ বিক্রি জায়েয হবে কি?

-ছাকিবুর রহমান, বরিশাল।

উত্তর : এই পদ্ধতিতে জমি বিক্রয় হয়নি; বরং টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক রাখা হয়েছে। এরূপ পদ্ধতিতে জমি বন্ধক রাখা জায়েয। তবে বন্ধক গ্রহীতা উক্ত জমি চাষাবাদ করে উপকার লাভ করতে পারবে না। কারণ বন্ধককৃত জমি থেকে উপকার গ্রহণ করা সূদ *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২৮৯)*। আর যে ঋণ লাভ আনয়ন করে সেটাই সূদ *(ইরওয়া হা/১৩৯৭)*। উবাই ইবনে কা'ব, ইবনে মাস'উদ ও ইবনে আব্বাসসহ (রাঃ) অনেক ছাহাবী এরূপ গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন *(বায়হাক্বী, ইবনু আবী শায়বাহ হা/২০৬৮৯; ইরওয়া হা/১৩৯৭, সনদ ছহীহ)*। অতএব উক্ত পদ্ধতিতে বিক্রয় করা যাবে না এবং এর দ্বারা যে ব্যক্তির কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে তিনি কোন উপকারের বিনিময় হিসাবে গ্রহণ করবেন না।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : আমি পাঁচ সন্তানের জননী। কয়েক বছরে গ্রহণযোগ্য শারঈ কারণে অনেকগুলো ফরয ছিয়াম ক্বাযা হয়ে গেছে। বর্তমানে আগের সেসব ছিয়াম পালন করার মত শারীরিক সক্ষমতা আমার নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কী?

-মাশকূরা ছিদ্দীকা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : শারঈ কারণে ছুটে যাওয়া বিগত বছরের ছিয়ামগুলোর ক্বাযা আদায় করতে হবে *(মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২; ওছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম ৪৫৫পৃ.)*। এক্ষণে নারীর বার্ধক্যের কারণে বা অসুস্থতার কারণে যদি ছিয়ামগুলোর ক্বাযা আদায়ে সক্ষমতা না থাকে, তাহ'লে প্রতিটি ছিয়ামের বিনিময়ে ফিদিয়া প্রদান করতে হবে কিংবা একজন করে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে *(ফাতাওয়াছ ছিয়াম ১২১ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : জনৈক শিক্ষক মসজিদে আগেই উপস্থিত হন। কিন্তু দায়িত্বের কারণে তাকে ছাত্রদের দাঁড়ানোর পর জামা'আতে শরীক হ'তে হয়। এক্ষণে তিনি তাকবীরে উলার সাথে ছালাত আদায়ের নেকী পাবেন কি?

-আমীনুল ইসলাম, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর : তাকবীরে উলার সময়সীমার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে, ইমাম যখন তাকবীরে তাহরীমা প্রদান করবেন তখন মুছল্লীকে মসজিদে উপস্থিত থেকে ছালাতে অংশগ্রহণ করতে হবে, তাহ'লে সে তাকবীরে উলা'র ফযীলত লাভ করবে, অন্যথায় নয়। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, মুস্তাহাব হ'ল, ইমামের তাকবীরে তাহরীমা পাঠের পূর্বে কাতারে শামিল হওয়া। 'আল্লাহু আকবার' বলার পরে কেউ শামিল হ'লে তাকবীরে উলার ফযীলত পাবে না *(রওযাতুত ত্বালেবীন ১/৪৪৬)*। আর এটিই শায়খ উছায়মীন, ছালেহ আল-ফাওযান প্রমুখ বিদ্বানদের অভিমত *(ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২/১৯২; আল-মুলাখখাছুল ফিক্বহী ১/১৪০)*। অপর একটি মতে, সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত পর্যন্ত। কারণ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা ছালাতের ইক্বামত শুনলেই ওযূ করে ছালাত আদায় করতে আসতাম *(আবুদাউদ হা/৫১০; ইবনু হিব্বান ১৬৭৪, সনদ হাসান)*। এই মতকে সমর্থন করেছেন ইমাম আবু হানীফাসহ একদল বিদ্বান *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/২০৬; রাদ্দুল মুহতার ৪/১৩১)*। তবে প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তি যতদ্রুতসম্ভব ছালাতে যোগদান করবেন এবং আশা করা যায় ওযরের কারণে তিনি তাকবীরে উলার নেকী পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : আমি মৃত্যুকে স্মরণের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রতিদিন সকালে পিতার কবর যিয়ারত করি এবং সেখানে দাঁড়িয়ে মা'সহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য দো'আ করি। নিয়মিতভাবে এরূপ করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : কবর যিয়ারত মৃত্যুকে স্মরণ করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কিন্তু যে সকল ইবাদতের ব্যাপারে হাদীছে সময়, কাল বা স্থান নির্ধারণ করা হয়নি সেগুলো পালন করার ক্ষেত্রে নিয়ম বানিয়ে নেওয়া যাবে না। বরং মাঝে মধ্যে কবর যিয়ারত করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য দো'আ করবে। এমনকি জুম'আর দিনকেও কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/১১৩; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৯/০২)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : মেয়েরা পর্দার মধ্যে থেকে তোলা ছবি নিজের ফেসবুক পেজে শেয়ার করতে পারবে কি? বিশেষতঃ যে পেজের ফ্রেন্ড লিস্টে অনেক গায়ের মাহরাম পুরুষ রয়েছে?

-ইবনু আনন, মানিকদী, ঢাকা।

উত্তর : পর্দার সাথে হ'লেও ফেসবুকে অপ্রয়োজনীয় ও যথেচ্ছ ছবির ব্যবহার থেকে নারীদের সতর্ক থাকা উচিৎ। কারণ এতেও ফিৎনা ছড়ানোর আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : মেয়ের পিতা বিদেশে থাকেন। অন্য নিকটাত্মীয় তেমন কেউ বিবাহে উপস্থিত থাকবেন না। এক্ষণে পিতা তার পরিচিত কাউকে ফোনে ওলীর দায়িত্ব দিলে বিবাহ শুদ্ধ হবে কি?

-ইয়াসীন হামীদ, তাবূক, সঊদী আরব।

উত্তর : পিতা যে কাউকে ওলীর দায়িত্ব দিয়ে মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাছাড়া আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেও মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন। বরং আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেই ওলী হিসাবে মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করা উত্তম হবে *(ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২০/২০৮)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : পায়ের ব্যথার কারণে মসজিদের টাইলসের উপর ছালাত আদায় কষ্টকর হ'লে পৃথক জায়নামাযে (মুছাল্লায়) ছালাত আদায় করায় বাধা আছে কি?

-ইয়াকূব, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : অসুস্থতার কারণে পৃথক জায়নামায (মুছাল্লা) ব্যবহার করে ছালাত আদায় করা যাবে। এতে কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৭৯)*।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : একবার সহবাসের পর ওযূ না করে পুনরায় মিলিত হ'লে এবং মিলনের পর গর্ভবতী হ'লে ঐ বাচ্চার কোন সমস্যা হয় কি?

-রোকন খান, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সুন্নাত হচ্ছে দ্বিতীয়বার মিলনের পূর্বে ওযূ করে নেওয়া। কারণ এতে মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় *(ছহীহুল জামে' হা/২৬৩)*। তবে ওযূ বা গোসল না করলেও কোন বাধা নেই *(ত্বাহাবী, শরহু মা'আনিল আছার হা/৭৮৯)*। সুতরাং ওযূ ছাড়া মিলন করার পর গর্ভে সন্তান আসলে সন্তানের কোন সমস্যা হওয়ার কারণ নেই। এটি সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারমাত্র।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : চাচা অন্যায় করার কারণে আমার পিতা দাদার সম্মতিতে দাদার পুরো সম্পদ নিজের নামে করে নিয়েছেন। এখন পিতা মারা যাওয়ার পর চাচাকে সম্পত্তির ভাগ দেওয়া কি আমাদের জন্য আবশ্যক?

-সাইমন হোসাইন, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পিতা ও দাদার পরকালীন মুক্তির জন্য চাচার প্রাপ্য অংশ প্রদান করা ভাতীজাদের উপর আবশ্যক *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৯/৪৯৪)*। কারণ আল্লাহ তা'আলা ওয়ারিছদের নায্য অধিকার কুরআনে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং রাসূল (ছাঃ) হাদীছে সন্তানদের মাঝে ইনছাফ করাকে ফরয করে দিয়েছেন *(নিসা ৪/১১; বুখারী হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯)*। এখানে কারো ব্যক্তিগত অন্যায় ধর্তব্য নয়। সুতরাং ভাতীজাদের জন্য করণীয় হ'ল, চাচার প্রাপ্য অংশ বের করে তার নিকট হস্তান্তর করা।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : পাত্র-পাত্রী ছাত্র অবস্থায় বিবাহ করতে চায় এই শর্তে যে, ছেলে চাকুরী হওয়ার আগ পর্যন্ত ছেলের পিতা ছেলের খরচ বহন করবে এবং মেয়ের পিতা মেয়ের সব খরচ বহন করবে। এমন শর্তে বিয়ে করা বৈধ হবে কি?

-আবূ সাঈদ ছাকিব

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

উত্তর : এমন শর্তে বিয়ে করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়েয হবে না' *(আবুদাউদ হা/৩৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৭১৪)*। সুতরাং আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করে বিয়ে করবে। তিনিই রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও। যদি তারা নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন *(নূর ২৪/৩২)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলতেন, 'তোমরা বিবাহের মাধ্যমে রিযিক অন্বেষণ কর। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন *(তাফসীরে ত্বাবারী ১৯/১৬৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, তাকে সাহায্য করা আল্লাহ্র জন্য হক হয়ে যায় *(তিরমিযী হা/১৬৫৫; মিশকাত হা/৩০৮৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৩০৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অমুসলিম শিক্ষার্থীরা তাদের উপাসনালয় নির্মাণের আবেদন করে মিছিল-মিটিং করছে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় কি?

-হাসীবুর রশীদ, রাজশাহী।

উত্তর : কর্তৃপক্ষ তাদের ধর্ম পালনের সুযোগ দিতে পারে, তবে ধর্ম পালনে সহায়তা করবে না। কারণ তাদের ধর্ম পালন অর্থ আল্লাহ্র সাথে শিরক করা। আর কোন শিরকী কাজে কোনভাবেই সহায়তা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী *(মায়েদাহ ৫/০২)*। এক্ষণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অমুসলিমদের আর্থিক সহায়তা দিতে বাধ্য করলে বাধ্যগত অবস্থায় সহায়তা করা যাবে। এতে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না *(নাহল ১৬/১০৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : ক্বিয়ামতের আলামত হ'ল, 'লোকেরা মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করবে কিন্তু সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না'- মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে, লোকেরা মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে চলে যাবে। অথচ তাতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না এবং পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে সালাম প্রদান করা হবে না *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৩২৬; ছহীহাহ হা/৬৪৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : অসুস্থতা, দুর্বলতা বা অন্য কারণে দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য কি ইমামতি করা বৈধ? এ ক্ষেত্রে মুক্তাদীগণ কিভাবে তার পেছনে ইক্তেদা করবে?

-শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী।

উত্তর : অসুস্থ বা মা'যূর ব্যক্তি বসে ইশারায় রুকূ-সিজদা করে ইমামতি করতে পারবেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) ওযরের কারণে বসে ছালাতে ইমামতি করেছিলেন। আর আবুবকর (রাঃ) তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে *ইক্তেদা* করেছিলেন *(বুখারী হা/৬৮৭; মুসলিম হা/৪১৮; মিশকাত হা/১১৪৭)*। এক্ষণে ইমাম দাঁড়িয়ে ছালাত শুরু করার পর যদি অসুস্থতার কারণে মাঝে বসে ছালাত আদায় করেন, তবে মুক্তাদীরা বাকী ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে *(বুখারী হা/৬৬১; মিশকাত হা/১১৪৭)*। আর অসুস্থ ইমাম বসে ছালাত শুরু করলে মুক্তাদীরাও বসে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/৬৮৮; মিশকাত হা/১১৩৯)*। অতএব অসুস্থ বা মা'যূর ব্যক্তির ছালাতে ইমামতি করায় বাধা নেই, যদি মুক্তাদীদের অনুসরণে সমস্যা না হয়।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : ত্বাওয়াফের সময় কথা বলা যায় কি? ত্বাওয়াফরত অবস্থায় এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ভিডিও কলে কথা বলা বা ভিডিও করা যাবে কী?

-শাহরিয়ার, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ত্বাওয়াফ অবস্থায় অতি সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথা বলা যায়। তবে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা বা ভিডিও ধারণ করার মত অতিরঞ্জিত কর্ম থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, বায়তুল্লাহ্‌র ত্বাওয়াফ, ছাফা-মারওয়ার সাঈ এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র যিকরের জন্য *(আবুদাউদ হা/১৮৮৮; আহমাদ হা/২৪৫১২, সনদ হাসান)*। তিনি আরো বলেন, বায়তুল্লাহ্‌র ত্বাওয়াফ করা ছালাতের ন্যায়। অতএব কথা কম বলবে *(নাসাঈ হা/২৯২২)*। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ ছালাতের ন্যায়। তবে এতে আল্লাহ তা'আলা কথা বলার বৈধতা রেখেছেন *(হাকেম হা/১৬৮৬; ইরওয়া হা/১২১)*। অতএব ত্বাওয়াফের আদব রক্ষার্থে এবং খুশু-খুযূ বজায় রাখার জন্য অপ্রয়োজনীয় কথা বা ভিডিও করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : ছেলের ক্রয়কৃত জমিতে মা ছেলের অনুমতি সাপেক্ষে একটি ভবন নির্মাণ করেছে, যেখানে মা ও ছেলে পরিবার সহ বসবাস করত। ভবনের অন্য ফ্ল্যাট থেকে ২০ হাযার টাকা ভাড়া আসে। করোনায় ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এক্ষণে উক্ত ভাড়া মা পাবেন না ছেলের পরিবার পাবে?

-তান'ঈম, গোপালগঞ্জ।

উত্তর: উক্ত সম্পদে মা ও ছেলের পরিবার উভয়ে অংশীদার হবে। কারণ একজন জায়গা ক্রয়ে বিনিয়োগ করেছেন, অন্যজন ভবন নির্মাণে বিনিয়োগ করেছেন। পূর্ব থেকে লিখিত বা মৌখিক চুক্তি থাকলে সে অনুপাতে উভয় পরিবার লভ্যাংশ ভোগ করবেন। না থাকলে মা এবং ছেলের পরিবার সমঝোতার মাধ্যমে লভ্যাংশ ভাগ করে নিবেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৫/২৩-২৪)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : যে রোগীর জন্য দাঁড়ালে বসা কষ্টকর হয়, বসলে দাঁড়াতে কষ্টকর হয়, তিনি কীভাবে ছালাত আদায় করবেন? তিনি কি তার সম্পূর্ণ ছালাতে বসে পড়বেন; নাকি দাঁড়িয়ে পড়বেন?

রাক্বীবুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : যিনি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে সক্ষম, কিন্তু বসতে অক্ষম, তিনি দাঁড়িয়েই ছালাত আদায় করবেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। তিনি রুকূ ও সিজদা দাঁড়ানো অবস্থাতেই ইশারায় আদায় করবেন। রুকূতে সামান্য মাথা নোয়াবেন এবং সিজদাতে কিছু বেশী মাথা নোয়াবেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/১০৭)*। কেননা 'আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*। আর দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে, বসেই ছালাত আদায় করবেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'যখন রাসূল (ছাঃ) ভারী হয়ে গেলেন, তখন তিনি অধিকাংশ (নফল) ছালাত বসে পড়তেন' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১১৯৮)*।

উল্লেখ্য যে, সাময়িক অক্ষমতা, ক্ষতি বৃদ্ধির আশংকা, অতি কষ্টসাধ্য হওয়া সবই অক্ষমতার পর্যায়ভুক্ত *(নববী, রওযাতুত ত্বলিবীন ১/২৩৪; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/১০৬)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) একদা ঘোড়ায় চড়েন। ফলে তার ডান পাঁজরে আঁচড় লাগে। আনাস বলেন, এ সময় তিনি কোন এক ছালাত আমাদের নিয়ে (ব্যথার কারণে) বসে আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে আদায় করি *(বুখারী হা/৭৩২)*। এই হাদীছে সুস্পষ্ট যে, তিনি দাঁড়াতে অক্ষম ছিলেন না। কিন্তু দাঁড়ানো কষ্টসাধ্য হওয়ায় তিনি বসে ছালাত আদায় করেন। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) একদা ইমরান বিন হুছায়েনকে বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। যদি না পার, বসে আদায় কর। যদি তা-ও না পার তবে শুয়ে আদায় কর *(বুখারী হা/১১১৭; মিশকাত হা/১২৪৮)*।

অন্য হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ) তাঁর এক অসুস্থ ছাহাবীকে দেখতে গেলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি তার কাছে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি কাঠের উপর

কপাল রেখে ছালাত আদায় করছেন (কাঠের উপর সিজদা করছেন)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইশারা করলে তিনি কাঠটি ছুঁড়ে ফেলে একটি বালিশ নিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি বালিশ সরিয়ে দাও এবং যদি পার মাটিতে সিজদা কর; অন্যথায় ইশারা করে আদায় কর। আর রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা কিছুটা বেশী নীচু কর' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৩০৮২; ছহীহাহ হা/৩২৩)*। সুতরাং শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছালাতের যে কোন রুকন সাধ্য মোতাবেক দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে কিংবা ইশারায় আদায় করা যাবে। এতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : পিতা হালাল উপার্জন করেন। কিন্তু দাদী কয়েকটা এনজিও থেকে কিস্তি তোলেন। যৌথ পরিবার হওয়ায় আমাদের মধ্যে হালাল-হারাম সংমিশ্রণ হয়ে যাচ্ছে। দাদা-দাদীকে অনেক বুঝানোর পরও তারা বুঝতে চান না। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-মাইশা সাবা, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

*[আরবীতে বোধগম্য ইসলামী নাম রাখুন *(স.স.)*]

উত্তর : নছীহত করা সত্ত্বেও দাদা-দাদী তওবা না করলে তাদের হারাম আয়ের জন্য তারাই দায়ী হবেন। পরিবারের অন্য সদস্যরা নয়। কারণ একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না *(বাক্বারাহ ২/২৮৬; আন'আম ৬/১৬৪)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : ছালাতের জন্য ওযূর পানি বা তায়াম্মুমের মাটি পাওয়া না যাওয়ায় সেভেন আপ (কোল্ড ড্রিংক্স) দিয়ে ওযূ করেছি? এটা জায়েয হয়েছে কি?

-আশরাফুল ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: কোল্ড ড্রিংক্সে পানির রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়। অতএব এতে ওযূ করা জায়েয হবে না। এতে ওযূ করে ছালাত আদায় করলে তাকে পুনরায় পবিত্র পানিতে ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে *(মুগনী ১/১১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/২৬)*। উল্লেখ্য যে, পবিত্র পানি বা তায়াম্মুমের মাটি পাওয়া না গেলে বাধ্যগত অবস্থায় ওযূ বা তায়াম্মুম ছাড়াই ছালাত আদায় করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/১৮৪)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সাময়িকভাবে টাখনুর নীচে কাপড় নামানো যাবে কি?

-বোরহান খান, গাইবান্ধা।

উত্তর : শারঈ ওযর থাকলে বাধ্যগত অবস্থায় এমনটি করা যাবে, নতুবা নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে পাজামা বা লুঙ্গী টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে চলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৩১১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যেটুকু টাখনুর নীচে থাকবে, সেটুকু জাহান্নামের আগুণে জ্বলবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৩ 'পোষাক' অধ্যায়)*। টাখনুর নীচে আজকাল যেভাবে ঝুলিয়ে ফুলপ্যান্ট-পাজামা তৈরী ও পরিধান করা হয়, তা অহংকারবশে বলেই গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, ছালাত বা ছালাতের বাইরে পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় টাখনুর উপরে কাপড় রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েকদিন অনশন করে একপর্যায়ে মারা যায়, তাহ'লে সেটা আত্মহত্যা হিসাবে বিবেচিত হবে কি?

-মুহাম্মাদ রায়হান
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রচলিত অনশন ধর্মঘট আত্মহত্যার শামিল। এতে মারা গেলে নিঃসন্দেহে সে আত্মহত্যাকারী হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি বলেন, 'যে কেউ সীমালংঘন ও যুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে শীঘ্রই আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো' *(নিসা ৪/৩০)*। উল্লেখ্য যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ শারঈ পদ্ধতিতে করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি হাত দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন মুখ দিয়ে বাধা দেয়, আর যদি মুখ দিয়ে বাধা না দিতে পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে বাধা দেয়, আর এটি হ'ল দুর্বল ঈমানের পরিচয় *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*। অতএব অনশন ধর্মঘটের নামে না খেয়ে নিজেকে হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : আমরা সিঙ্গাপুরে কাজ করি। সেখানে জুম'আর দিনে ছুটি নেই। খুব অল্প সময়ের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। মসজিদে গেলে সময় থাকে না। আমরা যেখানে কাজ করি সেখানে সবাই মিলে আযান দিয়ে জুম'আ আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : জুম'আ যেমন সমষ্টিগত একটি ইবাদত, তেমনি এটা ইসলামের বড় নিদর্শন। সুতরাং যত্রতত্র জুম'আ কায়েম করা যাবে না। বরং মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করবে। সম্ভব না হ'লে যোহরের ছালাত আদায় করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১৭৮)*। তবে অত্র এলাকায় মসজিদ না থাকলে সবাই মিলে সাময়িকভাবে কোন গৃহে বা স্থানে একজনের আযান ও খুৎবা প্রদানের শর্তে জুম'আ ক্বায়েম করতে পারে *(ফাতাওয়া লাজানা দায়েমাহ ৮/২১০)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : মুসলিম ঘরের সন্তান হয়েও ১০ বছর পূর্বে ৪ বছর যাবৎ আমি মূর্তিপূজার মত জঘন্য শিরকের সাথে জড়িত ছিলাম। পরে আমি তা থেকে ফিরে আসি এবং তওবা করি। আমি জেনেছি শিরকের গুনাহ কখনো ক্ষমা হয় না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আছিফ মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে এবং সে গোনাহ পুনরায় না করলে আল্লাহ শিরকের গোনাহ ক্ষমা করে দেন। যেমন তিনি বলেন, 'হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। আল্লাহ আরও বলেন,

‘যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৯)*। এক্ষণে পূর্বের কর্মের জন্য অনুশোচনা করবে এবং অধিকহারে সৎকর্ম সম্পাদন করতে থাকবে।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : ঋণ গ্রহণের শারঈ পদ্ধতি কি?

-রাসেল প্রামাণিক, নাটোর।

উত্তর : ঋণদাতা ও গ্রহীতার জন্য নিম্নের কয়েকটি বিষয় পালন করা কর্তব্য। যেমন (১) ঋণ গ্রহণ বা প্রদানের বিষয়টি উভয় পক্ষের স্বাক্ষরে লিখিত হওয়া *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*। (২) যথাসময়ে পরিশোধের মানসিকতা থাকা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ঋণ নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন’ *(বুখারী হা/২৩৮৭)*। সাবধানতার জন্য বিষয়টি সাথে সাথে স্ত্রী বা পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে রাখতে হবে। যাতে হঠাৎ মারা গেলে তারা সেটি পরিশোধ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তিন ব্যক্তির দো‘আ কবুল হয় না; (১) যে তার দুশ্চরিত্র স্ত্রীকে তালাক দেয় না। (২) যে ঋণ দিয়ে সাক্ষী রাখে না এবং (৩) যে নির্বোধকে নিজের অর্থ প্রদান করে; অথচ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা নির্বোধদেরকে তোমাদের অর্থ প্রদান করো না *(ছহীহাহ হা/১৮০৫)*। উল্লেখ্য যে, ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেলে কবরে শাস্তি হ’তে থাকবে। তার পক্ষে ঋণের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মাইয়েতের শাস্তি চলতেই থাকবে *(হাকেম হা/২৩৪৬; আহমাদ হা/১৪৫৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : বাড়িতে মসজিদ হিসাবে একটি ঘরকে ছালাতের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট রেখে নিয়মিতভাবে সেখানে আযান দিয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে জামা‘আতে ছালাত আদায় করলে মসজিদে ছালাত আদায়ের ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, আবুধাবী, আরব আমিরাত।

উত্তর : সক্ষম পুরুষের জন্য এটি জায়েয হবে না। কারণ ছালাত একটি সমষ্টিগত ইবাদত, যা মসজিদে গিয়ে জামা‘আতের সাথে আদায় করা আবশ্যক *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১১/২০৫; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ৪/৩২৩)*। তবে মহিলারা বাড়ির ভিতরে একটি কক্ষ নির্বাচন করে সেখানে জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারে বরং সেটি অধিকতর শ্রেয় *(আহমাদ হা/২৭১৩৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪০)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : জনৈকা নারীর স্বামী তিন মাস লাইফ সাপোর্টে কোমায় থাকার পর মারা গেছেন। এ সময়টুকু কি উক্ত নারীর ইদ্দতকাল থেকে বাদ যাবে?

-এরশাদুল হক, হংকং।

উত্তর : মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে ইদ্দত পালন শুরু করবে। জীবনের অস্তিত্ব থাকে বলেই কোমায় রাখা হয়। এক্ষণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎকগণ ব্যক্তির ব্রেন এবং হার্ট উভয়টির মৃত্যু নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তাকে মৃত হিসাবে গণ্য করা যাবে না। অতএব স্বামীর মৃত্যুর পরেই নারী ইদ্দত পালন করবে *(শানক্বীতি, আহকামুল জিরাহাতিত ত্বিব্বীইয়াহ ৩২৫ পৃ.; বাকর আবু যায়েদ, ফিক্বহুন নাওয়াযেল ১/২৩২)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : ছালাতের মধ্যে ক্রন্দন করার বিধান কি? রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এভাবে ক্রন্দন করার দলীল পাওয়া যায় কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : ছালাতে ক্রন্দন করা অধিক আল্লাহভীরু সৎকর্মশীল লোকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, ‘আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়’ *(ইসরা ১৭/১০৯)*। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম ছালাতে ক্রন্দন করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় তিনি ছালাত আদায় করছিলেন এবং ফুটন্ত পানির ডেগের শব্দের ন্যায় কাঁদছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, চাক্কীর শব্দের ন্যায় শব্দ করে কাঁদছিলেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০০০)*। আবুবকর (রাঃ) ছালাতে তেলাওয়াতকালে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন *(বুখারী হা/৬৬৪, ৬৮২; মুসলিম হা/৪১৮)*। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বলেন, আমি ওমরের পিছনে ফজরের ছালাত আদায় করছিলাম। আমি ছিলাম সব পিছনের কাতারে। তিনি সূরা ইউসুফের ৮৬ আয়াত পাঠ করছিলেন আর কাঁদছিলেন *(বুখারী ৩/২০৮; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৬৫)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত মর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি বলেন, بَاب إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ (ইমাম যখন ছালাতে ক্রন্দন করেন সম্পর্কে অধ্যায়)। অতএব আল্লাহ্‌র ভয়ে ছালাতে কান্না করা সালাফদের আমল দ্বারা প্রমাণিত *(উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/২৩৮)*। তবে দুনিয়াবী কোন কারণে ছালাতের ভিতর আওয়ায করে ক্রন্দন করলে ছালাত বিনষ্ট হয়ে যাবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৪১)*।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ‘আত-তাহরীক টিভি’ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' (*বুখারী হা/১৯৫৪*)। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' (*আবুদাউদ হা/৪২৬*)।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৩ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ আগস্ট	১৩ মুহাররম	১৭ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:০৫	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	১৫ মুহাররম	১৯ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০৬	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৩
০৫ আগস্ট	১৭ মুহাররম	২১ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:০৮	০৫:২৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০১
০৭ আগস্ট	১৯ মুহাররম	২৩ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৯	০৫:৩০	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৯	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	২১ মুহাররম	২৫ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:১০	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৭:৫৮
১১ আগস্ট	২৩ মুহাররম	২৭ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:১১	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৭:৫৬
১৩ আগস্ট	২৫ মুহাররম	২৯ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:১৩	০৫:৩২	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৭:৫৪
১৫ আগস্ট	২৭ মুহাররম	৩১ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:১৪	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৩	০৭:৫২
১৭ আগস্ট	২৯ মুহাররম	০২ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:১৫	০৫:৩৪	১২:০২	০৩:২৯	০৬:৩১	০৭:৫০
১৯ আগস্ট	০২ ছফর	০৪ ভাদ্র	শনিবার	০৪:১৬	০৫:৩৫	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৪৮
২১ আগস্ট	০৪ ছফর	০৬ ভাদ্র	সোমবার	০৪:১৭	০৫:৩৬	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৪৬
২৩ আগস্ট	০৬ ছফর	০৮ ভাদ্র	বুধবার	০৪:১৮	০৫:৩৬	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৬	০৭:৪৪
২৫ আগস্ট	০৮ ছফর	১০ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:১৯	০৫:৩৭	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪২
২৭ আগস্ট	১০ ছফর	১২ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২০	০৫:৩৮	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২২	০৭:৪০
২৯ আগস্ট	১২ ছফর	১৪ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২১	০৫:৩৮	১১:৫৯	০৩:২৭	০৬:২০	০৭:৩৭
৩১ আগস্ট	১৪ ছফর	১৬ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২২	০৫:৩৯	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:১৯	০৭:৩৫
০১ সেপ্টেম্বর	১৫ ছফর	১৭ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৮	০৭:৩৪
০৩ সেপ্টেম্বর	১৭ ছফর	১৯ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৪	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৫	০৭:৩২
০৫ সেপ্টেম্বর	১৯ ছফর	২১ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৫	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:৩০
০৭ সেপ্টেম্বর	২১ ছফর	২৩ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	২৩ ছফর	২৫ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:১০	০৭:২৫
১১ সেপ্টেম্বর	২৫ ছফর	২৭ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৭	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৮	০৭:২৩
১৩ সেপ্টেম্বর	২৭ ছফর	২৯ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২২	০৬:০৫	০৭:২১
১৫ সেপ্টেম্বর	২৯ ছফর	৩১ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৯	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৩	০৭:১৮

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−২	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	−১	০	+১	০	০
শরীয়তপুর	+১	০	০	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	−১	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+২	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৩	−২	০	−১	০
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+১	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	০	০	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+১	+১
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−১	+১	+৪	+৩	+৪
ময়মনসিংহ	−২	০	+২	+১	+২
জামালপুর	−১	+২	+৪	+৩	+৪
নেত্রকোণা	−৪	−১	+১	০	+১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৭	+৫	+৪	+৪	+৩
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৪	+৩	+২	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৩	+৩
খুলনা	+৫	+৩	+২	+২	+২
বাগেরহাট	+৫	+২	+১	+১	০
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৩	+১	−১	−১	−১
পটুয়াখালী	+৩	০	−২	−২	−৩
পিরোজপুর	+৪	+২	০	০	−১
বরিশাল	+২	০	−১	−২	−২
ভোলা	+১	−১	−৩	−৩	−৩
বরগুনা	+৪	+১	−১	−১	−২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৪	+৩	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৬	+৫	+৬
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৭	+৮
নাটোর	+৪	+৬	+৭	+৬	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৫	+৮	+৭	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০	+৯	+১০
নওগা	+৪	+৬	+৮	+৭	+৮

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+২	+৭	+১২	+১২	+১৩
দিনাজপুর	+৩	+৭	+১১	+৯	+১১
লালমণিরহাট	−১	+৪	+৮	+৬	+৮
নীলফামারী	+২	+৬	+১০	+৯	+১১
গাইবান্ধা	০	+৩	+৬	+৫	+৭
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৮	+১২	+১০	+১৩
রংপুর	০	+৪	+৮	+৭	+৯
কুড়িগ্রাম	−১	+৩	+৭	+৫	+৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৪	−৪
ফেনী	−৩	−৪	−৫	−৫	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−২	−৩	−২
রাঙ্গামাটি	−৫	−৭	−৯	−৯	−৯
নোয়াখালী	−১	−৩	−৪	−৪	−৫
চাঁদপুর	০	−১	−২	−২	−২
লক্ষ্মীপুর	০	−২	−৩	−৩	−৩
চট্টগ্রাম	−৩	−৬	−৮	−৮	−৮
কক্সবাজার	−২	−৬	−১০	−১০	−১১
খাগড়াছড়ি	−৫	−৬	−৭	−৮	−৮
বান্দরবান	−৪	−৭	−১০	−৮	−১০

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৮	−৬	−৪	−৫	−৪
মৌলভীবাযার	−৭	−৬	−৪	−৫	−৪
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৩	−৪	−৩
সুনামগঞ্জ	−৭	−৪	−১	−৩	−১

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮।
দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 11, August 2023

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

কর্মী সম্মেলন ২০২৩

২৪ ও ২৫
শে আগস্ট
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত প্রস্তাবিত **দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে** মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো যাচ্ছে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, যদিও মসজিদটি পাখির বাসার মত ছোট হয়' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*।

কাজের অগ্রগতি : পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গার কাজ শেষ পর্যায়ে, শীঘ্রই পাইলিং শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।